শ্রীফণিভূষণ নন্দী।

তপতী

A Mythological Drama.

শ্রীফণিভূষণ নন্দী।

রায়বাহাদুর—

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

কর্ত্তৃক সংশোধিত।

সন ১৩৪৪ সাল।

প্রকাশক—

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দাস।

৪।এ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

শ্রীঅজিতকুমার মিত্র

কর্ত্তৃক

ভারত প্রেস লিমিটেড

৪২নং রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে

মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

দানবীর, স্বজাতি ও বন্ধুপ্রতিপালক,

অশেষ গুণান্বিত পরমশ্রদ্ধেয়

কলিকাতা, ৪।এ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট নিবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাস

এম্, এল্, এ

মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে মুদ্রিত

এই দীন লেখকের

একান্ত সাধনার ধন

"তপতী"

তাঁহারই করকমলে

অর্পিত হইল।

সন ১৩৪৩ সাল,
তারিখ ৫ই চৈত্র।

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

পুরুষগণ।

দুলালচাঁদ	...	...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।
সূর্য্য	...	...	
বশিষ্ঠ	...	...	
সম্বরণ	...	...	হস্তিনার রাজা।
শত্রুজিৎ	...	...	ঐ পোষ্যপুত্র।
অরুণজিৎ	...	...	রাণীর পালিত পুত্র।
কালঞ্জয়	...	...	ঐ সেনাপতি।
বিপর্ণ	...	...	ঐ মন্ত্রী।
শোভনচাঁদ	...	...	সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ।
মোহনচাঁদ	...	...	অলকার পুত্র।
নীরঞ্জন	...	...	ধাত্রীপুত্র পরে সেনাপতি
পৃষথ	...	...	পাঞ্চাল অধিপতি।
সুধীরসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।

দস্যুগণ, বৈতালিকগণ, সৈন্যগণ, পুরোহিত,

ঝাড়দার, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

তপতী	...	...	সূর্য্যকন্যা।
	(বালকবেশে নিয়তি)		
সুপ্রভা	...	...	রাজমহিষি।
অলকা	...	...	বারাঙ্গনা।
মানসী	...	...	মন্ত্রিকন্যা।
বালকবেশে মুরলা	...	...	সেনাপতির পত্নী।
সুধীয়া	...	...	ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মী।

অপ্সরাগণ, সখীগণ, বেদিনীগণ, গ্রাম্যরমণীগণ,

ঝাড়ুদাবিণী, ইত্যাদি।

—:*:—

নিবেদন।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে বই লিখিবার ইচ্ছা প্রাণে প্রবল হ'য়ে উঠে, কিন্তু কি যে লিখবো তা ভেবেই পাইনা। অনেক ভেবে চিন্তে মহাভারত হ'তে একটা পুরাণো গল্প নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলুম। আমার সেই পাগলামি দেখে বন্ধু-বান্ধবের দল হেসেই আকুল। কেহ বলে কাব্যবিশারদ, কেহ বলে কাব্যবিনোদ ইত্যাদি রকমের রহস্য ও বিদ্রূপের উক্তিতে আমায় উত্তিক্ত ক'রে তোলে; তখন বাধ্য হ'য়ে কিছুদিনের জন্য তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে হ'ল। বিদ্যা বুদ্ধিতে বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত, কাজেই বই সমাপ্ত ক'রতে বহু আয়াসস্বীকার ক'রতে হয়েছে। নূতন লেখক আমার ভুলভ্রান্তি ষোল আনা, তবু অনুরোধ যে করুণহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ নিজগুণে আমার সকল ত্রুটী মার্জ্জনা ক'রবেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলিতে হইবে যে, আমার পরম পূজ্য, রায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট আমি কৃতকৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থ প্রণয়ণ বিষয়ে তিনি যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারিবনা।

তাঁর দেবোপম চরিত্র আমার নিকট সত্যই আজ আদর্শ স্থানীয়, আমি ভগবত সমীপে কামনা করি যে তিনি আপনাকে শুভাশীষ দান করুন এবং দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন।

ইতি—

একান্ত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—
গ্রন্থকার

সন ১৩৪৩ সাল
তাং ২১শে মাঘ

তপতী

-:*:

সূচনাঙ্ক

—:(*):—

বৈকুণ্ঠ-পথ

[লক্ষ্মী ও নারায়ণের তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে প্রবেশ]

লক্ষ্মী। আমি নিশ্চয়ই বাজি জিতবো।

নারায়ণ। আর যদি না পার ?

লক্ষ্মী। যদি না পারি, তাহ'লে—তোমার নিকট গললগ্নবাসে করযোড়ে মার্জ্জনা চেয়ে নেবো !

নারায়ণ। তা তো নেবে, কিন্তু এতে যে তোমার লাঘব ঘটবে লক্ষ্মী !

লক্ষ্মী। তাই যদি ঘটে তাতে আমার লজ্জা নেই প্রিয়তম, কেননা তুমি আমার উপাস্য দেবতা আর আমি চরণ সেবিকা দাসী,—আমার লাঘব হ'লে—তোমার তাতে ভয় কি আর দুঃখই বা কিসের ? যাক্, সে কথার প্রয়োজন নেই ; জগৎ জানে তুমিই বা কে—আর আমিই বা কে ! এখন জিজ্ঞাসা করি, দাসীর একটা অনুরোধ রাখবে কি ?

নারায়ণ। তোমার আশা, বাসনা, কবে না পূর্ণ ক'রেছি লক্ষ্মী ? বল তোমার কি প্রার্থনা ?

লক্ষ্মী। তুমি আর কক্ষনো আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে পাবেনা এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা !

নারায়ণ। তা না হয় খেল্লুম না যেন, কিন্তু জান কি লক্ষ্মী— ওটা যেন কেমন আমার পক্ষে—

লক্ষ্মী। দোহাই তোমার—রঙ্গময়—রঙ্গ ক'রনা, আরও কত বার তোমায় এ কথা ব'লেছি, তবু তুমি এম্নি পাষাণ— এম্নি নির্দ্দয়-যে অভাগিনীর প্রাণের ব্যথা, যে কি শোক-সিন্ধুময়, তা একবার দেখেও দেখলেনা বুঝেও বুঝলেনা, কেবল দিবা নিশি তাকে বিষাদ সাগরে ম্রিয়মাণা ক'রে রেখেছ !

(গীত)

ওগো কি ফল বল আমারে কাঁদায়ে।
(আমি) সরলা অবলা আছি তোমাতে বিহ্বলা,
কেন তবে ছলা অতীতের স্মৃতি জাগায়ে।
আশ্রিতা এ দাসী সদা চরণ-প্রয়াসী,
তবু অভিলাষী কেন দলিতে চরণ ঘায়ে।

(বিষাদে মুহ্যমানা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

নারায়ণ। ওকি লক্ষ্মী তুমি কাঁদছ কেন ?

লক্ষ্মী। নিষ্ঠুর,—কপট,—এখনও জিজ্ঞাসা ক'রছ কাঁদি কেন ?

নারায়ণ। অভিমানিনী আমার—অভিমান পরিত্যাগ কর, মনটা বেশ ভালছিল না তাই কি বোলতে কি ব'লেছি, এখন চল লক্ষ্মী এই বৈকুণ্ঠপুরী পরিত্যাগ ক'রে একবার মর্ত্ত্যধামে যাই সেখানে আমার এক প্রিয়তম ভক্ত আছে তার মনোবাসনা পূর্ণ করতে হবে ; জানত লক্ষ্মী ভক্তই আমার প্রাণ ভক্তের জন্য আমি যুগে যুগে কি না ক'রে আসছি, এখন চল অনতিবিলম্বে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইগে !

লক্ষ্মী। তা যাচ্ছি কিন্তু একটা শপথ ক'রতে হবে তোমায় !

নারায়ণ। এবার না হেসে আর থাক্‌তে পাল্লুম না (হাস্যপূর্ব্বক) বল লক্ষ্মী কি শপথ ক'রতে হবে ?

লক্ষ্মী। হাস আর যা খুসি কর, তবু তোমায় সত্যবন্দী না করিয়ে ছাড়ছিনে,—"বল আমি যা ব'লবো তার বাদানুবাদ না ক'রে তাতেই স্বীকৃত হবে ?"

নারায়ণ। যদি স্বীকৃত না হই !

লক্ষ্মী। তা হ'লে তোমার সঙ্গে যাওয়া হবে না !

নারায়ণ। আর যদি স্বীকৃত হই—

লক্ষ্মী। তাহ'লে আমিও প্রস্তুত !

নারায়ণ। তোমার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে—চল মানিনী আমার, তুমি না থাক্‌লে আমি যে শক্তি হারা হ'য়ে পড়্‌বো !

[লক্ষ্মীকে ভুজবন্ধনে বেষ্টনপূর্ব্বক প্রস্থান]

তপতী

—:*:—

প্রথম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

[ত্রাস্তপদে পুরোহিত এবং একজন সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক। বলি ও পুরোহিত মহাশয়! এত ব্যস্ত হ'য়ে যাচ্ছেন কোথায়?

পুরোহিত। যেথা যাইনা বাপু তোমার এতশত খবরে কাজ কি! (ক্রুদ্ধচিত্তে কটাক্ষ)

১ সৈনিক। আরে দাদা চটেন কেন? একটা ভাল খবর আপনায় জানাতে এসেছিলাম, তা এখন দেখছি আপনার নিতান্ত বামুনে কপাল!

পুরোহিত। আরে যাও যাও বিরক্ত ক'রনা—যাচ্ছি একটা শুভ কার্য্যে,—অম্নি পিছু ডাকা, দূর হ হতচ্ছাড়া কোথাকার—দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা শ্রীহরি! [গমনোদ্যত]

সৈনিক। [তাহার গমনে বাধাদিয়া] আরে দাদা, যাবেনই তো—কিন্তু কথাটা যে আমার পেটের মধ্যে গজ গজ

ক'রছে—না হয় একটু শুনেই যাওনা? •টাই কি এ থেকে আপনার বরাতও ফিরে যেতে পারে!

পুরোহিত। এঁ্যা—বলকি নাতি—এমন ধারা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

সৈনিক। আরে দাদা, আপনি যে হেসেই আকুল! আগে কথাটাই শেষ করি।

পুরোহিত। হেঁ দাদা তা কর—কিন্তু কথাটা সত্যি তো?

সৈনিক। সত্যি নয় তো কি আর মিথ্যে বলছি দাদা? আপনি যে একেবারে অগ্নি শর্ম্মা হ'য়েই আছেন!

পুরোহিত। কি আর বো'লবো নাতি? সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি এতে কি আর মাথার ঠিক থাকে? দিন রাত্তির কেবল ভ্যান্‌র ভ্যান্‌র!

সৈনিক। সংসার বোলতে ত কেবল আপনি আর কর্ত্রী ঠাকুরাণী!

পুরোহিত। তা হ'লে কি হয়? উনি যে আমাদের একাই একলাখ, কি আর ব'লবো নাতি তুমি যদি তাঁর হাতে পড়তে, তা'হলে দেখিয়ে দিত তোমায়, তাঁর দাপটের বহরখানা কি রকম!

সৈনিক। বলেন কি দাদা এমন চয়খাল ব্যাপার!

পুরোহিত। সে কথা আর কেন নাতি—ঐ দুঃখেই মরে আছি!

সৈনিক। আচ্ছা যাক্ সে কথা এখন একটা কাজের কথা বলি শুনুন—এখন যাবেন কোথায়?

পুরোহিত। চুলোয়-যাবো আর কোথায়? যাবার কি আর স্থান আছে নাতি? তবু যেঁতেই হবে,—কেন না গিন্নীর আদেশ অমান্য ক'রবার যো নেই, তাই সাত জায়গায় প্রাণটা রেখে রাজ বাটীর দিকে চ'লেছি, রাজা সম্বরণ পোষ্যপুত্র নিয়েছেন কিনা? উপস্থিত তাঁকেই রাজপাটে বসিয়ে তিনি মৃগয়ায় গমন করেছেন,—সেই হ'তে আমি রাজ বাটিতে মাঝে মাঝে যাওয়া আসা ক'র্‌ছি; আশা—যদি কোন রকম ক'রে এই পাথর চাপা কপালটা ফিরিয়ে নিতে পারি!

সৈনিক। বেশ—বেশ—তা যান—তবে একটা কথা,—

পুরোহিত। কি কথা ভাই?

সৈনিক। [কাণে কাণে বলিল] দেখুন এ কার্য্য যদি করতে পারেন, সেনাপতি মহাশয় ব'লেছেন যে,—এর পুরস্কার একশত স্বুবর্ণ মুদ্রা—উপস্থিত এই নিন।

[কয়েকটী স্বুবর্ণ মুদ্রাপ্রদান]

পুরোহিত। [গ্রহণ করতঃ] বাহবা বরাত! বলিহারি যাই তোমায়! [মুদ্রানিরীক্ষণ করতঃ] আ হা হাঃ—কি স্বুন্দর গঠন মাধুর্য্য তোমার? তোমার প্রেমে আকৃষ্ট না হয় এমন জন এ সংসারে অতি বিরল,—ওহে মুদ্রা রূপী সখা? আমি তোমায় বড় ভালবাসি; দেখ বন্ধো, জীবনে যেন তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ না ঘটে—তোমার গুণের কথা অসীম অব্যক্ত, তুমিইতো দুর্দ্দিনে

সুদিনে, মানবকে রক্ষা ক'রে আসছো। জগতে সবই অনিত্য কিন্তু বন্ধু তুমিই সত্য তুমিই সত্য! তোমার অনন্ত মহিমা—এ অদ্ভুত লীলা, দরিদ্রের বোঝবার শক্তি কোথায়—? ভাই সব যদি জগতে মানুষ হ'তে চাও তা হ'লে "এই" বন্ধুটার সঙ্গে সখ্য স্থাপন কর—পাত্রাপাত্র বিচার না ক'রে ঘৃণা মর্য্যাদা জলাঞ্জলী দিয়ে এঁকে সাদরে বরণ ক'রে নিয়ে এস তখন দেখবে-বুঝবে এর অনন্ত শক্তির প্রভাব! হ্যাঁ,—দেখ নাতি! আমায় কিন্তু ভুলে থেকনা—কার্য্য শেষ ক'রে তবে তোমায় জানাবো! দেখ যেন ভুল না হয়, বুঝলে নাতি!

সৈনিক। এও কি একটা কথা? তাকি হয় দাদা? অন্ততঃ একদিন ঠান্ দির সঙ্গে আলাপ না ক'রে কি অগ্নি ক্ষান্ত দেবো?

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষ

[সভাসদগণ, কালাঞ্জয় ও মোহন চাঁদের প্রবেশ]

কালাঞ্জয়। আপনাদের সকলকে আহ্বান ক'রেছি কেন জানেন? একটা নগণ্য শিশুর দ্বারা কখন কি এই

বিশাল রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালনা হ'তে পারে? দুগ্ধপোষ্য শিশু, তার শক্তি বা কতটুকু? আপনারা বেশ স্থিরচিত্তে চিন্তা ক'রে দেখুন, মহারাজ সম্বরণ কতদূর অন্যায় ক'রেছেন;—একটা অজ্ঞাত কুলশীল বালক, না হয় তিনি তাকে লালন পালন ক'রে এসেছেন.—তাব'লে তা'কে একেবারে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁ'রপক্ষে নিতান্তই অনুচিত হ'য়েছে—আপনারাই বলুন তাঁ'র ন্যায় মহানুভবের এ কার্য্য কি অন্যায় ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে না?

(সকলে) নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—

কালাঞ্জয়। তাহ'লে বলুন এ অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করা যেতে পারে না;—তাই এর একটা যথাবিহিত ব্যবস্থা করবার জন্য আপনাদের আহ্বান ক'রেছি, এক্ষণে বলুন এর প্রতিবিধান সঙ্কল্পে আপনারা সর্ব্বতোভাবে আমায় সাহায্য ক'রবেন কিনা?

(সকলে) আপনার জন্য আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত!

কালা। তবে আর চিন্তা কি? শুদ্ধ আপনাদের অনুমতি পেলে মূহুর্ত্তে আমি ঐ পাপিষ্ঠ শৃগাল শিশুকে সিংহাসন হ'তে হাত ধরে—

[অলকার প্রবেশ]

অলকা। (প্রবেশ পথ হইতে) তাই কর সেনাপতি—তাই কর—আমিও তোমার এই মহানুষ্ঠানে যোগ দেবার

জন্য ছুটে আস্‌ছি—এ রাজার রাজত্বে বিচার নেই—শৃঙ্খলা নেই কেবল কথায় কথায় চণ্ডনীতির উদ্বোধন। সেনাপতি—! চেয়ে দেখ—দানবীর অত্যাচারের কুলিশ প্রহারে দুর্ব্বল প্রজার বক্ষপঞ্জর ভেঙ্গে পড়ছে; বল দেখি সেনাপতি—রাজা ব্যতীত গরীব প্রজার প্রাণের বেদনা কে বুঝবে? কে তা'দের বিষাদমাখা মুখদেখে দয়া ক'রবে?—কে আর ব্যথিতের বেদনায় সমবেদনা প্রকাশ ক'রে—এক ফোঁটা বিষাদাশ্রু ফেলবে? সেনাপতি! যে রাজার দয়া নেই—মমতা নেই—কেমন সে রাজা—কেমন তার প্রাণ? জানিনে ভগবান্ কেন তাঁকে রাজা করে পাঠিয়েছেন! রাজা কি শুদ্ধ রাজা হবার জন্য? না অহর্নিশ রাজতক্তে ব'সে তার ভোগলীপ্সা চরিতার্থ ক'র্‌বার জন্য? তাই যদি হয়, তবে থাক রাজা—তুমি তোমার ঐশ্বর্য্যের মোহে আকৃষ্ট হ'য়ে, থাক তুমি তোমার সুখের নেশায় বিভোর হ'য়ে, আর মূহুর্ত্ত পরে দেখতে পাবে রাজা, তোমার এই শান্তিপূর্ণ রাজ্যে অশান্তির প্রবল ঝঞ্ঝা উত্থিত হ'য়ে রাজ্যখানাকে আলোড়িত ক'রে তুলেছে তখন তোমার চমক ভাঙ্গবে রাজা—এখন নয়!

কালা। অলকা—অলকা—সহসা তোমার এরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটলো কেন?

অলকা। চুপ্ সেনাপতি,—কিম্বা ঐ বাতাসকে জিজ্ঞাসা কর সে তোমার কথার প্রত্যুত্তরে গভীর নিনাদে ব'লবে— "চণ্ডাল রাজা"—এ রাজার রাজত্ব ধ্বংস হউক—তার পরিবর্ত্তে নূতন রাজ্যের সংস্থাপন হউক!

কালা। হবে—হবে—তারও বেশি বিলম্ব নেই নারী— বিশ্বজুড়ে নবভাবের বিজয়ভেরী বেজে উঠেছে যখন— তখন দেশ জাগবে—জাগবে!

অলকা। না—না—জাগবে না ভুল ধারণা তোমার সেনাপতি হস্তিনার সুখরবি চিরতরে অস্তাচল চূড়ে ডুবে গেছে— যা'দের রাজা স্বেচ্ছাচারের দাস, তারা সুখশান্তি কোথায় পাবে সেনাপতি?

কালা। সুখ দুঃখ হাসি কান্না নিয়ে মানবের অদৃষ্ট সর্ব্বদাই ঘুরছে; জান না কি নারী? একভাবে দিন অতিবাহিত হয় না? দিন আসবে—দিন আসবে, বিশ্বাস কর নারী—

অলকা। আমার সে বিশ্বাসের বাঁধ ভেঙ্গেদিয়েছে তোমাদের ওই বিশ্বাসঘাতক রাজা। ওঃ! কি ব'লবো সেনাপতি, তার পাশবিক অত্যাচারের কথা—

কালা। সেই দুষ্কৃতির দমন ক'রবার উদ্দেশ্যে আজ আমাদের এ আয়োজন—বল নারী—শোনাও তোমার অতীতের বিষাদপূর্ণ ঘটনাবলী,—জ্বেলে দাও হৃদয়ে প্রতিহিংসার তীব্র দাবানল!

অলকা। রাজা—রাজা—যদি আমি পতিতা উপেক্ষিতা বারাঙ্গনা তবে আমায় নিয়ে এসেছিলে কেন ? আর কেনই বা এ নির্ম্মম নির্য্যাতন ? অথবা কি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এরূপ কঠোর আদেশ দিয়ে গেলে—আমি তো কোনদিন তোমায় পাবার জন্য, তোমার ভালবাসা লাভ ক'রবার জন্য লালায়িতা হইনি ? তুমিই পায়ে ধ'রে সেধে আমায় এনেছ ; কত নিত্য নূতন আশায় বিমোহিত ক'রে আমার আমিত্বটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছ ; বিশ্বাস ঘাতক রাজা—স্মরণ ক'রে দেখ দেখি তোমার পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি বাক্য,—কই—তা পালন ক'রতে পেরেছ কি রাজা ? তখন বুঝি সে প্রাণ ছিল তোমার যৌবনের পূর্ণ উন্মাদনায় ভরা, এখন তোমারও যৌবন গেছে আমারও যৌবনে ভাটার টান পড়েছে—তাই বুঝি পথের ভিকারিণীর মত দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দিতে চাও,—তা যাবোনা রাজা, কিছুতেই তোমার আশা পূর্ণ হ'তে দেবোনা,—এই নগণ্যা নারী স্বীয় শক্তিবলে প্রতিহিংসা সাধন ক'রতে পারে কিনা তাই তোমায় দেখিয়ে দেবো,—বলুন সেনাপতি একটু আশ্রয় পাব কি ?

কালা। বলুন সভাসদ্‌গণ রমণীর এ বুকভরা আর্ত্তনাদে আপনাদের কঠিন প্রাণ কি বিগলিত হবে না !

সভাসদ্গণ। (সকলে) একি কথা ব'লছেন সেনাপতি মহাশয় ? আদেশ দিন কি ক'রতে হবে !

কালা। পারবেন কি—সে প্রাণ আপনাদের আছে ব'লেত বিশ্বাস হয় না !

সভাসদ্গণ। কি ক'রলে বিশ্বাস হ'তে পারে ?

কালা। বিশ্বাস অন্তরের কথায়—শুধু আপনারা একবার বুক ফুলিয়ে বলুন, "আমরা এ অত্যাচারের প্রতিশোধ চাই"।

সভাসদ্গণ। এ অত্যাচারের আমরা প্রতিশোধ নেবো—নেবো—

অলকা। সভাসদ্গণ ! সেনাপতি মহাশয়—ব'লতে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে আসে,—নির্ম্মম অত্যাচারের কঠোর নিষ্পেষণে প্রতিনিয়ত জর্জ্জরিতা হ'য়ে এসেছি আশ্রয় ভিক্ষায়,—একটু আশ্রয় পাব কি মহানুভব সেনাপতি,—যে আশা বক্ষে ধ'রে আজ প্রকাশ্য সভায় করুণা ভিক্ষা ক'রতে এসেছি, সে আশা পূর্ণ হবে না কি ?

কালা। প্রকৃতিস্থা হও নারী—তোমার এ মর্ম্ম জ্বালার যাতে নির্ব্বাণ হয় তার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—ওঃ—কি পরিতাপ,—কি দানবীয় অত্যাচারে নিষ্পেষিতা নারী—আজ দুর্দ্দশার নিম্নস্তরে পতিতা !

অলকা। কালাঞ্জয়—ঠিক ধ'রেছ তুমি, বর্ত্তমানে জগৎ চক্ষে আমি ঘৃণিতা বারাঙ্গণা—কিন্তু জগৎ দেখতে চায় না যে, কার মোহন প্রলোভনে বিমোহিতা হ'য়ে আজ আমি

পথের ভিখারিণী—এরজন্য কে দায়ী ? বলুন আপনারা, দোষ কার ? ঐ রূপোন্মত্ত পশুর—না আমার,—ভেবে দেখুন আপনারা কে আমায় এ পথে টেনে এনেছে ? কার জন্য, আমি আমার একমাত্র নারীজীবনের কৌস্তুভরত্ন সতীত্ব—বিসর্জ্জন দিয়ে এই পাপ পঙ্কে নিমজ্জিতা। ন্যায় বিচার করুন আপনারা ; আজ আমার পুত্র এ সিংহাসনের দাবী রাখতে পারে কি না ?

(সকলে) ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আপনার পুত্রই সিংহাসনের অধিকারী, মহারাজ সম্বরণের অবর্ত্তমানে তিনিই প্রকৃত উত্তরাধিকারী !

অলকা। তাই যদি হয়, তবে শত্রুজিৎ এখনও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কেন ? কে সে এ রাজ্যের ? যাঁর অঙ্গুলি হেলনে আপনি আমি এমন কি রাজ্যের সামান্য প্রাণীটি পর্য্যন্ত যন্ত্র পুত্তলিকার মত পরিচালিত হচ্ছে—রাজার পোষ্যপুত্র বলে বুঝি তার এ উচ্চ সম্মান ? আর আমার পুত্র বুঝি কেউ নয়, বলুন আপনারা স্বীকার করতেই হবে, আপনাদের রাজার এ পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণ অসঙ্গত কি না ?

(সকলে) সম্পূর্ণ অসঙ্গত—সম্পূর্ণ অসঙ্গত—

অলকা। তাই যদি জেনেছিলেন, কেন তবে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ না ক'রে তার পক্ষ সমর্থন ক'রলেন !

কালা। ভুল ক'রে ফেলেছি নারী—আজ সে মহাভ্রমের সংশোধন ক'রবার নিমিত্ত আমরা বদ্ধপরিকর, আক্ষেপ ক'রনা নারী—যাও,—প্রয়োজন মত সাক্ষাৎ পাবে ! [অলকার প্রস্থান]

বলুন অমাত্যবর্গ এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

সভাসদ্‌গণ। আমাদের কর্ত্তব্য,—আপনাকে এ সিংহাসনে স্থাপিত করিয়ে রাজ্যভার আপনার করে সমর্পণ করা !

কালা। মাপ ক'রবেন অমাত্যবর্গ, সে স্পৃহা আমার নেই, যিনি প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাঁকেই সিংহাসন প্রদান করা হউক, এবং তদ্দারাই ন্যায়ের দণ্ড সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য—আমার মনে হয়, এতেই ন্যায়ের মর্য্যাদা ঠিক অক্ষুণ্ণ থাকবে ; বলুন এতে আপনারা সম্মত কিনা ?

২য় সভা। সানন্দে সম্মতি দিচ্ছি সেনাপতি মহাশয়, আপনার এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

কালা। বেশ তাহ'লে নবীন রাজ্যেশ্বরের প্রতিষ্ঠা হেতু রণভেরী বেজে উঠুক, আর সেই বিজয় নিনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত ক'রে রাজ্যবাসিকে জানিয়ে দেবে যে—এ যুদ্ধ শুদ্ধ শান্তির প্রতিষ্ঠা হেতু ; ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এ যুদ্ধ—রাজদ্রোহ নয়।

সভা। (মস্তক কুণ্ডয়ণ পূর্ব্বক) এঁ্যা—বলেন কি সেনাপতি একেবারে রণবাদ্য বাজিয়ে দেবেন ?

কালা। বিন্দু মাত্র শঙ্কা নেই আপনাদের, হৃদয় সুদৃঢ় করুন আগুনে পুড়ে মরতে হয় আমি ম'রবো, মোহন চাঁদ. নিস্তব্ধ কেন ?

মোহন। আদেশ করুন !

কালা। পারবে কি মোহনচাঁদ এ জীবন যুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন ক'রতে ?

মোহন। এ জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন, সেনাপতি মহাশয়— এ দাসের জন্ম শুধু আপনার আদেশ পালন ক'রতে,— আমার একমাত্র আশা ভরসা যে সবই আপনি। ওই মাথার উপর ঈশ্বরকে সাক্ষী ক'রে ব'লতে পারি এ জীবন রাখবার ইচ্ছা নেই, প্রতিমূহুর্ত্তে সুযোগ অন্বেষণ ক'রছি ; কিন্তু কোনও দিন তার দর্শন লাভ ঘটেনি, আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত, তাই মৃত্যুর আহ্বানে আজ আনন্দের বিপুল স্পন্দন !

কালা। জেগেছ যদি মৃত্যুর আহ্বানে তবে এস বীর,—উন্মুক্ত ক'রে নাও তোমার কোষবদ্ধ তরবারী, দৃঢ় মুষ্টিতে ধর অক্ষয় বর্শা উচ্চকণ্ঠে বল জয় ভাগ্য দেবীর জয়—জয় ভাগ্যদেবীর জয়।

(সকলে)। (তথাকথিত) (এবং প্রস্থানোদ্যত হইলে একজন বৃদ্ধ সভাসদের প্রবেশ)

বৃঃসভা। ফেরো—ফেরো সেনাপতি,—একেবারে সপ্তমে চড়লে পেরে উঠবে কেন ? তারটা যে ছিঁড়ে যাবে—যন্ত্র

বেসুরা ব'লবে; বেশ অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা ক'রে দেখ রাজশক্তি এখনও এতটা দুর্ব্বল হয়নি যে, তোমার মত লোকের চোখ রাঙ্গানীতে ভয় পাবে!

কালা। বৃদ্ধ—তুমি কি উন্মাদ হ'য়েছ?

বৃদ্ধ-সভা। আমি উন্মাদ হইনি সেনাপতি, আমি ঠিকই প্রকৃতস্থ আছি, ধীরে—অতি ধীরে—সেনাপতি; এতটা উতলা হ'লে চলবেনা। যদি কার্য্য উদ্ধার ক'র্‌তে চাও তাহ'লে এ কল্পনা পরিত্যাগ কর!

কালা। বৃদ্ধ তুমি কাকে কি ব'লছ!

বৃদ্ধ-সভা। বল্‌ছি তোমাকে—আর ব'লছি তোমার সহচর-বর্গকে। যদি জয়মাল্যে বিভূষিত হ'তে চাও, একান্তই রাজলক্ষ্মীর কৃপালাভ ক'রতে চাও, তাহ'লে—বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত কর!

কালা। আচ্ছা বল বৃদ্ধ কি করতে হবে।

বৃদ্ধ-সভা। বৃদ্ধের কথায় যদি বিশ্বাস থাকে, তাহ'লে নীরবে সকলে আমার সঙ্গে এস; জেনো বাতাসেরও কাণ আছে!

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

[সুপ্রভা ও অরুণজিতের প্রবেশ]

অরুণ। বাবা কখন আসবেন মা অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, তাঁর জন্যে মনটা কেমন কচ্ছে, বল না মা তিনি কবে আসবেন ?

সুপ্রভা। (স্বগতঃ) সত্যই তো কত দীর্ঘ দিবস অতীতের অন্ধকারে মিশিয়ে গেল তবুত মহারাজ মৃগয়া থেকে প্রত্যাবৃত্ত হ'লেন না,—তবে কি তাঁর কিছু অমঙ্গল ঘটেছে—না-না তা "ত" কখনও সম্ভব নয় তবে এত বিলম্ব হবারই বা—কারণ কি ! (অনন্যমনে চিন্তন)

অরুণ। চুপ ক'রে থাকলে কেন মা উত্তর দাও !

সুপ্রভা। কি উত্তর চাও পুত্র, বল তোমার জিজ্ঞাস্য কি ?

অরুণ। ওঃ—এত উন্মনা হ'য়ে পড়েছ মা,—বুঝতে পেরেছি মা তোমার এ ঔদাসীন্য ভাব কিসের !

সুপ্রভা। কি বুঝলে পুত্র—ভাবের পরিবর্ত্তন কি দেখলে ?

অরুণ। আসল কথাটা চেপে রাখতে যতই চেষ্টা ক'রনা মা, আমি কিন্তু ঠিক ধ'রে ফেলেছি,—তাকি পার—আমি ত তোমারই ছেলে,—আজ ক'দিন থেকে লক্ষ্য ক'রে আসছি মা তোমার এ মহা ভ্রম প্রতি মূহুর্ত্তে প্রতি বাক্য

বিন্যাসে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সপ্রমাণ ক'রে দেয়—সত্য বল মা তোমার হৃদয়েও বিষাদ বেদনা কিসের ?

সুপ্রভা। দূর্—হাবা ছেলে কোথাকার ও সব কিছু নয়রে, আচ্ছা অরুণ।

অরুণ। কেন মা—

সুপ্রভা। সেই গানটা একবার গা'ত বাবা—

অরুণ। (ভাবান্তিকে) আসল কথাটা কিন্তু মা আমার গোপন ক'রে রাখ্‌লে,—তা কর কিন্তু মা—আমি যদি তোমার ছেলে হই তবে—হয় আজ নয় কাল এ তথ্য নিরূপণ ক'রবই ক'রব। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা কোন গানটা গা'ব মা ?

সুপ্রভা। যে গানটা তোমার পিতৃদেব শিখিয়েছেন বৎস !

অরুণ। বেশ তবে গাই—

(গীত)

কত সুন্দর তুমি ওহে বাঁকা শ্যাম।
হৃদয় মন্দির শূন্য রেখেছি এস এস—গুণধাম।
ওহে প্রিয়বর হ'য়োনা নিঠুর
কর কৃপা কর ওহে বঙ্কিম ঠাম।
জানেনা ত মন তুমি যে কেমন,
করিয়ে করুণা দাওগো মোরে চেনা
হেরিব নয়নে মধুর মোহন ঠাম।

অরুণ। মা-মা কতবার এ গান ক'রেছি কিন্তু কই—তবুতো কালসোণার দেখা পেলুম না, পিতাঠাকুর ব'লেছিলেন এ গান ক'রতে পা'রলে তিনি এসে দেখা দেবেন!

সুপ্রভা। হ্যাঁ পুত্র সত্যই তাই, তবে একটা কথা কি জান, গান তাঁর মনোমত হওয়া চাই—তা নইলে তিনি শোনেন না।

অরুণ। তাই বুঝি তিনি আসেন নি? গান তাঁর মনোমত হওয়া চাই কেমন মা এই কথা ত, আচ্ছা শিখিয়ে দাওতো মা সেই গান যে গানে তাঁর মন ভুলে—যাতে তিনি সদয় হন!

সুপ্রভা। যে গানই করনা পুত্র একমনে—একপ্রাণে গানের ভাবে তন্ময় হ'য়ে ডাকলেই তখনি তিনি দেখা দেন!

অরুণ। এক মনে একপ্রাণে তাঁকে কেঁদে কেঁদে ডাকতে পারলে তবেই তিনি দেখা দেন, নয় মা?

সুপ্রভা। হ্যাঁ বাবা তবেই তাঁর দয়া হয়!

অরুণ। তবে কে শেখাবে আমায়—সেই মর্ম্মস্পর্শী করুণ সঙ্গীত যার বিষাদমাখা উচ্ছ্বাসধ্বনি দিগন্ত প্রতিধ্বনিত ক'রে—তাঁর হৃদয়বীণায় মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হবে। মোহঅন্ধ আমি—কে জ্বেলে দিবে জ্ঞানের শুভ্র আলোক যার বিমল জ্যোতিঃতে তমোরাশি বিদূরিত হ'য়ে সেই অভিলষিত প্রাণসখার সন্ধানে অগ্রসর হ'তে পারবো। ওহে নির্দ্দয় পুরুষ নিয়ে চল আমায় সেই পথে, হৃদয়ে ঢেলে দাও ভক্তিগীতি যে অমৃত উৎসের ধারায় তোমার

কঠিন প্রাণ বিগলিত হয়! ওগো বন্ধু,—ওগো প্রাণসখা আত্মদান ক'রেছি তোমায়—শুধু একটু করুণা—

(গীত)

শুধু সখা ব'লে তোমায় বেসেছি ভাল।
আকুল পরাণে উদাস নয়নে,
চেয়ে আছি সখা আশাপথ পানে
তুমি ক'রনা ছলনা আশাটি ভেঙ্গনা
জ্বলিছে হৃদয়ে তোমারই বিরহানল।
বলে রাধাশ্যাম সঁপিছে হে প্রাণ
কাঁদায়ে আমারে কেমনে আছগো বল॥

সখা প্রাণারাম বন্ধু এতক'রে ডাকলেম কই তবুত দেখা দিলেনা! নিষ্ঠুর আর তোমায় ডাকবোনা তোমার প্রাণ নেই তুমি পাষাণ!

[দুলালচাঁদের প্রবেশ]

দুলাল। ঠিক বলেছ ভাই তার মত পাষাণ তার মত নির্দ্দয় এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই, প্রয়োজন নেই আর তাঁকে ডেকে, কেন মিছেমিছি একটা অলীক কল্পনা নিয়ে মনটাকে দিশেহারা ক'রে তুলছো!

অরুণ। কে তুমি—

দুলাল। আমি—আমি যে কে,—তা ঠিক আমি নিজেই ব'লতে পারিনা।

অরুণ। বাঃ— বেশ মজার লোক ত—বলি তোমার পরিচয় কি?

দুলাল। আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন?

অরুণ। বাঃ ছোকরা! বলিহারি যাই তোমায়, নিজের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত—

দুলাল। কুণ্ঠিত নই ভাই! তবে কি জান, সময়ে সময়ে আমার মাথার ঠিক থাকেনা!

অরুণ। ওঃ তাহ'লে তুমি পাগল—না?

দুলাল। হোঁ! লোকে তাই বলে—

অরুণ। তা এখানে কি প্রয়োজন, যাও রাস্তা দেখ!

দুলাল। বেশ, তা যাচ্ছি—কিন্তু এই পাগল না হ'লে একদিন চলবেনা, হাঃ—হাঃ—হাঃ বড় মজার কথা' ত!

সুপ্রভা। (স্বগতঃ) কে এই বালক—বালকের অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি নিরীক্ষণ ক'রলে মনে হয়, এ বালক সামান্য নয়। ঐ সদা হাস্য বিকসিত বদন মণ্ডলে কি এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছে—তেজঃপুঞ্জ-কান্তি অপূর্ব্ব সুন্দর—তাঁর প্রতি অঙ্গবিন্যাসে কি এক মধুর সুষমা বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে—অথচ যেন সে আপনাকে লুকিয়ে রাখ্‌তে চায় লোকলোচনের অন্তরালে—বাঃ চমৎকার দৃশ্য। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বালক তোমার মাতাপিতা আছেন?

দুলাল। একদিন ছিল এখন আর বুঝি তাঁরা নেই—

সুপ্রভা। নেইত কোথায় গেলেন তাঁরা !

দুলাল। ওই—ওই—সেখানে ! (উৰ্দ্ধদিকে অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইল)

সুপ্রভা। ওঃ—তাঁরা বুঝি স্বর্গে গেছেন নয় বালক ?

দুলাল। বোধ হয়,—তাই হবে নইলে তাঁদের যে আর দেখতে পাইনে !

সুপ্রভা। আচ্ছা বোলতে পার বালক, তোমার বাড়ী কোথায় ?

দুলাল। ওই যে ওই—খাল—খালের ওপারে—ঐ যে ঐ জঙ্গলটা—ওই জঙ্গলের ওপরে একটা পাহাড়—তারই নিচে ওইযে ঘর—সেইখানেই আমার বাড়ী গো !

অরুণ। আচ্ছা তোমার নামটি কি ভাই ?

দুলাল। না আর তোমায় কোন পরিচয় দেবোনা—তুমি বড় দুষ্টু—

অরুণ। ইস্ তা আর হ'তে হয়না !

দুলাল। তা নয়ত আর কি ভাই, পাগল ব'লে তাড়িয়ে দিলে যখন তখন পাগলের সনে আর পাগলামি কেন ?

সুপ্রভা। আচ্ছা বালক একটা গান শুনাতে পার ?

দুলাল। পাগলের গান ভাল লাগবে কি মা ?

(গীত)

ওগো আমায় চিন্তে পারা দায়।
সাজি রঙ্গ সাজে ফিরি আমি যেথায় সেথায়

কভু হাঁটি কভু ছুটী এ খেলাটিও নূতন নয়।
কত খেলছি খেলা দিনেরেতে আছি তবু অচিন্ময়॥
বুঝতে নারে মায়ার মায়া,
দূরে সরে থাকি আমি মায়াময়।

[গীত সমাপনান্তে দ্রুতপদে প্রস্থান]

অরুণ। বালক—বালক, যেওনা এইবার আমি তোমায় চিনেছি শুধু তোমার বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার শুনে কোন সুদূরে অপসৃত হ'য়ে গেছে তমসার ঘণান্ধকার, তাই জ্বলেছে জ্ঞানের শুভ্র আলোক তাই চিনেছি চিন্ময় তোমায়,—ওহে অপ্রতিম বন্ধু কিঙ্করের প্রতি সদয় হয়েছ যদি তবে আর কেন গুণধাম এ ছলনা তোমার দাঁড়াও আর একটু অপেক্ষাকর আমি তোমার সঙ্গে যাব।

[দৌড়িয়া তাহার পশ্চাত অনুসরণ করিল]

সুপ্রভা। অরুণ অরুণ—ফিরে আয়, ও বালককে ধরা সহজ সাধ্য নয়, আমি লক্ষ্য ক'রে আসছি অরুণ তার প্রতি কথার ছন্দ বিশ্লেষণ—লক্ষ্য ক'রে আসছি তার গমন ভঙ্গি; পুত্র আয় ফিরে আয় সাধনা কর পুত্র জীবন ব্যাপী তবে যদি সিদ্ধেশ্বরের কৃপালাভ করতে পারিস নতুবা সবই নিষ্ফল !

[সুধীয়ার প্রবেশ]

সাধনা কভুও যায় না বিফলে।
কত মধুর বাসনা জড়িত যে প্রাণে
তাই পূজিবারে সাধ চির কাম্যধনে
জনম জনমেরই করমের ফলে ॥
কে শেখাল তারে সখা সখা বুলি,
কেমনে জানিল তাহারে চিনিল,
পরাণ জ্বলিল তাহারই বিরহানলে ॥

(গীত সমাপনান্তে)

সুধীয়া। হেঁগা এদিকে কি একজন পাগলকে যেতে দেখেছ ?

সুপ্রভা। তুমি আবার কে মা অভাগিনীকে ছলনা ক'রতে এলে !

সুধীয়া। আমি—আমি একজন ভিখারিণী !

সুপ্রভা। বিশ্বাস হয় না !

সুধীয়া। কেন বিশ্বাস না হবার কারণ—

সুপ্রভা। তোমার যে রূপ—এতরূপ কি কখনও ভিখারিণীর সম্ভবে,—সত্য বল বালিকা তুমি কে ?

সুধীয়া। সত্য মিথ্যা জানি না, আমি ভিখারিণী, আমার পরিচয় এই মাত্র !

সুপ্রভা। তা কখনও হ'তে পারে না বালিকা—যথার্থ পরিচয় দাও !

সুধীয়া। সত্যই আমি ভিখারিণী গো !

সুপ্রভা। (স্বগতঃ) ঈশ্বর—সহসা আজ একি পরীক্ষায় ফেলে দিলে প্রভু, বুঝতে পারছিনে দয়াময় এই বিশাল রহস্য নিরূপণ ক'রে উঠতে পারছিনে এর সার মর্ম্ম!

সুধীয়া। হ্যাগা তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছো—কই আমার কথার ত কোন উত্তর দিচ্ছনা!

সুপ্রভা। কি উত্তর দেবো ভিখারিণী!

সুধীয়া। এদিকে কি একজন পাগল এসেছিল?

সুপ্রভা। কেন পাগল নিয়ে তোমার কি প্রয়োজন?

সুধীয়া। প্রয়োজন না থাকলে তাঁর খোঁজে আসব কেন!

সুপ্রভা। এইবার তুমি নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছ আর গোপন ক'র্‌লে কি হবে!

সুধীয়া। কই আমি ত কিছু গোপন করিনি, তোমার নিজের মনে যা উদয় হচ্ছে তাই বল্‌ছ!

সুপ্রভা। ছলনা রাখ সত্য বল বালিকা তুমি কোন স্বর্গ রাজ্যের দেবী প্রতিমা!

সুধীয়া। দূর্ পাগ্‌লি আমি দেবী হ'তে যাব কেন,—আমি ভিখারিণী।

সুপ্রভা। তুমি যে ভিখারিণী নও একথা ধ্রুব সত্য, এখন বল মা আমায় ছলনা করবার উদ্দেশ্য কি'?

সুধীয়া। সত্য পরিচয় দিয়েছি তথাপি যখন প্রত্যয় হ'লনা তখন আর কি ক'র্‌ছি বল, যাই এখন নিজেই সেই ছোঁড়াটার সন্ধান করিগে! [প্রস্থানোদ্যত]

সুপ্রভা। (বাধা প্রদানপূর্ব্বক) কোথায় যাবে ভিখারিণী—একটু অপেক্ষা কর!

সুধীয়া। না গো না কথায় কথায় বহুক্ষণ অতীত হ'য়ে গেল,—তাঁর মূহূর্ত্তের অদর্শনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা আমায় তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ ক'রতে হবে তবে যদি দেখা পাই।

সুপ্রভা। কার দর্শন মানসে তুমি এত ব্যাকুলা কে সে তোমার যাঁর মূহুর্ত্তের অদর্শনে এতই চঞ্চলা?

সুধীয়া। তোমার সঙ্গে আর বৃথা তর্ক ক'র্তে পারি না, পথ ছেড়ে দাও এখন আসি!

সুপ্রভা। এই—কে আছ—

[দুইজন রক্ষী আসিয়া অভিবাদন করিল]

এইবার দেখ্তে পেয়েছ ভিখারিণী এরা কারা—

সুধীয়া। হাঃ—হাঃ—হাঃ! তা কি হয় রাণীমা।

(গীত)

ওগো আমায় ধরা সহজ নয়
ধরা আমায় ধরতে নারে ক'রে অনুনয়।
শক্তি বলে চাও কি মুক্তি,
ভক্তি ছাড়া পাবার নয়।
চাও যদি তুমি আসতে সাথে,
পড়বে কিন্তু ঘোর বিপাকে,
ফলবে ফল বিষময়।

[গীত সমাপনান্তে বিদ্যুৎগতিতে প্রস্থান]

সুপ্রভা। ভয় দেখিয়ে কোথায় যাবে ভিখারিণী—হস্তিনার রাজ মহিষীর দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থাক্‌তে পারবে না। সে লক্ষ্য ভেদ ক'রতে জানে,—দেখবো তোমার শেষ সীমা কতদূরে—

[ছুটিয়া পশ্চাত অনুসরণ করিল]

চতুর্থ দৃশ্য

মন্ত্রীর অন্তঃপুর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান।

(গীত মুখে মানসীর প্রবেশ)

ওগো কেমনে ভুলিব তাহারে।
সে যে আমার পরাণ রতন
সদাই জাগিছে হিয়ার মাঝারে।
জীবন যৌবন যা কিছু আমার
বিলায়ে দিয়েছি তাহারে।
আমার বলিতে নাহি কিছু আর
বেঁচে আছি শুধু তাঁরই স্মৃতি ধরে।

মানসী। সেই অতীতের স্মৃতি আজ আমার চক্ষে কেমন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে—সেই আমি একদিন পিতৃদেবের সাথে হিংস্রশ্বাপদপূর্ণ ভীষণ কান্তারে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করি,—তারপর—দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ পথ ভ্রান্ত

হ'য়ে গিরি গুহায় প্রবিষ্ট হই এবং তথায় এক শার্দ্দুল কর্ত্তৃক আক্রান্তা হই, কিন্তু বিধির নিবন্ধন হেতু দৈব আমার সানুকুল হওয়ায় তিনিই এসে আমার জীবন রক্ষা করেন, সেইদিন হ'তে আমি তাঁরই পদে বিক্রিতা তিনিই আমার একমাত্র আরাধ্য দেবতা—কিন্তু এ কথা কাউকে আজও জান্‌তে দিইনি বড় ভুল ক'রেছি। পূর্ব্বে যদি এ কথা মাতৃ সমক্ষে জানিয়ে রাখ্‌তেম তাহ'লে আজ আমায় এরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে হত না। হায় এখন আমি কি করি কি উপায় অবলম্বন ক'রলে কুল মান রক্ষা হবে—মা সতীকুলরাণী বলে দাওমা অভাগিনীর উপায় কি হবে! [কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করণ] যিনি আমার জীবন রক্ষা ক'রেছেন তিনিই আমার উপাস্য দেবতা তাঁকে ছাড়া ত অন্য কাকেও জানিনে মা—হ'তে পারেন তিনি নীচকুলোদ্ভব—লোক চক্ষে হ'তে পারেন তিনি ঘৃণার্হ—আমার কাছে তিনি অতি পবিত্র, অতি মহান, যিনি নিজ জীবন বিপন্ন ক'রে এ হতভাগিনীর প্রাণ রক্ষা ক'রেছেন—তিনিই আমার প্রাণের দেবতা তিনিই আমার জীবন মরণের সাথী। জগত হ'তে তিনি আমার কাছে স্বতন্ত্র—ওগো শিবসীমন্তিনী হরহৃদি বিহারিণী! তনয়ার মনদুঃখ ঘুচাও মা! বড় বিপন্না আমি কোন দিক রক্ষা করবো? একদিকে পিতার আদেশ অন্যদিকে নারী জীবনের অমূল্য রত্ন

সতীত্ব, তাই তো—কি করি,—সখিকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছি তাঁকে আসবার জন্য বিশেষ অনুনয় ক'রেছি, কিন্তু কই এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নেই—

(অনন্যমনে চিন্তা)

[সখিগণের গীত করিতে করিতে প্রবেশ]

সখি লুকিয়ে কেন ফুলবনে।
বল কাহারে হেরিতে পরাণ জুড়াতে
এসেছ বঁধু আজি গোপনে।
দেখালো স্বজনী মনোচোরা ধনে
তুষিব গো মোরা আদর যতনে,
সে পদ সেবিব জনম গোঁয়াব
(মোরা) দাসী হ'য়ে রব চরণে।

(মানসীর গীত)

স্বজনীরে কেন ব্যথিত বেদনা দিতেছ প্রাণে।
সরলা ললনা ছলনা শিখিনি,
প্রাণেরই বেদনা জানাই কেমনে।
মরমের কথা মরমে রহিল
নিভিল হৃদয়ে আশার প্রদীপ
তাইতে স্বজনী মরিবে কাঁদিয়া
হেরি কাল মেঘ উদিত গগনে।

সে প্রাণশশী আর কি আসিবে তমসা নাশিবে
মধুর চাঁদিমা কিরণে।

[সখিগণের প্রস্থান]

মানসী। উদ্বেলিত অন্তর আমার—
দর্শন মানস তাঁর
লিখিয়াছি লিপি এক,
সকাশে তাঁহার !
কিন্তু দোলে প্রাণ,
সন্দেহ দোলায়
পাছে গুণমণি.
না আসে হেথায় !
জানায়েছি অসংখ্য মিনতি
নিমেষের দর্শন তরে—
ব্যাকুল অন্তরে—হেথা,
আছি চেয়ে পথ পানে তার !
নাহি জানি ভবিতব্য—
ধায় কোন পথে,
ডরি বারংবার—
পাছে হানে বাজ,
অভাগিনী শিরে।

(গভীর চিন্তায় নিমগ্না)

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন। কি হেতু চিন্তিত হেরি
বদন সরোজে তব,
কেন লো পড়েছে কালিমা দাগ ?
কহলো মানসি—
হেতু কিবা তার !
মোর সনে—হেন,
কিবা প্রয়োজন,
যার তরে জানাইয়ে
মরমের ব্যথা—
লিখিয়াছ লিপি এক,
পরিস্ফুট করি—
অতীত সে মধুময় স্মৃতি !
স্মরণে কাঁপিল হিয়া,
প্রাণ মন হ'ল বিচঞ্চল
মত্ততা আনিল প্রাণে
ছিঁড়িল সংযমডোর
ফেলিল সুদূরে,
পরাজিত করি—
প্রবৃত্তি নিচয়
আনিল টানিয়া—
তব ঠাঁই ;

চুম্বকাকর্ষণে যথা—
ধেয়ে আসে লৌহের ফলক,
কহ বালা—
কি হেতু আহ্বান ?

মানসী। কেন দেব—
করিছ ছলনা,
জাননা কি প্রিয়তম
কামনা দাসীর ?
নিরদয় কোন প্রাণে—
বলনা আমায়,
জিজ্ঞাসিছ হেন বাণী,
পাষাণ—পাষাণে বেঁধেছ বুক
ছলিতে কি দাসীরে তোমার ?
মিনতি চরণে—
হ'য়োনা নিষ্ঠুর,
আশ্রিতা দাসীরে তব
দলিওনা চরণের ঘায়,
আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে
সঁপিয়াছি প্রাণ,
হৃদয় দেবতা তুমি
হেন নির্দ্দয় বাণী
সাজে কি তোমার !

নিরঞ্জন। মানসী—মানসী—
কেন আজ হেন ভাবান্তর ?
জাননা কি বালা
কে আমি—জনম আমার
হয়েছে কোথায় ?
অবিদিত নাহি তব ঠাঁই
জন্মরহস্য মোর।
আমা হ'তে—উচ্চকুলে
জনম তোমার,
বংশের গরিমা তব
অতি গরীয়ান,
পিতা তব উচ্চপদস্থিত
রাজ কর্ম্মচারী,
আমি অতি ঘৃণ্য অতি হেয়—
পথের ভিখারী
মোর সনে হেন আলাপন
না শোভে কখন !
কতবার বলেছি তোমায়
এখনও সতর্ক হও বালা,—
কর পরিহার—
আকাশ কুসুম সম
কল্পনা তোমার ;

মানসী। একি নাথ—
অশনি সম্পাত সম
নিদারুণ বাণী,
কি হেতু শুনি—
শ্রীমুখেতে তব!
কায়ঃমন প্রাণ—
সঁপিয়াছি পায়
অন্য আশা নাহি প্রাণে,
তব প্রেম আকিঞ্চন
তুমি মাত্র গতি
তুমি মোর জীবন সর্ব্বস্ব
চাহিনা স্বরগের সুখ
কিম্বা নাহি প্রয়োজন
বিপুল বিভবে মোর,
রাজ্য ঐশ্বর্য্যে নহেক
প্রলুব্ধা দাসী,
হের দেব ইন্দ্রানী তুল্য
সুখ সমৃদ্ধি মোর,
ত্যজি অনায়াসে—
সেচ্ছায় ল'য়েছি বাছি,
দুঃখের পশরা ;
জীবিতেশ—

রক্ষ মোরে,
পত্নী ব'লে করি সম্ভাষণ !

নিরঞ্জন। না না পারিবনা কভু,
পত্নী ব'লে তোমায়
করিতে গ্রহণ,
সমুজ্জ্বল কুলে তব—
ঢেলে দিয়ে কলঙ্ক কালিমা
হেন নিম্নগামী—
কিরূপে করিব বল ?

মানসী। কেন এ পার্থক্য দেব
জাগাও অন্তরে,
ভুলি ভেদাভেদ—
অনন্তের সনে,
কর লীন—
জাতি ভেদ বাঁধ,
প্রণয়ের কাছে অতি তুচ্ছ—
এ সব বাঁধন,
ধারেনা সেজন কভু
শৃঙ্খলার ধার,
বেগবতী নদী যথা—
ধায় সাগর উদ্দেশে,
তেমতি এ প্রণয় প্রবাহ—

ছুটে যায় প্রণয়ীর পাশ,
নাহি সাধ্য কার—
রোধিতে সে গতি ;

নিরঞ্জন। মানসী—মানসী—
দেবী প্রতিমা তুমি,
নহ কভু মরতের
পার্থিব রতন,
তব প্রেম,—
স্বর্গীয় আনন্দ ভরা,
দেবতার বাঞ্ছিত সদা !

মানসী। তুমিইত সে দেবতা আমার,
তব তরে রাখিয়াছি প্রাণ
কর প্রভু দয়া কর,—
পত্নী ব'লে করি সম্ভাষণ,
পূর্ণ কর জীবনের সাধ ;

নিরঞ্জন। বার বার কহ শুধু
সে দিনের সেই কথা,
বুঝিলাম এবে—
আশা আকাঙ্ক্ষা তব
নিতান্ত দুর্ব্বল।

মানসী। দুর্ব্বল সবলে মোর
কিবা প্রয়োজন ?

তুমি মোর প্রাণের দেবতা !
পূজিবারে চরণ দুখানি—
দাসীর হেথা আগমন,
লহ দেব দাসীর যথাযোগ্য পূজা ;

নিরঞ্জন। সরে যাও—সরে যাও—
স্পর্শিওনা মোরে,
অপবিত্র আমি—
স্পর্শিলে এ কায়া
সমাজের ঐ চণ্ডনীতি
কভু না ক্ষমিবে তোমা,
যাও মানসী—
ডুবায়োনা কলঙ্ক সাগরে
অতি হীন অতি দীন—
ভিক্ষা পাত্র করে—
তরুতলে বাস,
কাটে দিন ভিক্ষান্নে
কভু অনশনে কাটে নিশিথিনী
কেহ না দেখে ফিরি—
পরিধানে শতগ্রন্থি ছিন্ন বাস
তার সনে হেন প্রেম—
সাজে কি কখন ?
বিশেষতঃ—হিয়া মোর

অনুর্ব্বর মরুভূমি প্রায়
সেখানে কি প্রেমবীজ
হয় অঙ্কুরিত !
যাও বালা গৃহে ফিরি
জিজ্ঞাস মাতারে তব,
প্রকাশিয়া অন্তরের কথা
কহিও গোপনে,
কিবা দেন অনুমতি—
পশ্চাতে জানাইও মোরে !

(মানসীর গীত)

কেন প্রাণেরই বেদনা বোঝনা বোঝনা
ওগো হৃদয় স্বামি ।
হৃদয় দেবতা কেন দাও ব্যথা
ডেকে ডেকে সদা আঁখি জলে ভাসি আমি ।
আমায় পায়েতে ঠেলনা করগো করুণা,
জীবনে মরণে চরণেতে রব আমি ॥

নিরঞ্জন। ধৈর্য্য ধর মন—নতুবা সব পণ্ড হ'য়ে যাবে এখন আসি তবে মন্ত্রি পুত্রি !

[দ্রুতগতি প্রস্থান]

মানসী। চ'লে গেলে—নিষ্ঠুর—অভাগিনীর হৃদয়ের ব্যথা যে কি তা একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলেনা, অনুভব ক'রতে পারলেনা: তার গভীরত্ব কতদূর। যাও তুমি

নির্ম্মম পুরুষ—দেখবো তোমার ধৈর্য্য দেখবো তোমার স্থৈর্য্য আর দেখবো তোমার পুরুষত্বের শেষ সীমা, প্রকৃতির কাছে পুরুষ পরাভব হয় কিনা তাই প্রত্যক্ষ করাতে চাই—

[প্রস্থান উদ্যত হইলে]

[বিপর্ণের প্রবেশ]

বিপর্ণ। কাকে কি প্রত্যক্ষ করাতে চাস মানসি ?

মানসী। কে বাবা,—তুমি কেন বাবা এখানে ?

বিপর্ণ। মানসী, তোমার নিকট আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে !

মানসী। বল বাবা কি আদেশ তোমার ?

বিপর্ণ। আমি জন্মদাতা পিতা তোর, আমার কাছে শপথ ক'রে বল "সত্য গোপন করবেনা !"

মানসী। প্রাণাধিকা তনয়াকে তোমার,—অঙ্গীকার-বদ্ধ হ'তে বল্‌ছ কেন বাবা ?

বিপর্ণ। তার যথেষ্ট কারণ আছে মানসী—বল কন্যা আমার তোর কাছে সত্যের অপলাপ হবেনাতো ?

মানসী। সেরূপ ব্যবহার আত্মজার নিকট কোনদিন পেয়েছ কি বাবা ?

বিপর্ণ। অবশ্য—তা—কোন দিন পাইনি,—

মানসী। তবে উচিত হয়নি বাবা এ প্রশ্ন প্রয়োগ করা,—শুধু সরল প্রাঞ্জলভাবে বলে যাও তোমার জিজ্ঞাস্য কি !

বিপর্ণ। মানসী স্মরণ আছে তোমার পূর্ব্বের সেই—আদেশ !

মানসী। আছে বৈকি বাবা !

বিপর্ণ। তবে সে আদেশ অমান্য ক'রে চলছো কেন ?

মানসী। (নীরবে অধোবদনে রহিল)

বিপর্ণ। নীরবে থাক্‌লে চলবেনা উত্তর দাও—বল কেন নিরঞ্জনকে আবার প্রবেশাধিকার দিয়েছ ? মনে ক'রেছ বৃদ্ধের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে—নিজের পাশবিক ইচ্ছা চরিতার্থ করবে ? সাবধান হও মানসী—ভবিষ্যতে যেন এরূপ না ঘটে, মায়ার বশবর্ত্তী হ'য়ে আজও তোমায় ক্ষমা ক'রলেম—কিন্তু মনে থাকে যেন মানসী—তোমার এ গুরু অপরাধের ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই—

[কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান]

মানসী। কাকে সাবধান করতে এসেছ বাবা, আর কি তোমার সে মানসী আছে ? এখন সে শাসন দণ্ডের বহুদূরে অবস্থিতি করছে—জাননা কি বৃদ্ধ, প্রবৃত্তির উপর জোর চলে না নিরঞ্জন আমার প্রাণের ঈশ্বর তাঁর অমর্য্যাদা ঘটলে মানসীকে আর পৃথিবীতে দেখতে পাবে না বাবা এই আমার দৃঢ় পণ !

[প্রস্থান]

———

পঞ্চম দৃশ্য

সেনাপতির ভবন।

(নিরঞ্জনকে লইয়া কালাঞ্জয় মুক্ত অসিহস্তে প্রবেশ করিল)

কালাঞ্জয়। এখনও সময় আছে,—বল্ পাপিষ্ঠ আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত ?

নিরঞ্জন। ব'লেইছি'ত—মেরে ফেল্লেও নয় কেটে ফেল্লেও নয় !

কালাঞ্জয়। বটে এত তেজ—একজন নগণ্য সৈনিকের এত ঔদ্ধত্য—প্রস্তুত হ'ও তবে নরাধম—এই দেখ নিষ্কোষিত অসি—

নিরঞ্জন। মৃত্যুর ভয় কাকে দেখাও সেনাপতি ! জন্ম নিলেই একদিন না একদিন মরতেই হবে। সেনাপতি মহাশয় নশ্বর—এ জীবন, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী যখন তখন আর ভয় কিসের, দাও মৃত্যু আজ হাস্‌তে হাস্‌তে মরণকে আলিঙ্গন ক'র্‌ব তথাপি তোমার এ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পার্‌বোনা—পার্‌বোনা !

কালাঞ্জয়। ধাত্রিপুত্র—নীচাশয়—পার্‌বেনা—?

নিরঞ্জন। এ প্রাণ থাকতে নয় সেনাপতি—যদিও আমি অতি হেয় অতি নিকৃষ্ট বংশে জন্মেছি তথাপি জানবেন এ ক্ষুদ্রর মধ্যেও তাঁর সত্ত্বা পূর্ণভাবে বিরাজমান, আমি আকাশ হ'তে পড়িনি সেনাপতি আমিও সেই বিশ্বস্রষ্টারই

স্থজিত মানব—হীনকূলে জন্মেছি বলে হৃদয়কেও কি সেইরূপ পূতিগন্ধময় নরকের মত ক'রে রাখবো, জন্মের জন্য কেউ দায়ী হ'তে পারেনা। সেনাপতি—বেশ ক'রে ভেবে দেখুন এই কি আপনার কর্ত্তব্য—এই কি আপনার রাজোচিত সম্মান—ছিঃ সেনাপতি অধিক আর কি ব'ল্ব আপনাকে, যে আকাশ-কুসুম কল্পনা নিয়ে আপনি রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হ'তে চলেছেন—যে দুরাকাঙ্ক্ষার তীব্র উন্মাদনা আপনার কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়ে দিয়েছে সে দুরাশা কখনও পূর্ণ হবেনা, মনে রাখবেন মাথার উপর আর একজন আছেন ;—

কালাঞ্জয়। স্তব্ধ হও কৃতঘ্ন নরাধম, হস্তিনার সেনাপতি তোর কাছে নীতি শিক্ষা চায়না।

নিরঞ্জন। ভুল ধারণা আপনার, ক্ষুদ্র সৈনিকের সে শক্তি পাবেন কোথায় ? আমি কি চাই শুনবেন—আমি চাই—আমার প্রভুকে দেবতার মত পবিত্র ক'রে রাখতে ?

কালাঞ্জয়। তাতে তোমার লাভ ?

নিরঞ্জন। লাভ নয় সেনাপতি নিরঞ্জন কখনও স্বার্থের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনা—সে কর্ত্তব্যের সোজা পথে চলে যায়, তাই অনুরোধ এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন !

কালাঞ্জয়। সৈনিক বৃথা চেষ্টা তোমার। সঙ্কল্পের পথ হ'তে কিছুতেই ফিরবোনা।

নিরঞ্জন। ফিরে আসতেই হবে আপনাকে—

কালাঞ্জয়। কেন তোমার ভয়ে বুঝি ?

নিরঞ্জন। মার্জ্জনা ক'র্‌বেন সেনাপতি মহাশয় ও কথা ব'লে কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন !

কালাঞ্জয়। তবে কি সাহস নিয়ে কোন বলে বলীয়ান হ'য়ে সেনাপতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিস্‌,—বল্‌ পিশাচ—নতুবা তোর পরিত্রাণ নেই !

নিরঞ্জন। সেনাপতি মহাশয় অধীনের অনুরোধ, কথাটা অন্য ভাবে নেবেননা, একটু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখুন রাজা—অন্নদাতা-প্রভু তাঁর জীবন নাশে এ পৈশাচিক ষড়যন্ত্র এমন পাপ কি কখনও ধর্ম্মে সয় ! এখনও দিন রাত হচ্ছে ?

কালাঞ্জয়। একজন সামান্য বেতন ভোগী সৈনিকের মুখে এরূপ বাচালতা নিতান্তই অসহ্য—রে মূর্খ জানিস্‌ তুই কার সম্মুখে দণ্ডায়মান ?

নিরঞ্জন। তা বেশ জানি—জানি ব'লে এখনও আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, সেনাপতি মহাশয় বিরত হ'ন এ সঙ্কল্প হ'তে—ফিরে আসুন কর্ত্তব্যের আহ্বানে—ওই কান পেতে শুনুন ধর্ম্মের বিজয় নিনাদ ; দৃঢ় ক'রে ধরুন সংযম রশ্মি ; উৎসর্গ করুন প্রাণ, তবেই জয় তবেই মুক্তি—

কালাঞ্জয়। আমি মুক্তি চাইনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিনা, আমি কি চাই শুনবি,—আমি চাই স্বীয় বাহুবলে ঐ সিংহাসন অধিকার ক'র্‌তে—আমি চাই একছত্র সম্রাট হ'তে। ভোগ ক'র্‌বার জন্য পৃথিবীতে আসা—সুতরাং আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য আমাকে অসাধ্য সাধন ক'রতে হ'বে, তাই বল্‌ছি সৈনিক আমার গতিরোধের চেষ্টা করনা,—শোন্ সৈনিক—যদি মঙ্গল চাস, তবে নে ধর—এই বটিকা এর সাহায্যে আমি কুমার সত্যজিতকে হত্যা কর্‌তে চাই—যদি কৃতকার্য্য হ'তে পারিস যথেষ্ট পুরস্কৃত ক'র্‌ব।

নিরঞ্জন। মাথায় থাক্ পুরস্কার, সেনাপতি মহাশয় স্পষ্ট কথা শুনুন—এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা—আমার দ্বারা হবে না—এ কাজ কি মানুষে সম্ভবে!

কালাঞ্জয়। শোন্ বর্ব্বর—এই আমার শেষ জিজ্ঞাস্য,—মনে থাকে যেন এ আদেশ অন্যথায় তোর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হবে!

নিরঞ্জন। যা ক'র্‌তে অভিরুচি হয় করুন, তথাপি এ পৈশাচিক লীলার অভিনেতা হ'তে পারবোনা—পা'র্‌বনা!

কালাঞ্জয়। উত্তম—তবে অবাধ্যতার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর!

[তরবারি উত্তোলিত করিয়া বধোদ্যত হইলে সহসা মূরলা আসিয়া বাধা দিয়া বলিল]

মূরলা। একি নাথ—একি প্রিয়তম কেন এ সঙ্কল্প আপনার—রাজ্যের পরম সুহৃদ—প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বজনপ্রিয়

নিরঞ্জনকে হত্যা করতে অসি উত্তোলিত কেন—যিনি নিজ জীবন বিনিময়ে বিপন্নের সাহায্য করেন, আর্ত্তকে রক্ষা করাই যাঁর জীবনের মহাব্রত,—রাজার মঙ্গল কামনায় যিনি অহর্নিশি আত্মনিয়োগ ক'রে থাকেন—যাঁর দেবোপম মহান্ চরিত্র এ রাজ্যের আদর্শ স্থানীয় তাঁর প্রতি একি আচরণ প্রভু ?

কালাঞ্জয়। মুরলা—সরে যাও মুরলা,—আমার কর্ত্তব্য পথের দুরন্ত বাধা আজ জগত হ'তে সরিয়ে ফেলি !

মূরলা। ছিঃ ছিঃ—প্রিয়তম একি শুনছি আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন ?

কালাঞ্জয়। উন্মাদ হইনি মুরলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েছি পাপিষ্ঠের হত্যা মানসে। অন্তঃরায় হ'য়োনা মুরলা ফিরে যাও অন্তঃপুরে. আমি আমার গন্তব্যের পথ পরিষ্কার ক'রে নি !

[মূরলাকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দেওন]

মূরলা। প্রাণের দেবতা আমার ! সহসা কেন এ চিত্তচাঞ্চল্য কেন এ উত্তেজনা ? কোন দুরাশা কুহকে প্রলুব্ধ হ'য়ে আজ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হ'য়ে পড়েছেন, আপনার পায়ে ধরি প্রিয়তম যুবকের জীবন ভিক্ষা দিন !

[পদতলে উপবেশনপূর্ব্বক]

কালাঞ্জয়। মূরলা—সরলা বালিকা তুমি বুঝতে পারছনা কতদূর এ অন্যায় আব্দার ;—

মূরলা। ন্যায় হোউক অন্যায় হউক আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।

কালা। বুঝ্‌তে পার্‌ছনা মুরলা—বড় ভুল ক'র্‌ছ তুমি!

মূরলা। আমি ভুল করি নাই স্বামিন্ ভুল ক'রেছেন আপনি।

কালা। মিথ্যা ধারণা তোমার, মূরলা—এ ভুল নয়—জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনের পথে বিষম কণ্টক সেই কণ্টক উৎপাটন করলে যাচ্ছিলেন কিন্তু—

মূরলা। সে কথা ভুলে যান নাথ, সামান্য রাজ্য ঐশ্বর্য্যের মোহে জ্ঞান বিবেক বিসর্জ্জন দিয়ে—পশুত্বের অভিনয় দেখাবেন না এই আমার প্রার্থনা!

কালা। মূরলা—কি ব'লব তোমায় পার্‌বে না এ তত্ত্ব আবিষ্কার কর্‌তে সে জ্ঞান এখনও তোমার পরিস্ফুট হয়নি,—যাও নরাধম মূরলাই তোমার জীবন দাত্রী!

[গভীরভাবে চিন্তামগ্ন]

মূরলা। নিরঞ্জন—রাজ্যের শুভানুধ্যায়ী মতিমান—অপরাধ নিওনা তুমি, বিকৃত মস্তিষ্ক স্বামী আমার ভ্রমবশে যদি কোন অপরাধই ক'রে থাকেন তার জন্যে আমি ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি, পুত্রস্থানীয় তুমি আমার—সুতরাং বল পুত্র—বল নিরঞ্জন রাজরোষ হ'তে স্বামিকে আমার অব্যাহতি দেবে'?

নিরঞ্জন। এসেছ যদি করুণা রুপিণী মাতৃমূর্ত্তিতে সন্তানের কল্যাণ কামনায়, ফিরিয়ে আনলে যদি মৃত্যুর কবল

হ'তে,—দিলে যদি দয়ার দান—তবে আশীর্ব্বাদ কর জননী যেন তোমার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি,—আমি দীন সন্তান তোমার সন্তানের কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর মা,—এখন আসি তবে—

[নিরঞ্জনের প্রস্থান]

কালা। মূরলা—

মূরলা। কেন প্রিয়তম !

কালা। জান তুমি কি অবৈধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছ ?

মূরলা। তাতো জানিনা নাথ—জানবার প্রয়োজনও নেই আপনি স্বামিন্—আমি সহধর্ম্মিণী সেই অধিকারে আপনাকে নরকের পথ হ'তে ফিরিয়ে এনেছি মাত্র ;—

কালা। ভালই ক'রেছ মুরলা নিজের আগুন নিজেই জ্বেলেছ এখন পুড়ে মর,—শোন মূরলা আমার আদেশ মনে থাকে যেন আজ হ'তে আমি তোমার মুখদর্শন ক'র্তে চাইনে—যেখানে খুসী যেতে পার—বুঝলেনা মূরলা কি বিরাট আশা বক্ষে ধরে ধূমকেতুর ন্যায় মহারাজের অদৃষ্ট গগণে উদিত হ'তে চ'লেছি—তার সুখৈশ্বর্য্য গ্রাস ক'রতে,—সাবধান তুমি তার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রতে এসনা নতুবা তোমারই সিঁথির সিন্দুর অকালে মুছে যাবে ! [প্রস্থান]

মূরলা। এঁ্যা—একি শুনলুম,—কেন এ অশনি সম্পাত সদৃশ আদেশ ক'রে গেলেন—তাহ'লে, সত্যই কি আপনি

এ নারকীয় ষড়যন্ত্রের পরিচালক—সত্যই কি আপনি এই পৈশাচিক যাতুমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে পিশাচের তাণ্ডব লীলা-ক্ষেত্রে ছুটে চ'লেছেন,—ওগো দেবতা আমার—ওগো জীবন সর্ব্বস্ব ফিরে আসুন যাবেননা কণ্টক পরিপূর্ণ পথ—ফিরে আসুন, স্বেচ্ছায় এই শান্তিময় পুরীতে অশান্তির বাড়বাগ্নি জ্বালবেন না নতুবা আমাকেই দগ্ধ হ'তে হবে।

[চিন্তিত মনে প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

হস্তিনার রাজসভা।

(সত্যজিৎ, বিপর্ণ, কালঞ্জয় ও সভাসদগণের প্রবেশ)

বৈতালিকগণের গীত।

লহ মঙ্গল আরতী নবীন ভূপতি
যশঃভাতি তব উঠুক ভুবনময়।
তব গুণ গানে ভরুক বিশ্ব,
তুমি সুন্দর অতি সুশোভন,
শুধু তোমারই কীর্ত্তি লভুক বৃত্তি আজিকে ধরায়।

[গীতান্তে বৈতালিকগণ করযোড়ে দাঁড়াইল]

সত্যজিৎ। বৈতালিকগণ, এখন আপনারা বিদায় হ'তে পারেন!

বৈতালিকগণ। যুবরাজের জয় হউক!

[বৈতালিকগণের প্রস্থান]

সত্যজিৎ। মন্ত্রিবর এইবার রাজকার্য্য আরম্ভ করতে পারি?

বিপর্ণ। তা ক'র্‌বেন বৈকি যুবরাজ—রাজাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন যখন,—তখন এ জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন।

সত্যজিৎ। মন্ত্রিবর—অমাত্যবর্গ,—যখন মহারাজ সম্বরণ মৃগয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন—তখন এ রাজ্যভার মন্ত্রির ক'রে অর্পণ ক'র্‌তে চেয়েছিলেন,—কিন্তু আপনারা সকলেই তা'তে অসম্মতি প্রকাশ ক'রে আমাকে এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়েছেন—বেশীদিনের কথা নয় আপনারা বোধ হয় কেহই বিস্মৃত হ'ননি সেই দিনের সেই প্রতিশ্রুতি বাক্য,—বলুন আপনারা আপনাদের মুখেই শুন্‌তে চাই—

(সকলে)। [অধোবদনে নিরুত্তর রহিল]

নিরুত্তর কেন—বলুন অমাত্যমণ্ডলী স্পষ্ট ক'রে বলুন সে অঙ্গিকার বাক্য—রক্ষা ক'র্‌তে পেরেছেন কি? তা যদি না পার্‌বেন তবে উচিত হয়নি আপনাদের আমায় রাজ মুকুট পরিয়ে—প্রতি কার্য্যেই—এরূপভাবে অনুতপ্ত করা কি প্রয়োজন ছিল আপনাদের,—ব'ল্‌তে পারেন আপনারা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কি?

সকলে। প্রজা পালনই রাজার একান্ত কর্ত্তব্য !

সত্য। তাই যদি হয় তবে রাজ্য জুড়ে এ বিশৃঙ্খলা কেন ? শান্তির পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে একি অশান্তির কালানল ? এর জন্য কে দায়ী—কার পাপে প্রজাপুঞ্জের আজ এ পরিবর্ত্তন,—চিন্তা ক'রে একবার দেখেছ কি কোথায় জন্ম আমাদের—সেই শান্তি ভরা মাতৃঅঙ্ক আজ অশান্তির লীলানিকেতন সেই চির শ্যামলা সুফলা বসুন্ধরার আজ এ মূর্ত্তি হ'য়ে উঠলো কেন ? জান—রাজার পাপে—তার অবাধ স্বেচ্ছাচারিতায় রাজ্য নষ্ট হয়, তার মুহুর্ম্মুহু কুলিশ প্রহারে প্রজাবৃন্দ জর্জ্জরিত হ'য়ে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর,—সেই নির্দ্দয় নির্ম্মম রাজা—তার দুষ্কৃতির জন্য একবিন্দু অনুতপ্ত হ'লনা —বরং তার বিরাট ভুলের কথা বিস্মিত হ'য়ে সেই পাপের বোঝা অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে সুদূরে রাখতে চায়—অতি চমৎকার রাজার রাজতন্ত্র—চক্ষের সম্মুখে অভিনব দৃশ্য প্রতিফলিত হ'চ্ছে তবু চমক্ ভাঙ্গছেনা শুধু ভোগ ঐশ্বর্য্যের মোহে পড়ে—চাইনে মন্ত্রিবর এ সিংহাসনে বসতে—রাজা কে ? প্রজাতন্ত্রই রাজার নামান্তর। রাজা যদি তার ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ ক'রবার জন্য—ছলে বলে কৌশলে প্রজার সুখ সমৃদ্ধি সব গ্রাস ক'রতে লাগল তবে কেমন সে রাজা—কেমন তার প্রাণ—ওই শুন' মন্ত্রিবর অদূরে অনাথ বালক বালিকাগণের করুণ বিলাপ-

ধ্বনি ওই বুঝি তারা কাঁদতে কাঁদতে রাজসমীপে তাদের ব্যথিত বেদনা জানাতে আসছে,—হায়—কি মর্ম্মন্তুদ, কি শোচনীয় দৃশ্য,—পিতৃদেবের সঙ্গেই বুঝি এ রাজ্যের শান্তি শ্রী সবই অন্তর্হিত হ'য়ে পড়েছে—

(গীতমুখে অনাথ বালক বালিকাগণের প্রবেশ)

আজি রাখ গো রাখ গো কুলমান।
গেছে সুখ গেছে আশা ভেঙ্গে দিয়ে ভালবাসা
হৃদি মাঝে ব্যথা দেয় নিরাশা।
তুমি না দেখিলে চেয়ে বুকভরা দুঃখ নিয়ে
কেমনে বাঁচিবে বল এ ছার পরাণ।

সত্যজিৎ। বৎসগণ, আর কিছু শোনাতে হবে না,—তোমাদের বিষাদমাখা মলিন বদন দেখে আমি নিতান্তই ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়েছি ;— কিন্তু কি ক'র্‌ব উপায় নেই আমি যেন প্রাণ-হীন যন্ত্র পুত্তলিকার রাজা—প্রাণ নেই—আমার, শুন্‌তে পাচ্ছ মন্ত্রিবর- অনুভব ক'র্‌তে পেরেছ কি অমাত্যবর্গ—ব্যথিতের তপ্তদীর্ঘশ্বাস,—তাদের জ্বালাময় প্রাণের উষ্ণ হা হুতাশ-সংঘর্ষণে যার বিশ্ব ধ্বংসকারী প্রলয়াগ্নি উদ্গিরণ ক'র্‌বে—ওঃ কি ব'ল্‌ব আপনাদের নিতান্তই অকর্ম্মণ্য আপনারা। শোন মন্ত্রি,—এই দণ্ডে কোষাধ্যক্ষ্যকে আদেশ দাও বিপন্নের সাহায্য সঙ্কল্পে ধনভাণ্ডার যেন সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে আর অনতি-বিলম্বে রাজ্যের স্থানে স্থানে এক একটী অনাথ-আশ্রম

প্রতিষ্ঠিত হ'ক মনে থাকে যেন—অন্যথায় রাজ্যে আরও বিশৃঙ্খলা ঘটবে ;—যাও বৎসগণ—আর তোমাদের কোন অভাব থাকবেনা উপস্থিত তোমরা বিদায় হ'তে পার।

অনাথবালকগণ। যুবরাজের জয় হউক।

[মন্ত্রির ইঙ্গিতে দৌবারিকের প্রস্থান]

সত্যজিৎ। মন্ত্রি,—গুপ্তচর মুখে যে সংবাদ জ্ঞাত হ'য়েছেন আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করা হো'ক্—বলুন-সেনাপতি কালাঞ্জয়ের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে ?

বিপর্ণ। যুবরাজ,—সেনাপতি কালাঞ্জয় রাজদ্রোহী ; গুপ্তচর মুখে শুনলেম—সে দিন রাজ্যের পরমশুভানুধ্যায়ী নিরঞ্জনকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছিল,—তাছাড়া অনেক বিষয়ে তার রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ দৃষ্ট হওয়ায়, রাজ্যের সকলেই তার উপর রুষ্ট,—প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে তার অপরাধের সীমা নেই গুরুতর অপরাধী সে,—দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা আপনি, এর সুবিচার করুন !

সত্যজিৎ। সেনাপতি কালাঞ্জয়—

কালা। আজ্ঞা করুন যুবরাজ ?

সত্য। এ সব কি শুনছি ?

কালা। যা শুনছেন সর্ব্বৈব মিথ্যা।

সত্য। আমিও ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তোমার কথাই সত্যে পরিণত হো'ক্—কালাঞ্জয়—

তোমার নিকট আমার কয়েকটী জিজ্ঞাস্য আছে আমি তার প্রকৃত উত্তর চাই—

কালা। আদেশ করুন যুবরাজ।

সত্য। আপনি কেন রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রিয় সুহৃদ নিরঞ্জনকে হত্যা করতে উদ্যত হ'য়েছিলেন ?

কালা। [মৌনভাবে অবস্থিতি]

সত্য। মৌন কেন সেনাপতি উত্তর দাও—বল কেন তাঁর জীবন নাশে অগ্রসর হ'য়েছিলে—আমি জানতে চাই সেনাপতি—কোন অধিকার-বলে—তুমি তার উপর হত্যার খড়্গ তুলে ধ'রেছিলে ?

কালা। [ক্ষণিক নীরবে থাকিয়া] যুবরাজ—অলীক সন্দেহ ক'র্‌বেন না এ সব মিথ্যা ষড়যন্ত্র। ধর্ম্মাধিকরণে আমি সত্য বল্‌ছি এ সব বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ অবগত নই—যুবরাজ—পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের আবর্ত্তে পতিত হয়ে ন্যায়ের মর্য্যাদা হারাবেন না। [ছদ্মবেশী বালকের প্রবেশ]

বালক। সাবধান সেনাপতি—মিথ্যার আবরণে সত্যকে লুকাবার চেষ্টা ক'র্‌না—এখনও আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হচ্ছে—এখনও সেই বিশ্বস্রষ্টার রাজ্যে ন্যায়ের দণ্ড ঠিক সূক্ষ্মভাবেই পরিচালিত হচ্ছে—তুমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তাই তোমার এরূপ অধঃপতন ঘটেছে—সেনাপতি এখনও সময় আছে—আত্মদোষ স্বীকার ক'রে রাজ সমীপে ক্ষমা চাও !

কালা। (ভ্রূকুটী কুটীল নেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ) অজ্ঞাত-কুলশীল বালক এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার প্রকাশ্য সভায় ছুটে এসেছ আমায় অপমানিত ক'রতে ;—আচ্ছা দেখে নেবো ;—

সত্য। অতিশয় গর্ব্বের কথা,—বল বালক তুমি কে ?

বালক। অন্য পরিচয় কি দিব যুবরাজ—তবে এইটুকু জেনে রাখবেন আমি আপনারই আশ্রিত দীন প্রজা, আপনার অন্নেই এ দেহ বর্দ্ধিত।

সত্য। আচ্ছা, বালক এ সম্বন্ধে তুমি কি জান ?

বালক। মাপ করবেন যুবরাজ, এ জিজ্ঞাস্যের কৈফিয়ৎ আমি দিতে বাধ্য নই। অবিশ্বাস হয় আপনার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিরঞ্জনের মুখেই সমস্ত অবগত হবেন।

(প্রস্থান)

[একজন দূতের প্রবেশ]

দূত। অভিবাদন যুবরাজ !

সত্য। কি সংবাদ ?

দূত। রাজকুমারের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না !

সত্য। তারপর অন্যান্য সৈন্য সামন্তাদি কোথায় গেলেন ?

দূত। বোধ হয় তাঁরা এখনও প্রত্যাবৃত্ত হ'ননি, আমি মন্ত্রি মহাশয়ের আদেশে একাকী যাত্রা করেছিলেম !

সত্য। আচ্ছা তুমি বিদায় হ'তে পার।

দূত। [অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান]

সত্য। কালাঞ্জয়—ইচ্ছা ছিল পিতৃদেবের আগমন কাল পর্য্যন্ত তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবো কিন্তু বর্ত্তমানে তোমায় একটু শিক্ষা না দিলে রাজাসনের মর্য্যাদা বিনষ্ট করা হয় এ—কে আছ—

[দুইজন সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ]

যাও—একে শৃঙ্খলিত ক'রে অন্ধকার কারাকক্ষে নিয়ে যাও,—পক্ষকাল পরে বিচার ক'র্‌ব !

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নির। আদেশ প্রত্যাহার করুন যুবরাজ, ধর্ম্মাধিকরণে অনুরোধ এ যাত্রা সেনাপতিকে মুক্তি দেওয়া হ'ক। আমি রাজসমীপে ক্ষমাভিক্ষা চাচ্ছি।

সত্য। নিরঞ্জন—

নির। দীন যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ করুন, যুবরাজ।

সত্য। কালাঞ্জয়—মুক্ত তুমি,—কিন্তু সাবধান—

ভবিষ্যতে যেন—
না শুনি কখন,
আত্মগ্লানি তব
গুরুতর অপরাধী তুমি
অমার্জ্জনীয় অপরাধ তব
তবু ক্ষমিনু তোমায়
শুধু নিরঞ্জন হেতু !

[দ্রুতগতি একজন দূতের প্রবেশ]

দূত। [অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান]

সত্য। কহ দূত—
কি বারতা তব ?

দূত। পাঞ্চাল হ'তে এক সৈনিক পুরুষ এসে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। কি আদেশ, যুবরাজ ?

সত্য। পাঞ্চালের দূত, যাও নিয়ে এস !

দূত। যথা আদেশ। (অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

সত্য। ব্যাপার কি মন্ত্রিবর ?

মন্ত্রি। কিছু তো বুঝতে পারছি না যুবরাজ !

[সৈনিকসহ দূতের পুনঃ প্রবেশ]

সৈনিক। আপনি কি বর্ত্তমান হস্তিনাধিপতি সম্বরণের পোষ্য-পুত্র, আপনাকেই বুঝি যৌবরাজ্যে অভিষেক ক'রে তিনি অবসর গ্রহণ ক'রেছেন ;—বলুন, আমার অনুমান সত্য কিনা ?

বিপর্ণ ! আগন্তুক এ তোমার সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা। তোমার এরূপ বাচালতা শোভা পায় না !

সৈনিক। আপনি বোধ হয় মন্ত্রী হ'বেন, আপনার মন্ত্রণায় এ রাজ্য পরিচালিত, নয় ?

নিরঞ্জন। সাবধান, দূত,—মনে থাকে যেন—কোথায় এসেছ !

সত্যজিৎ। যাক্ বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই ;—বল দূত তোমার আগমনের কারণ !

সৈনিক। মহামান্য পাঞ্চাল অধিপতি পৃষথ এই পত্র প্রেরণ ক'রেছেন ; আমি এখনি এর উত্তর চাই যুবরাজ !

সত্য। [মন্ত্রির প্রতি ইঙ্গিত করণ]

বিপর্ণ। (পত্র গ্রহণ)

সত্য। মন্ত্রি ! পাঠ কর ;

বিপর্ণ। (পত্রপাঠকরণ) যুবরাজ,—

তোমাকে জ্ঞাত করা যায় যে রাজা সম্বরণ তাঁর পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত সত্য রক্ষা না করায়, আমি পক্ষকাল মধ্যে স্বসৈন্যে হস্তিনাপুরী আক্রমণ ক'র্‌ব ; তুমি প্রস্তুত থাকবে ; আর যদি রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনার বাঞ্ছা থাকে তবে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে পাঁচশত হয় ও একশত হস্তী তিন শত স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইলে আমি ক্ষান্ত থাকিব নতুবা এর কৈফিয়ৎ অস্ত্রের মুখে নিতে চাই

ইতি

"পাঞ্চালাধিপতি পৃষথ।"

সত্য। কই দেখি পত্রখানা ! [পত্রগ্রহণ পূর্ব্বক তাহা শত-খণ্ডে ছিন্ন করিয়া দিয়া ক্রোধান্ধচিত্তে বলিল]

গর্ব্বিত পাঞ্চাল অধিপতি, এ অতিশয় গর্ব্বের কথা তোমার ! তোমার এ গর্ব্ব চূর্ণ ক'রতেই হ'বে— শুন বার্ত্তাবহ দূত—ব'ল্‌বে তোমার প্রভুকে হস্তিনার রাজা ক্ষীণ হস্তে রাজদণ্ড ধরেনি। ক্ষুদ্র মূষিককে শিক্ষা দেবার

শক্তি তার যথেষ্টই আছে। যাও ব'লো তাকে,—
এ ধৃষ্টতার শাস্তি একদিন মাথা পেতে নিতে হবে!

নির। দূত,—ব'ল সেই নরাধম পৃষথকে, হস্তিনার রাজা
এখনও এতটা দুর্ব্বল হয়নি যে, তার চোখ রাঙ্গানি দেখে
বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌বে! যাও দূত—রণস্থলে সে পরিচয়
পাবে!

সৈনিক। তবে শুনুন প্রভুর শেষ আদেশ, আজ হতে—হস্তিনার
পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত মহারাজের শত্রু, অচিরে তিনি শত্রু-
পুরী অবরোধ ক'র্‌বেন। প্রস্তুত থাকবেন আপনারা,
কৃতকর্ম্মের ফলভোগ ক'র্‌বার জন্য।

নির। রসনা সংযত কর দূত! (অসি নিষ্কোষিত করণ)

বিপর্ণ। (বাধাদিয়া) কর কি নিরঞ্জন, স্থির হও;—দূত
অবধ্য যে।

নির। তা জানি, মন্ত্রি মহাশয়—তথাপি পাপিষ্ঠের শাস্তি
বিধান ক'র্‌তে চাই। আদেশ দিন যুবরাজ;—

সত্য। নিরঞ্জন—শান্ত হও ভাই,—দিন আসবে। যাও দূত,
বিদায় হ'তে পার তুমি! [দূতের প্রস্থান]
অদ্যকার মত সভা ভঙ্গ হো'ক, চল মন্ত্রি, মন্ত্রণাগারে
যাই। সেনাপতি কালাঞ্জয় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবে,
তুমি জেনো—শত্রু দ্বারদেশে!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলকার কক্ষ

অলকা। গর্ব্বিত ভূপাল এত অহঙ্কার তোমার,—ঘৃণিতা বার-বিলাসিনী ব'লে—তোমার নিকট এতই উপেক্ষিতা যে,—এক কথায় নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়ে গেলে,—মনে মনে ভেবেছ বুঝি—অলকা সহায় হীনা দুর্ব্বলা নারী—তাই ইচ্ছা মত তাকে মন্ত্র পুত্তলিকার মত পরিচালিত ক'রবে! মহামান্য হস্তিনাধিপতি এই কি তোমার কর্ত্তব্য—এই কি ভালবাসার প্রতিদান! রূপ উন্মত্ত নরপশু—মূহুর্ত্তের জন্য একবার স্মরণ ক'রে দেখ্‌লেনা সেই অতীত দিনের স্মৃতিগুলি—সেই পূর্ণ মিলনের দিন,—যে দিন বুকভরা উৎকণ্ঠা নিয়ে পিছু পিছু ছুটে গিয়েছিলে প্রাণবিনিময় ক'র্‌তে—ব'লেছিলে রাজা—দুটি প্রাণী এক হ'য়ে কপোত কপোতীর ন্যায় মুখোমুখি ব'সে এ জীবন অতিবাহিত ক'র্‌ব মিথ্যাবাদি রাজা—এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল? পরিত্যাগ কর রাজা তোমার এ জল্পনা কল্পনা, মিশে যাবে রেণু রেণু হ'য়ে তোমার এই সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ নিকেতন অনন্তের

•সনে ;—যেদিন এই অলকা,—ক্ষুধিতা সিংহীনীর ন্যায় গর্জ্জে উঠে তার বিশাল বদন ব্যাদন ক'রে রাজ্যটা গ্রাস ক'রে বসবে! সাবধান হও দাম্ভিক নরপতি,—আর তুমিও সতর্ক হও সত্যজিৎ, এতদিন যে কাল ভুজঙ্গিনীকে দুগ্ধ দিয়ে পুষেছিলে—এইবার—সে তার নাগ স্বভাবের পরিচয় দেবে!

[কালাঞ্জয়ের প্রবেশ]

কালা। এই যে অলকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ?

অলকা। তোমারই চিন্তা আমার ধ্যান জ্ঞান হ'য়ে পড়েছে সেনাপতি,—তুমি কিন্তু চিন্তাহীন লক্ষ্যহীন হ'য়ে চুপ ক'রে বসে আছ!

কালা। ভুল বিশ্বাস তোমার, জাননা কি অলকা,—বুঝ্‌তে পারনি কি এখনও হৃদয়ের ব্যথা?

অলকা। জানি,—বিমুগ্ধ তুমি রূপের মোহে; উন্মত্ত হয়েছ সেই মদিরা পান তরে;—পিপাসায় কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসছে তোমার;—তাই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি হেতু এত উদ্বেগ এত আয়োজন! বল সেনাপতি সত্য কিনা?

কালা। ধ্রুব সত্য, প্রাণের কথা যখন জেনেছ তখন আর কেন অলকা,—প্রাণের অলকা আমার—

অলকা। চুপ্‌, আস্তে,—এখনি হয়ত কেউ এসে পড়বে; তুমি জাননা সেনাপতি দুর্ব্বৃত্ত সত্যজিৎ আমার স্বাধীনতা

টুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছে ; নিজের ইচ্ছায় কিছু ক'র্‌বার উপায় নেই ;—এক কৌশল জাল বিস্তার ক'রে—তবে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি ; সময় অতি অল্প, সংক্ষেপে বলি শোন,—এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কি ?

কালা। বল অলকা কি ক'র্‌তে হবে।

অলকা। শুন্‌লুম পৃষথ রাজা সত্বরই এ রাজ্য আক্রমণ ক'র্‌বেন, সেনাপতি, এই স্বর্ণ সুযোগ, এই সুযোগে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ক'রে নাও !

কালা। সে কথা ব'ল্‌বার বহুপূর্ব্বে আমরা সে উপায় উদ্ভাবন ক'রেছি ; মাত্র জেনে রেখো অলকা,—এ ষড়-যন্ত্রের মধ্যে—আমরা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ; তোমার কোন চিন্তা নেই অলকা, আমি রাজ্যের সেনাপতি, ইচ্ছা করলে—মূহুর্ত্তে রাজ্যটাকে ধ্বংস ক'রে দিতে পারি। এ বাহুর শক্তি কত তা—একদিন তোমায় প্রত্যক্ষ করিয়ে দেবো। এখন বল অলকা একটী বার বল—সত্যই তুমি কি আমায় ভালবাস ?

অলকা। বারাঙ্গনার এ ঘৃণিত প্রেম কি তোমার কামানলের ইন্ধন যোগাতে পার্‌বে ? বল সেনাপতি,—দলিতা—উপেক্ষিতা নারীর প্রণয় কি এতই বাঞ্ছনীয় ?

কালা। অলকা—অলকা—এ-তুমি কি ব'ল্‌ছ ?

অলকা। যা ব'লছি তা অতি সত্য। বল সেনাপতি এ ভালবাসায় পরিতৃপ্ত হ'তে পারবে কি ?

কালা। এখনও জিজ্ঞাসা ক'রছ ? নারী,—নিতান্তই কঠিনা তুমি।

অলকা। শোন তবে সেনাপতি
প্রাণের কথা মোর ;
পার যদি মতিমান্—
প্রতিহিংসা করিতে সাধন,
রহিবে এ দাসী—চিরতরে,
চরণ-সরোজে তব—
ঢেলে দিয়ে মন প্রাণ—
সেবিবে তোমায় ;
আরও শোন প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
আজ হ'তে পক্ষকাল মাঝে
চাহি দেখিবারে,
ছিন্ন মুণ্ড তার—
পার যদি বীরবর,
এ কার্য্য করিতে সাধন,
পার যদি সিংহাসনে,
অধিষ্ঠিত করিবারে
কুমারে আমার !
সেই দিন প্রাণে প্রাণে—
হবে বিনিময়।

সেই দিন তৃষ্ণা তব
মিটিবে নিশ্চয় ;
লভিতে বাসনা যদি
কিঙ্করীর এ ক্ষুদ্র উপহার,
ছুটে চল তবে প্রিয়তম
বক্ষে ধরি ভবিষ্যের
মনোরম ছবি,
হও অগ্রসর !
করিবারে ব্রত উদযাপন
বায়ু বহ্নিসম—
হ'য়ে সম্মিলিত
দেখাও গর্ব্বিত ভুপালে
ক্ষুদ্র নহে নারী শক্তি,
এই ধরাধামে !

কালা। আমি সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত অলকা, তোমার জন্য অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে হয় কর্‌বো—নরকে যেতে হয় যাবো—সমুদ্রের অতল জ'লে ডুবতে হয়—তাতেও স্বীকার।

অলকা। উত্তম, তাহ'লে ঐ মাথার উপর অনন্ত আকাশকে সাক্ষ্য ক'রে বল সেনাপতি প্রয়োজন হ'লে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হ'বে না !

কালা। মাথার উপর অনন্ত আকাশকে সাক্ষ্য ক'রে ব'ল্‌ছি

'তোমার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো-দেবো।

অলকা। থাম সেনাপতি শুধু তা নয়, আরও এককথা, ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশ অবনত মস্তকে পালন ক'রে থাকে, সেইরূপ তোমাকেও ক'র্‌তে হবে—বেশ—চিন্তা ক'রে দেখ সেনাপতি—পার্‌বে ত বড়ই শক্ত ব্যাপার ন্যায় অন্যায়ের প্রতিবাদ চলবে না, যুক্তি তর্কের কোন প্রশ্ন উঠবেনা শুধু অঙ্গুলি হেলনে ঝঞ্ঝার ন্যায় ছুটে যেতে হবে, কেমন—স্বীকার ?

কালা। স্বীকার।

[সহসা সত্যজিতের প্রবেশ]

সত্য। (সেনাপতিকে দেখিয়া সচকিতে) একি—সেনাপতি—তুমি ?

কালা। (মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে) আজ্ঞে—আজ্ঞে—এ-ই—একটু প্রয়োজন ছিল !

সত্য। অন্তঃপুরে কি প্রয়োজন ছিল তোমার, বল সেনাপতি কার আদেশে—তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রেছ ?

কালা। [ভয়ে বিমূঢ় হইয়া কাঁপিতে লাগিল]

অলকা। আমি আদেশ দিয়েছি—সত্যজিৎ !

সত্যজিৎ। তুমি আদেশ দিয়েছ ?

অলকা। হ্যাঁ, আমি আদেশ দিয়েছি !

সত্যজিৎ। কোন অধিকারে—এর উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে হবে তোমায়, (কালাঞ্জয়ের প্রতি) সেনাপতি—সাবধান ভবিষ্যতে যেন এরূপ না হয়—যাও,—

[কালাঞ্জয়ের প্রস্থান]

বল কেন—একে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলে এর প্রকৃত কারণ জান্‌তে চাই !

অলকা। আমিও জান্‌তে চাই সত্যজিৎ,—কোন অধিকারে তুমি অসময়ে আমার কক্ষে প্রবেশ ক'রেছ ?

সত্য। মায়ের কাছে ছেলে যখন খুসী আস্‌বে—যাবে সে কোন শৃঙ্খলার গণ্ডী মানবেনা—মা—অবাক ক'রে দিলে আমায়, যাক্ সে কথা—এখন একটা কথা রাখবে কি ?

অলকা। আগে প্রকাশ ক'রে বল যদি সম্ভবপর হয় পরে সে, বিবেচ্য !

সত্যজিৎ। মা—তুমি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে—মাতার অন্তঃপুরে চল, অবশ্য তোমার কোন কষ্ট হ'তে দেব না।

অলকা। সত্যজিৎ—আমার ঘরে ব'সে—তুমি আমায় অপমানিত ক'রতে এসেছ ?

সত্য। মিথ্যা দোষারোপ ক'রনা মা—মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন ; যাতে তোমার কোনরূপ মর্য্যাদার হানি না হয়, সে বিষয়ে এ দাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আসছিল—কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তুমি নিজের পায় নিজেই কুড়ুল মেরেছ

আমার কোন দোষ নেই! এখন চল মা,—আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে!

অলকা। কিছুতেই আমি এ স্থান ত্যাগ ক'র্‌বনা!

সত্য। কোন কথা শুন্‌তে চাইনে মা, এ স্থান তোমায় পরিত্যাগ ক'রে যেতেই হবে!

অলকা। যদি না যাই—

সত্য। বল প্রয়োগে তোমায় নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

অলকা। তা পার—কিন্তু সত্যজিৎ,—মনে রেখো এতে আমার আত্মগ্লানি যথেষ্ট আছে!

সত্য। কি ক'র্‌ব মা নিতান্তই দুর্ভাগ্য তোমার!

[প্রস্থান]

অলকা। দুর্ভাগ্য আমার না তোমার তা মুহূর্ত্ত পরেই জান্‌তে পারবে সত্যজিৎ!

(পশ্চাতদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে কালাঞ্জয়ের পুনঃ প্রবেশ)

কালা। অলকা—তারপর অলকা যুবরাজ তোমায় কি আদেশ দিয়ে গেল?

অলকা। সে পরিচয় নিয়ে আর কি ক'র্‌বে? কালাঞ্জয় তুমি না এ রাজ্যের সেনাপতি—তুমি না একজন অদ্বিতীয় যোদ্ধা—

[সুসজ্জিত সৈন্যগণসহ নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন। সৈন্যগণ—ওই সেই উন্মত্তা নারী বন্দী কর বন্দী কর!

কালা। খবরদার! যদি মরণকে আলিঙ্গন ক'র্‌বার বাঞ্ছা থাকে তবে অগ্রসর হও!

নির। সেনাপতি অবৈধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'র্‌বেন না!

কালা। বৈধাবৈধ দেখবার পূর্ব্বে আমি জানতে চাই,—সৈনাধ্যক্ষ—এ নারীর বন্দিত্বের কারণ!

নির। মাপ ক'র্‌বেন সেনাপতি, আপনার নিকট আমি সে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই! সৈন্যগণ বিলম্ব ক'রনা শৃঙ্খলিত কর! [সৈন্যগণ ইতঃস্তত করিতে লাগিল]

কালা। কার সাধ্য, কালাঞ্জয় উপস্থিত থাকতে এ নারীর উপর হস্তক্ষেপ করে—এখনও বল্‌ছি সাবধান সৈন্যাধ্যক্ষ!

নিরঞ্জন। কাকে সাবধান ক'র্‌ছেন? সেনাপতি মহাশয় মনে থাকে যেন রাজপ্রতিনিধি আমি,—

কালাঞ্জয়। জানি সৈনাধ্যক্ষ, তোমার সে রাজাকে, জানি সে শক্তির কৃতিত্ব—জানি ব'লেই সে শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি, সাধ্য থাকে অগ্রসর হও—;

নিরঞ্জন। বিকৃত মস্তিষ্ক আপনার, তাই একথা ব'ল্‌ছেন—সেনাপতি বৃথা চেষ্টা আপনার! কিছুতেই এ নারীকে রক্ষা ক'র্‌তে পারবেন না,—এখনও সাবধান—নতুবা ভবিষ্যৎ আপনার অতি ভীষণ।

কালা। রসনা সংযত ক'রে বাক্যালাপ কর সৈনাধ্যক্ষ নইলে তার সমুচিত শাস্তি বিধান ক'র্‌ব!

নির। সে ভয় আমার কোন দিনই নেই সেনাপতি, বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়েছি সেনাপতি, আপনার এই রাজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখে—ব'ল্‌তে পারেন সহসা কেন এ অধঃপতন ঘটলো, একবার কল্পনা নেত্রে চেয়ে দেখেছেন কি—এর ভাবি পরিণতি, এখনও সময় আছে সেনাপতি ফিরে চলুন পূতিগন্ধময় নরক হ'তে—পুণ্যময় কর্ম্মক্ষেত্রে—আত্মনিয়োগ করুন কর্ত্তব্যের সেবায়,—যাঁর পূজা অর্চ্চনা ক'র্‌লে কর্ম্মজীবনের পরিসমাপ্তি হয় সেই পথে আসুন। কেন অনর্থক নারীর কুহকে প'ড়ে—অন্নদাতা ভয়ত্রাতা—রাজার প্রতি এ ঘৃণ্য আচরণ—নিরর্থক সেনাপতি একটা শান্তিপূর্ণ সংসারে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিচ্ছেন,—সেনাপতি অনুনয় বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি, বিদূরিত করুন হৃদয়ের পাপ কল্পনা মুছে ফেলুন মন থেকে—ওই সর্ব্বনাশীর রূপ, যে রূপের নেশায় মহারাজ একদিন অন্ধ হ'য়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ক'র্‌তে বসেছিলেন সেই মায়াবিনীর মায়ার কুহকে আর পড়বেন না। শোন মায়াবিনী—আজ তোমার এই খেলার শেষ, আজ তোমায় শৃঙ্খলিত ক'রে অন্ধকারময় কারাকক্ষে নিক্ষেপ ক'র্‌ব। সৈন্যগণ—তোমরা না পার দাও আমায় শৃঙ্খল— [শৃঙ্খল লইয়া অগ্রসর হওন।

কালা। বটে—এতদূর—

এত স্পর্দ্ধা—

লও তবে নরাধম—
প্রতিফল তার !
(অসি উত্তোলিত করিয়া আঘাতে উদ্যত হইলে
মূরলা আসিয়া অস্ত্রে অস্ত্র ব্যর্থ করিল।)

[বালক বেশে মূরলার প্রবেশ]

বালক। লক্ষ্য তব ব্যর্থ এবে,
সেনাপতি বিফল গর্জ্জন তব
হইল এবার !
হেন বৃথা আস্ফালনে
কিবা প্রয়োজন ?
কতটুকু শক্তি তব,
বাখানি হে শক্তিধর
পেয়ে তব শক্তি পরিচয়।
কিন্তু.—
কাঁদে প্রাণ—
দুঃখে ক্ষোভে
হেরি তব ঘৃণ্য আচরণ !
কহে লোকে—
হস্তিনার বীর সেনাপতি তুমি ;
রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী
তুমি সুধীজন,

হায়—
কেন তবে হেন—
অধঃপতন ঘটিল সহসা !
কহ মতিমান্—
এই কিগো,
বীরযোগ্য আচরণ ?
এই কি কর্ত্তব্যের পূজা ?

কালা। বালক,—
কেমনে বুঝিবে তুমি
মর্ম্ম কথা এর;
অজ্ঞাত কুলশীল বালক,—
সাধ্য কিবা তব
নিরুপিত করিবারে
এ রহস্য ভীষণ ?

বালক। বৃথা বাক্যচ্ছটায়
নাহি প্রয়োজন,
সহকারী সৈনাধ্যক্ষ
নিয়ে চল উন্মত্তা বামারে !
দানিতে উচিত শিক্ষা,
অবৈধ কর্ম্মের ;
সেনাপতি—
হও সাবধান !

কালা। নিতান্তই অসহনীয়—
বালকের উপহাস বাণী,
কর্ম্মানুযায়ী ফল,
লহ এইবার !

(অসি নিষ্কোষিত করিয়া আক্রমণ)

বালক। (আঘাত ব্যর্থ করিয়া)
এই তব বীর পণা—
এই বলে হ'য়ে বলীয়ান
সেনাপতি পদে,—
আছ সমাসীন !

কালা। এইবার,—
রক্ষ আপনারে

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

নির। এইবার—চল নারী—
প্রায়শ্চিত্ত তব,
অতি সন্নিকট ;

অলকা। সাবধান—ছুঁয়োনা আমায়, জান—আমি কে ?

নির। কোন কথা শুনতে চাইনা এই তোমার যোগ্য পুরস্কার !

(শৃঙ্খলিত করিয়া সৈন্যগণের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গমকান্তারস্থিত পথ

অরুণ। চকিতে দেখা দিয়ে আবার কোথায় লুকালে নিষ্ঠুর! আমি যে তোমারই শরণাগত,—রাজ্য ঐশ্বর্য্য চাইনা, চাই শুধু তোমায়—তোমায় পা'ব ব'লে রাজসংসার পরিত্যাগ ক'রে এসেছি। বন্ধুসাজে তোমায় অহর্নিশি কাছে রাখব বলে ঐহিকের সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার বন্ধুত্ব সার ক'রেছি, এস ওহে চিরবান্ধব, এস ওগো হৃদয়ানন্দ, এ হৃদয়াসন তোমারই জন্য শূন্য পড়ে আছে! মা'র মুখে শুনেছি তুমি কারো বাসনা অপূর্ণ রাখনা তাই তোমার অন্য একটি নাম বাঞ্ছাকল্পতরু, তবে কেন সখা—কেন প্রিয়তম, আমার এ ক্ষুদ্র সাধে বাদ সাধছ!

গীত

আমি হৃদয় আসন পাতিয়া রেখেছি
বসাতে তোমারে যতনে।
এস এস সখা দূরে যাক ব্যথা,
(আজি) সাজাব তোমায় কুসুম ভূষণে।
শুধু হৃদয়ে ধরিব এ জ্বালা ভুলিব
রাখিব সতত নয়নে নয়নে।
ত্যজি অভিমান এস প্রাণধন
এ চিত চঞ্চল আজি তোমারই বিহনে॥

[গীত কণ্ঠে সুধীয়ার প্রবেশ]

ওগো মিছে কাঁদনা মিছে ভাবনা
সে যে নিঠুর বনমালী ॥
অতি লম্পট শঠ কথায় কথায়
সে যে খেলে চতুরালী ॥
ছাড়রে কামনা তাঁহারে হেরনা
বাঁকা তনু তাঁর আঁকা বাঁকা মন
করে জ্বালাতন বাজিয়ে মোহন মূরলী ॥

সুধীয়া। বালক—তুমি কাকে ডাক্‌ছ? তাঁর মত দুষ্টু এই তিন লোকের মধ্যে খুঁজে পাবেনা—কথায় কথায় কেবল শঠতা প্রবঞ্চনা, তাই নিষেধ ক'রে দিচ্ছি তাঁর সঙ্গে মিতালী ক'রতে যেওনা—নয়তো শেষে পস্তাতে হবে তোমায়, বুঝেছ বালক!

অরুণ। বালিকা—কে তুমি,—কি ব'ল্‌ছ আমায়?

সুধীয়া। বল্‌ছি যে, তুমি এ মিতালীর আশা পরিত্যাগ কর বালক! কাকে তুমি প্রাণ ঢেলে ভাল বেসেছ? জান কি বালক—এর প্রতিদানে কি পাবে?

অরুণ। বালিকা, ভাল বেসেছি যখন,—প্রতিদান পাই আর না পাই—তাতে ক্ষতি কি?

সুধীয়া। তবে কি আশায় এতদূর ছুটে এসেছ বালক?

অরুণ। শুধু তাকে একবার প্রাণভরে দেখেনেবো এইমাত্র আশা!

সুধীয়া। যদি সে আশা পূর্ণ না হয় ?

অরুণ। তথাপি তাঁকে ডাকবো জীবন ভ'রে তাঁকে ডাক্‌ব তাতেও যদি তিনি দয়া না করেন তখন তাঁরই নাম স্মরণ করতে করতে এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌ব !

সুধীয়া। ওঃ—বুঝতে পেরেছি সেই কালসোণা তোমার মাথাটা একেবারে বিগড়ে দিয়েছে ! দেখ বালক—আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি—তাই তোমায় এত ক'রে বল্‌ছি, দেখ এখনও সময় আছে—ঐ বাঁকা ঠাকুরের কথাটি ভুলে গিয়ে আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় এক নূতন স্বর্গে নিয়ে যাব দেখবে কি সে সুখ !

অরুণ। সুখের স্পৃহা এ প্রাণে নেই, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, নয়ন যুগল প্রতিনিয়ত যে রূপ দর্শন আশায় সততই ব্যাকুল আমি তাঁরই সঙ্গবাঞ্ছা করি ! বালিকা বৃথা চেষ্টা, আমায় সঙ্কল্পচ্যুত করা—সাধ্যের বহির্ভূত তোমার !

সুধীয়া। তা আমি বিলক্ষণ জেনেছি ! তবু কেন চেষ্টা করছিলুম জান—একান্ত তোমায় ভালবাসি বলে, তা যখন কিছুতেই শুনলেনা তখন আর কি করছি বল, তবে জেনে রেখো এ শুধু তোমার দুঃখকে বরণ ক'রে নিতে আসা হচ্ছে বৈত নয়—[প্রস্থানোদ্যত হইলে]

অরুণ। কোথায় যাও বালিকা ?

সুধীয়া। আপন কাজে !

অরুণ। তা যাও,—কিন্তু আমার একটা জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিয়ে যেতে হবে তোমায়!

সুধীয়া। বল বালক কি জিজ্ঞাস্য তোমার?

অরুণ। ভালবাসার কথা বল্‌ছিলে না বালিকা, কিন্তু কই পূর্ব্বেত তোমায় কোনদিন দেখিনি, অথচ—তুমি আমায় কেমন ক'রে ভাল বাসলে বালিকা!

সুধীয়া। মায়া—মোহাচ্ছন্ন জীব—তাই প্রণিধান ক'রতে পা'রলেমা এ তত্ত্ব! যাই হ'ক্ বালক—আশ্চর্য্যান্বিতা হ'য়েছি তোমার একান্ত নিষ্ঠা সন্দর্শনে! আর স্থির থাকতে পারলুমনা বালক,—আয় তোকে আমি দীক্ষা প্রদান করি—(কর্ণে কর্ণে মন্ত্রদান করতঃ) এইবার আশীর্ব্বাদ করি সাধনায় সিদ্ধিলাভ হ'ক্ আর সেই সঙ্গে তোমার কর্ম্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটুক!

(প্রস্থান)

অরুণ। অভাগার কর্ণকুহরে একি সুরের রাগিণী ঝঙ্কৃত করে দিয়ে কোথায় অন্তর্হিতা হ'লে তুমি? ওগো জ্ঞানদাত্রী বনদেবী নিজগুণে ঢেলে দিয়ে সুধার উৎস দেখালে যদি আঁধারে আলোক,—তবে নিয়ে চল আমায় হাত ধরে সেই অজানা পথে,—

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন; ইত্যবসরে

[দুইজন দস্যুর প্রবেশ]

১ম দস্যু। ওই—ওই—আমাদের শীকার।

২য় দস্যু। আরে হাতে পেয়ে ছাড়া হবেনা, নে শীগ্‌গির বেঁধে ফেল্‌ (উভয়ে শৃঙ্খলিত করণ)

অরুণ। এঁ্যা—একি! কে তোমরা ?

১ম দস্যু চপ্‌রাও পাজী—কথা কয়োনা !

অরুণ। কেন তোমরা আমায় বাঁধলে ?

২য় দস্যু। খপরদার। আর একটী মাত্র কথা কইলে তোমায় গলা টীপে মেরে ফেল্‌বো।

অরুণ। ওগো তোমাদের পায়ে ধরি আমায় ছেড়ে দাও। নিরপরাধ আমি আমায় নিয়ে তোমাদের কোন কার্য্য সফল হবেনা !

১ম দস্যু। তোকে নিয়ে গেলে আমরা হাজার টাকা পুরস্কার পাব, দস্যু আমরা—দস্যুতা আমাদের উপজীবিকা তাই সেনাপতি মহাশয় আমাদের এ কার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছেন !

২য় দস্যু। নে-নে-অতশত পরিচয়ে কাজ নেই যত শিগ্‌গির কাজ শেষ করতে পারা যায় ততই মঙ্গল।

১ম দস্যু। বেশ—তাই চল্‌ !

[চক্ষুতে বস্ত্র বাঁধিয়া দিয়া স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

পাঞ্চাল রাজসভা।

[পৃষথ, সুবীরসিংহ ও মন্ত্রির প্রবেশ]

পৃষথ। মন্ত্রি হস্তিনা হ'তে দূত ফিরে এসেছে কি ?

মন্ত্রি। না মহারাজ আজও সে ফিরে আসেনি !

পৃষথ! এত বিলম্ব হ'বারই বা কারণ কি মন্ত্রি ?

মন্ত্রি। তাইতো মহারাজ আমিও ভেবে কিছু স্থির করতে পার্‌ছিনে !

পৃষথ। ধূর্ত্ত সম্বরণ চুক্তিভঙ্গ ক'রেছে যখন, তখন কিছুতেই আর নীরবে থাকা চল্‌বেনা মন্ত্রি! এর রীতিমত কৈফিয়ৎ অস্ত্রমুখে নিতে চাই, সেনাপতি—সৈন্য প্রস্তুত ?

সুবীর। আমি সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত,—শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষা ক'র্‌ছি !

পৃষথ। না—আর মুহূর্ত্তকাল,—বিলম্ব না ক'রে সেনাপতি—এই দণ্ডে—

মন্ত্রি। মহারাজ—বৃদ্ধের অনুরোধ আরও কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে !

পৃষথ। মন্ত্রি—কতদিন আর এ ভাবে অপেক্ষা ক'র্‌ব ?

মন্ত্রি। দূতের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত আপনাদের অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'ল্‌ছি, তারপর মহারাজের যা অভিরুচি হয় ক'রবেন !

পৃষথ। তাই তো—মন্ত্রি বড় বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে ;—

মন্ত্রি। ওই দেখুন মহারাজ দূত ফিরে আস্‌ছে !

[দূতের প্রবেশ]

দূত। অভিবাদন নরনাথ !

পৃষথ। কহ দূত হস্তিনার নবীন ভূপতি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'য়েছেন ?

দূত। (অধোবদনে নিরুত্তর)

পৃষথ। একি ! নিরুত্তর কেন ? বল,—অভয় দিচ্ছি তোমায় অসঙ্কোচে ব'ল্‌তে পার !

দূত। কি ব'ল্‌ব মহারাজ,—ওঃ—কী সে অপমান কী সে লাঞ্ছনা,—প্রথমে পাঞ্চালের নাম শুনেই ত চাটুকারের দল আমায় ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে উপহাস ক'রে উঠলো, মাথা হেঁট ক'রে আমি পত্রখানা দিতে গেলুম কিন্তু পত্রখানা যুবরাজ ত হাতেই ক'র্‌লেনা তার ইঙ্গিতে মন্ত্রী পত্রখানা নিয়ে সভা মধ্যে পাঠ ক'র্‌লে,—

পৃষথ। (আরক্তিম লোচনে) তারপর—

দূত। তারপর যুবরাজ—মন্ত্রির হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ভূমিতে নিক্ষেপ ক'রে বল্লে—যাও দূত বলো তোমার প্রভুকে, হস্তিনার রাজা ক্ষীণ হস্তে রাজদণ্ড ধরে নাই—তার এ ধৃষ্টতার শাস্তিবিধান ক'র্‌বার শক্তি তার যথেষ্টই আছে।

পৃষথ। থাক্ যথেষ্ট হ'য়েছে, আর কিছু শুনাতে হবেনা। মন্ত্রি শুনলে ত সেই দর্পী যুবরাজের ব্যঙ্গ উক্তি—এখন আর কিছু বক্তব্য আছে কি যাও দূত—এক্ষণে তুমি বিদায় হ'তে পার!

[দূতের প্রস্থান]

মন্ত্রী। মহারাজ—

পৃষথ। স্তব্ধ হও মন্ত্রি আর আমি কোন কথা শুনতে চাইনা। আমি চাই—মূহূর্ত্তে ওই গর্ব্বোন্নত শির নুইয়ে দিয়ে তার সিংহাসন মূলে আমারই বিজয় পতকা উড্ডীয়মান ক'র্‌তে।

সেনাপতি—এই দণ্ডে বাহিনী সজ্জিত হ'ক্—প্রতিশোধ নিতে হবে—প্রতিশোধ—

[মোহন চাঁদের প্রবেশ]

(প্রবেশ পথ হইতে) ঠিক্ ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে আমিও—মহারাজকে সাদরে বরণ ক'রে নিয়ে যাব ব'লে এসেছি! হে মহীপাল—অভ্যাগত দীন যাচকের আশা পূর্ণ হবে কি?

পৃষথ। কে তুমি কোথায় নিবাস তোমার?

মোহন। ব্যস্ত হবেন না ক্ষিতিপতি সব বল্‌ছি;—প্রতিহিংসা-প্রিয় মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে প্রতিশোধ নিতে গেছিলুম—কিন্তু—তা পারিনি—রাজা—পারিনি, ব্যর্থ মনোরথ

হ'য়ে শরবিদ্ধ মৃগেন্দ্রের ন্যায় প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে হস্তিনা হ'তে পাঞ্চালে এসেছি, এ জ্বালার নির্ব্বাণ করুন মহারাজ !

পৃষথ। যুবক কিসের জ্বালা তোমার কিছুই ত বুঝতে পারছিনে সবই যেন—এলোমেলো বলে বোধ হচ্ছে ?

মোহন। আমার পরিচয় এই পত্র পাঠে অবগত হবেন মহারাজ—এই মিন পত্র ! (পত্র প্রদান)

পৃষথ। (পত্রপাঠ পূর্ব্বক কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিলেন পরে বলিলেন) উত্তম—আমি স্বীকৃত—কিন্তু—না—আচ্ছা তাই হবে ! মন্ত্রি যুবককে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও !

[মন্ত্রিসহ মোহন চাঁদের প্রস্থান]

[ছদ্মবেশী বালকের প্রবেশ]

বালক। নরনাথ ! রাজসমীপে আমারও এক প্রার্থনা আছে যদি অনুমতি করেন—

পৃষথ। তুমি আবার কে ? কি প্রার্থনা তোমার ?

বালক। আমি একজন ভাগ্যান্বেষী যুবক, যুদ্ধ বিদ্যায় সুনিপুণ, মহারাজের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হ'য়ে এসেছি !

পৃষথ। কোথায় জন্ম তোমার ?

বালক। তা ঠিক জানিনা, তবে হস্তিনাতেই এ কলেবর বর্দ্ধিত হয়েছে এইটুকু মাত্র জানি।

পৃষথ। হস্তিনা পরিত্যাগ করে এলে কেন ?

সৈনিক। দুঃখে, ক্ষোভে, সে অনেক কথা মহীপাল, সে সমস্ত কথা ব'লে মহারাজের অমূল্য সময় বিনষ্ট ক'রতে চাইনা। তবে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলে যাই,—আমার নিতান্ত শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় আমি রাজ অনুগ্রহে প্রতিপালিত হই, তারপর জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'লে বহু অন্বেষণে জানলেম আমি একজন ক্ষত্রবংশসম্ভূত অনাথ সন্তান, এই পাঞ্চাল নগরীতেই আমার জন্ম, তাই জন্মের ধিক্কার নিয়ে বহু আশায় আপনার নিকট এসেছি, ইচ্ছা জন্মভূমির কোলে থেকে রাজসেবায় আত্মনিয়োগ ক'রব ! তাই মহানুভবের নিকট সানুনয় প্রার্থনা—যদি একটী কর্ম্ম পাই—

পৃষথ। তুমি অস্ত্র বিদ্যায় বিশারদ বল্‌ছিলে না।

সৈনিক। সে পরীক্ষা নিতে পারেন ভূপাল !

পৃষথ। সেনাপতি এর অস্ত্র পরীক্ষা নেওয়া হউক।

সুবীর। বল বালক কোন অস্ত্র চালনায় তোমার নিপুণতা জন্মেছে !

বালক। আপনি যে অস্ত্র চালনে পটু সেই অস্ত্র প্রয়োগ করুন।

সুবীর। উত্তম তবে আত্মরক্ষা কর—

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

সুবীর। (যুদ্ধান্তে) মহারাজ অপূর্ব্ব রণ কৌশলী এই বীর বালক !

পৃষথ। গদা যুদ্ধ জানকি বালক, অথবা থাক্ প্রয়োজন নেই ধনুচালনায় কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তাই দেখিয়ে দাও !

বালক। বেশ তাতেও প্রস্তুত !

(উভয়ের পুনঃরপি ধনুঃযুদ্ধ)

সুবীর। আর পরীক্ষা নিতে হবেনা নরনাথ, এই বালক যে অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ ক'রেছে তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, যদি অভিলাষ হ'য়ে থাকে একে সৈন্য বিভাগে রাখতে পারেন।

পৃষথ। সৈনিক তুমি সম্মত—

বালক। মহারাজের যা অভিরুচি—

পৃষথ। সেনাপতি—না থাক্ প্রয়োজন নেই, বালক—আমি তোমায় শরীর রক্ষক রূপে নিযুক্ত ক'রলেম।

বালক। মহারাজের অপার করুণা—(অভিবাদন জানাইল)

পৃষথ। যাও সেনাপতি,—মনে থাকে যেন পক্ষকাল পরে পাঞ্চাল বাহিনী হস্তিনাভিমুখে যাত্রা ক'রবে।

সুবীর। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য !

পৃষথ। তোমার নামটি কি বালক ?

বালক। আমার নাম অশান্ত।

পৃষথ। এস বালক অন্তঃপুরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

—:*:—

চতুর্থ দৃশ্য

সেনাপতির বিলাস ভবন।

কালাঞ্জয়। বিশ্বাসঘাতক বলি
পরিচিত এবে,
তাই গর্ব্বভরে যুবরাজ
করিয়াছ অপমান
রাজসভা মাঝে ;
হস্তিনার বীর সেনাপতি
ঘৃণিত লাঞ্ছিত হায়,
দুগ্ধপোষ্য বালকের করে !
হায় বিধি ! এ জ্বালার কি
হবেনা নির্ব্বাণ ?
নিতান্তই প্রাণঘাতী
কটূক্তি তায়,—
অহঃরহঃ শেল সম,
বাজিছে পরাণে !
আরে—আরে—
তৃণাদপি তুণ, সত্যজিৎ
হও সাবধান,
ভাবিয়াছ মনে

স্বীয় শক্তি বলে
সুশাসিত সাম্রাজ্য তোমার ?
হাঃ—হাঃ—হাঃ
ভ্রম তব ঘুচাব অচিরে,
দেখিবে জগত,
এ প্রতিহিংসা মোর
কত ভয়ঙ্কর !

(নীরবে চিন্তন)

[গীতমুখে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ]

কিবা জ্যোছনা কিরণে হাসিছে যামিনী
শিহরে পরাণ পরশি মলয় বায়
কোকিল কূজনে কেন কেবা জানে
মরমের কথা কেন মরমে লুকায়।
ওই শাখাপরি শিখী ডাকে থাকি থাকি,
পাপিয়া ডাকিছে পিউপিয়া পিউপিয়া,
তাই আবেশে শিহরি শিথিল কবরী,
উহুঃ উহুঃ উহুঃ প্রাণ যায়।

যাও নর্ত্তকীগণ
একা আমি রহিব নির্জ্জনে !

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান]

তাই তো—

বহুক্ষণ হয়েছে অতীত
গুপ্ত অনুচর মোর,
কেন নাহি আসে ফিরি
দিতে বার্ত্তা—
সকাশেতে মোর!
হ'ল কিম্বা নাহি হ'ল
কার্য্য সমাধান,
পারিনা বুঝিতে কিছু
শুধু সংশয় বৃশ্চিক
মুহুর্মুহু করিছে দংশন!
রাজ অনুচর—
অহরহঃ ফিরিছে পশ্চাতে মোর!
গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন তরে
ডরি পাছে,—
হয় প্রচারিত,
গুপ্ত ষড়যন্ত্র মোর:
সন্দেহে আকুল প্রাণ
স্মরি ভবিষ্যের অমালেছবি!
নাহি জানি ভাগ্যলিপি—
কোন পথে ধায়!
কেবা জানে—কেবা বলে—
কারণ ইহার!

(অন্তঃরীক্ষ হইতে বালকবেশী স্নমতির গীত)

কেন চঞ্চল ওগো চিত্ত তোমার
কি অভাবে বল হৃদয় ব্যাকুল
আকুল হইয়ে কেন গো চাহিয়ে
বল ওগো—আশায় কাহার।
ছাড়রে ভাবনা অসার কামনা
ভাবী লিপি যাহা কে খণ্ডিবে তাহা
মিছে কেন কর হাহাকার।

[বালকবেশী স্নমতির প্রস্থান]

কালা। ভাগ্যলিপি কভু
মুছিবার নয়,
যা ঘটে ঘটুক—
তার তরে নহিক উতলা,
তবু যেন কি এক দুর্ব্বার শক্তি
অলক্ষ্যে বসিয়া—
করে দ্বন্দ্ব অহরহঃ
বিবেকের সনে!
হায়,—
না পারি বুঝিতে কিছু,
সার মর্ম্ম এর :

(অন্তঃরীক্ষে কুমতির গীত)

ওগো তোমারই
হ'য়েছে জয়।
যে পথে চলেছ সেই পথে এস
কারেও ক'রনা ভয়।

কালা। কে তুমি সুন্দরী
দেহ তব আত্ম পরিচয় ?

(পূর্ব্বগীতাংশ)

ও আঁখি ত চিনেনা মোরে
থাকি আমি গোপন হিয়ায়।
আমি যে তোমারে বড় ভালবাসি
বারে বারে তাই দেখিবারে আসি
এস এস সুন্দর তুমি মনোময়।

(কালাঞ্জয় উন্মত্তের ন্যায় ছুটীয়া তাহার পশ্চাত ধাবন করিল)

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপথ

(ঝাড়ুদার ও ঝাড়ুদারিণীর প্রবেশ)

(গীত)

ঝাড়ুদার চুপ্—চুপ্—চুপ ! কস্‌নে কথা
দিস্‌নে ব্যথা সরল প্রাণে।

ঝাড়ুদারিণী ওই সরলে তোর গরল ভরা
শুনবনা আর মায়া কান্না তোর ;

ঝাড়ুদার ভুল বুঝেছ ওগো ধনি—
কাট্‌বে নাকি নেশার ঘোর,
ঢং ক'রে কেন রঙ্গ কর সই আমার সনে।

ঝাড়ুদারিণী। রং বেরংর ধারে নাকো ধার
নটের গুরু তুমি যত হায় কি বাহার।

উভয়ে। তবে আয়না দুজনে—প্রেমের খেলা
খেলিগে মোরা আজি গোপনে॥

মোহন। এইবার প্রতিশোধ নেব সত্যজিৎ! বিরাট পাঞ্চাল শক্তির নিকট তুমি কতক্ষণ যুঝবে ? আর মুহূর্ত্ত পরেই সে দর্প চূর্ণ হয়ে যাবে, আমরা প্রাণ দিয়ে তার সাহায্য ক'র্‌ব এ কথা তাঁকে বিশেষ ক'রে জানিয়ে এসেছি—, এখন যাই—সেনাপতি মহাশয়কে পত্রখানা দিয়ে

নিশ্চিন্ত করিগে! সত্যজিৎ—এইবার মৃত্যু তোমার শিয়রে!

[দুইজন সশস্ত্র সৈনিকসহ নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নির। কার মৃত্যু শিয়রে—তা এইবার প্রত্যক্ষ কর মোহন-চাঁদ! এই দেখ নর পিশাচ—আমি আজ কালরূপে তোর সম্মুখে দণ্ডায়মান—

মোহন। কালের আহ্বান ব্যর্থ হবে নিরঞ্জন, মৃত্যুর বিভীষিকায় মোহনচাঁদ ভীত নয়!

নির। বাচালতা পরিত্যাগ ক'রে বন্দীত্ব স্বীকার কর, নতুবা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

মোহন। স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার ক'র্‌বনা শক্তি থাকে বন্দী কর।

নির। তবে প্রস্তুত হও—সৈন্যগণ আক্রমণ কর।

(সৈন্যগণের সহিত মোহনচাঁদের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান, যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ এবং একজন সৈনিকের অস্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল)

মোহন। বড় গর্ব্ব নিয়ে এসেছিলে সৈনিক! মনে ভেবেছিলে মোহনচাঁদকে ভয় দেখিয়ে করায়ত্ত ক'রে নেবো, এখন অনুভব ক'র্‌তে পা'র্‌ছ তার বাহুর শক্তি! এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও সৈনিক ঐ তোমার জীবন সূর্য্য দীপ্তিহীন হ'য়ে এ'ল—

[অস্ত্রে অস্ত্র বাধা দিল এবং অস্ত্র হস্তচ্যুত হওন]

নির। মনে ভেবেছ মোহনচাঁদ রাজশক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল! মূর্খ মোহনচাঁদ—এ মতিচ্ছন্ন হ'ল কেন? অথবা তোমার কি দোষ এ শিক্ষা ত তোমার জন্মগত সংস্কার!

মোহন। সাবধান ধাত্রিপুত্র রসনা সংযত ক'রে বাক্যালাপ কর!

নির। অবাক ক'র্‌লে মোহনচাঁদ—মহাপাপের অনুষ্ঠাতা হচ্ছ নিজেই তুমি, আর সাবধান হ'তে ব'ল্‌ছ আমায়! বাহবা মোহন চমৎকার বুদ্ধির প্রাখর্য্য তোমার!

মোহন। পাপ ক'রে থাকি আমি তার ফলভোগ ক'র্‌ব তার জন্য তোমায় অধৈর্য্য হতে হবেনা ধাত্রিপুত্র!

নির। সাবধান ক্ষত্রকুল কলঙ্ক,—এই তোমার যোগ্য বেশভূষা এস—ধর—

মোহন। শতপদাঘাত করি—তোর এ ঘৃণ্য আচরণে!

নির। না—আর ক্ষমা ক'র্‌ব না—আয় তবে মন্দমতি—পাপের উচিত দণ্ড গ্রহণ কর!

মোহন। এখনও বল্‌ছি ধাত্রিপুত্র—সিংহশিশু নিয়ে খেলা ক'র্‌তে যেওনা?

নির। শৃগালীর গর্ভে কখনও সিংহশিশু জন্মায়না বর্ব্বর।

[বলপূর্ব্বক শৃঙ্খলিত করণ ইত্যবসরে মোহনচাঁদের কটিবাদ হইতে পত্রখানি পড়িয়া গেলে নিরঞ্জন তাহা কুড়াইয়া লইল, সকলের প্রস্থান]

মোহন। ওঃ—কি ব'লব তোমায়—পশ্চাতে তোমার বিরাট শক্তি - তথাপি বলে রাখছি শোন্ বর্ব্বর—এক দিন এর প্রতিশোধ নেবো—নেবো—নেবো!

(সৈন্যগণ তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

পর্ব্বত সংলগ্ন উপত্যকা।

[কার্ম্মুকে শর যোজনা করিতে করিতে প্রবেশ এবং শরক্ষেপ করিয়া মায়া মৃগের পশ্চাতধাবন করিল ও পুনঃ প্রবেশ]

সম্বরণ। আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট! আশ্চর্য্য ব্যাপার! ওই—ওই—অদূরে সেই মৃগ, আচ্ছা পুনর্ব্বার দেখি

[লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক শর ত্যাগ করিলেন এবং ছুটিয়া তাহার পশ্চাত ধাবমান এবং পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন]

একি কোথায় সেই মৃগ—বুঝতে পার্‌ছিনি এ অলৌকিক বিস্ময়কর ঘটনা সহসা কেন আমার নয়ন পথে পতিত হ'ল একি কোন দৈব মায়া—না যাদুকরের যাদুবিদ্যা ধারণার অতীত এ বৈচিত্র্যময় রহস্য! যার অভিনয় সন্দর্শনে হৃদয়পুরে কেবল কৌতূহল উদ্দীপনায় ঘাত প্রতিঘাত চলছে! হায়—কে জানে—কেন এই মায়া মরীচিকার প্রহসন? বিচিত্র ব্যাপার—নিতান্ত স্তম্ভিত

ক'রে তুল্‌লে আমায়! এখন আমি কোন পথ গ্রহণ করি, সৈন্য সামন্তাদি যে কোথায়—কতদূরে তাও নির্ণয় ক'রে উঠতে পার্‌ছিনি, কে জানে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে তারা ছাউনি ফেলেছে! এদিকে ক্ষুৎ পিপাসায় দেহ অবসন্ন হ'য়ে আসছে—ওই—ওই—সেই মৃগ আচ্ছা—দেখি—(তীর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার পশ্চাত অনুসরণ করিলেন ও ক্ষণপরে ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়া আসিলেন) না—আর পারিনে দেহ মন ভেঙ্গে পড়্‌ছে এইখানে একটু বিশ্রাম করি! (বর্ষা তীর ধনু ভূমিতলে রক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন এবং অচিরে নিদ্রিত হইলেন।

[ছুরিকা হস্তে একজন সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক। ওই—ওই—নিদ্রিত রাজা—এই শাণিত ছুরিকা তার বক্ষে আমূল বিদ্ধ ক'র্‌তে হবে! হস্ত—কম্পিত হোসনি দৃঢ় মুষ্টিতে ধর এই শাণিত ছুরীকা, তোর সাহায্যে আমি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক লাভ ক'র্‌ব! উল্লাস কর মন—উল্লাস কর. ওই—ওই—রাজা ভূমি শয্যায় নিদ্রিত তাকে হত্যা ক'র্‌তে হবে! হৃদয়—বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় হও, আজ তোমার কঠোর পরীক্ষার দিন, যদি কৃতকার্য্য হ'তে পার জীবনে আর তোমায় দাসত্বের শৃঙ্খল পর্‌তে হবেনা—ওই—ওই—রাজা—ছুটে চল মন—[বিদ্যুৎ গতিতে রাজার নিকটগামী হইলে ছদ্মবেশী বালক তাহার হাতের ছুরিকা কাড়িয়া লইল]

বালক। এ কি! কে তুমি—কেন রাজার জীবন নাশে ছুরিকা উত্তোলন ক'রেছিলে? বল—প্রকৃত উত্তর চাই—নতুবা এই ছুরিকা তোমারই রক্তে রঞ্জিত হবে!

সৈনিক। (স্বগতঃ) বাহবা অদৃষ্ট—নিমিষে চাকা উল্‌টো দিকে ঘূরে গেল, আশা উৎসাহ সব সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে গেল বাঃ—চমৎকার বরাত্।

বালক। নির্ব্বাক কেন বল্ দুর্ম্মতি কে তুই নতুবা তোর পরিত্রাণ নেই!

সৈনিক। বালক্ মনে থাকে যেন,—তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই—যাও এস্থান ত্যাগ কর;

বালক। যাব—যাব সৈনিক, কিন্তু যাবার পূর্ব্বে তোমায় এমন একটা শিক্ষা দিয়ে যাব যা জীবনে তোমার চির স্মরণীয় থেকে যাবে!

সৈনিক। বটে—বালক ভেবে ক্ষমা ক'রেছিলেম ব'লে এতদূর গর্ব্ব;—

বালক! সাবধান নরকুল গ্লানি!

সৈনিক। বালক অনর্থক চীৎকার ক'রনা এ তোমার অরণ্যে রোদন বৃথা, যদি ভাল চাও ত রাস্তা দেখ—

বালক। কখনো তা হবেনা সৈনিক, ক্ষত্রিয় মেদমজ্জায় এ দেহ গঠিত তোমার মত মূষিকের ভয়ে রাজাকে পরিত্যাগ ক'রে যাব, আয় বর্ব্বর তোর নিজকৃত অপরাধের শাস্তি গ্রহণ কর!

[সবেগে আক্রমণ করিলে সৈনিক আঘাত প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইলে বালক অস্ত্র দিয়া তাহার নাসিকাটী ছেদন করিয়া লইল]

সৈনিক। [নাকিস্বরে] হাঁয়—হাঁয়—এঁমঁন বঁরাত, বাঁবারে গেঁলুমরে উঁ-হুঁ বঁড় যঁন্ত্রণা—(প্রস্থান)

[কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল]

এইবার তুমিও যমালয়ে যাও ! (আক্রমণ)

বালক। (অস্ত্রে অস্ত্র বাধা দিয়া) খপরদার—আর একপদ অগ্রসর হ'য়োনা !

সৈনিকগণ। উত্তম তবে নিজেকে রক্ষা কর !

[বালক তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্তরাল হইতে একজন সৈন্য বাছা বাছা শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল হঠাৎ একটী শর বালকের শরীরে বিদ্ধ হইল]

বালক। ওঃ—কেরে দস্যু—ওঃ যায় অতি তীব্র বিযাক্ত শর ! রাজা—রাজা—আর তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে পারলেম না রাজা, ওই মৃত্যু ঘনিয়ে এল—অনেক কথা ব'ল্‌বার ছিল রাজা কিন্তু আর হ'লনা, রাজা—শত্রুর ষড়যন্ত্র—শত্রু তোমার পিছু নিয়েছে, উঃ—বড় যন্ত্রণা,—ব-ড়-জ্বা-লা—

(বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে সে সংজ্ঞা হীন হইয়া পড়িল)

সহসা রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও
ছদ্মবেশী বালককে নিরীক্ষণ করিয়া।

রাজা। এঁ্যা এ কি! কে এই বালক—আর কোথায়বা সেই মায়ামৃগ! একি—কোন দুরাত্মা পৈশাচিকভাবে এঁকে হত্যা ক'র্‌লে? [বালকের নিকটগামী হইয়া সচকিতে] একি এযে রমণী মূর্ত্তি—

[এমন সময় সূর্য্যকন্যা তপতী অন্তঃরীক্ষ
হইতে গাহিতেছিল]

আমার সাধনা কামনা
বুঝিগো বিফলে যায়।
আঁধার হৃদয়ে নিরাশ পবন
কেন গো সঘনে বহিয়া যায়!

রাজা। অপ্সরার কলকণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর স্বর লহরী কোথা হ'তে ভেসে আসছে কার এ বীণাবিনিন্দিত তান কে সে —কই কাকেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—

(উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান)

[বেদিয়া ও বেদিনীগণের প্রবেশ।]

বেদিয়াগণ। মোরা বেদিয়া হাসি খেলি
মনের ময়লা রাখিনা ভাই।

বেদিনীগণ। খোস্ মেজাজে আছি মোরা
দিল দরিয়া প্রাণ,

দিইনা দাগা কারুর প্রাণে
মন্দ কারুর করতে নাই।

বেদিয়াগণ। স্ফুর্ত্তি করি নাচি গাই
প্যারা প্যারী সঙ্গে ঐ

বেদিণীগণ। তাইতে মোরা ঘুরিফিরি
চক্ষের আড়াল কভি নই।

সকলে। আরে দেখ্- দেখ্ কে একজন শুইয়ে আছে না ?

সর্দ্দার। আরে—ছোঃ—ছোঃ—কাম খারাপ করিসনি, ইয়ে হাসি ঠাট্টাকি বাত নয়, আগে হামি দেখি তারপর বাত করিস

[অভিনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ]

আরে ছোঃ—ছোঃ একটা বিষের কাঁড় দেখছিস না কোন দুষমন লোগ নিমকহারামি করিয়েছেরে আরে শোন—একে বাঁচাতে হোবে, লে ধর আর এক লহমা দেরী করিসনে।

[বালকের দেহ স্কন্ধে করিয়া বেদিনীগণের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারা কক্ষ

[শৃঙ্খলিতা অলকা দুইজন সৈনিকসহ প্রবিষ্ট হইল]

অলকা। [স্বগতঃ] যে সঙ্কল্প নিয়ে আজ আমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হ'তে চলেছি,—প্রারম্ভের প্রথম সোপানেই আমায় বন্দিনীর সাজে সজ্জিতা হ'তে হ'য়েছে বলে— বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধা হইনি বরং আমার সংযমের বাঁধ আরও সুদৃঢ় হ'য়ে কর্ম্মের পথ সুপ্রশস্ত ক'রে দিচ্ছে! তাই আজ নূতন প্রাণে নূতন উৎসাহ নিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে মুক্তির উপায় খুঁজছি,, দেখি ভগ্‌বান কোন্ পথে নিয়ে যান! যদি মুক্তি পাই মুক্তির অনতিবিলম্বে হস্তিনাবাসীকে দেখিয়ে দেবো বিশ্বগ্রাসী প্রলয়াগ্নির লেলিহান শিখা কেমন ক'রে—চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে! কালাঞ্জয়— কালাঞ্জয়—কোথায় তুমি মুক্তি দাও—মুক্তি,—মুক্তির বিনিময়ে যা চাও তাই দেবো—

[কালাঞ্জয়ের প্রবেশ]

কালা। সৈনিকদ্বয়—

সৈনিকদ্বয়। [অভিবাদন করতঃ] আজ্ঞা করুন?

কালা। এই নাও তোমাদের পুরস্কার, যাও—আর জীবনে তোমাদের দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌তে হবেনা ! যাও ;—

সৈনিকদ্বয়। [অভিবাদন করতঃ প্রস্থান]

কালা। অলকা—যাহা চাই তাই দেবে ?
তবে কর আত্মদান,
বিনিময়ে তার—
লহ মুক্তি !

অলকা। গুণমণি হেন বাণী
কেন কহিছ দাসীরে,
সে দিনের সে কথা
গেছ কি গো ভুলি
সঁপিয়াছি প্রাণ—
প্রাণের দেবতা তুমি মোর ;
চেয়ে দেখ দেব,
নিতান্ত বিপন্না দাসী
কেমনে জানাই বল,
অকৃত্রিম ভালবাসা মোর !
ভ্রম বশে যদি ক'রে থাকি অপরাধ,
শ্রীপদে তোমার
নিজ গুণে ক্ষম প্রভু ;
ভুলে গিয়ে—
অতীতের স্মৃতি,

আশ্রিতা দাসীরে তব
দেহ স্থান,
চরণ সরোজে ;
আমি তোমার
তুমি আমার
জীবনে মরণে রব
হ'য়ে এক প্রাণ !

কালা। এস তবে প্রাণময়ী
জীবন সঙ্গিণী
খুলে দিই লৌহের শৃঙ্খল,
এস প্রিয়ে—এস ত্বরা—
পশ্চাতে আমার !

অলকা। কোথা যাবে
প্রিয় মোর,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল
আছে কিছু জিজ্ঞাস্য আমার—

কালা। সরলা ললনা
নাহি শক্তি তব—
বুঝিবারে জটিলতা পূর্ণ
রাজনীতি।
সশস্ত্র রক্ষি ঘেরা পুরী—
নহে কভু মন্ত্রণাকক্ষ ?

এস নারী,—
কাল ব্যাজে নাহি প্রয়োজন ;
[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনার তোরণ দ্বার।

[দুইজন রক্ষিসহ নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নির। রক্ষিগণ—খুব হুঁসিয়ার,—যেন পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত এই তোরণ দ্বারে প্রবেশ ক'র্‌তে না পারে, যদি একার্য্যে তোমরা আমায় সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পার—আমি তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কৃত ক'র্‌ব।

রক্ষিগণ। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য !

নির। রক্ষিগণ—ও পুরাণো বাঁধি গত ছেড়ে দিয়ে সোজা ভাষায় বল এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ ক'র্‌তে পারবে ?

রক্ষিগণ। নিশ্চয়ই পা'র্‌ব—

নির। মনে থাকে যেন—আদেশ অন্যথায় মৃত্যু দণ্ড ! যাও খুব তাকে তাকে থাক্‌বে !

[হাঁফাইতে হাঁফাইতে একজন পুরীরক্ষির প্রবেশ]

কারারক্ষি। অভিবাদন সেনাপতি মহাশয় !

নির। রক্ষি—কি প্রয়োজন ?

পু-রক্ষি। সেনাপতি মহাশয় বন্দিনী পলায়ন ক'রেছে!

নির। পলায়ন করেছে—

পু-র। আজ্ঞে হাঁ!

নির। তোমরা তবে কি ঘুমিয়েছিলে?

পু-র। আজ্ঞে না প্রভু—আমরা দ্বিতীয় দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত ছিলুম!

নির। তাহ'লে কারারক্ষীবৃন্দ কোথায় গেল? তাইত—আশ্চর্য্যের কথা! চল—দেখি—

(পুরীরক্ষিসহ প্রস্থান)

[সুসজ্জিত বারাঙ্গনাবেশে অলকার প্রবেশ]

অলকা। (স্বগতঃ) কালিমাময়ী রজনীর গাঢ় অন্ধকার রাশি ভেদ ক'রে চোরের মত অতিসন্তর্পণে তোরণ দ্বারে এসে উপনীতা হ'য়েছি—এখন এই রক্ষী কটাকে বশীভূত ক'র্‌তে পারলেই নিরাপদ। দেখি কর্ম্মস্রোত কোন মুখী হয়!

১রক্ষি। কে তুমি?

২য় রক্ষি। এত রাত্রে এখানে কি প্রয়োজন?

১ম রক্ষি। জান—আজকাল যুবরাজের কড়া হুকুম, রাত বিরেতে কারুর রাস্তায় চলা ফেরা ক'র্‌বার যোটী নেই!

অলকা। বটে—বটে, যুবরাজ তা হ'লে রাজ্যটা খুব সায়সিত ক'রেছে দেখ্‌ছি!

২য় রক্ষি। সে কথা একশ'বার, তিনি কি আমাদের যেমন তেমন রাজা? এখন শীগ্রী' শীগ্রী তোমার পরিচয়টা দাও ত!

অলকা। আমি মেয়ে মানুষ আমার অন্য পরিচয় নিয়ে আর কি ক'র্‌বে?

২য়-র। মেয়ে মানুষ তা এত রাত্রে কি মনে ক'রে বাটীর বার হয়েছ?

১ম-র। নিশ্চয়ই একটা কুমতলব আছে!

অলকা। দেখ তোমরা ব্যস্ত হ'য়োনা আমি তোমাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'র্‌তে এসেছি!

উভয়ে। (সাশ্চর্য্যে) এ্যাঁ—বল কি আমাদের সঙ্গে যলা ক'র্‌তে এয়েছ?

অলকা। হ্যাঁগো হেঁ—তোমাদের সঙ্গে!

উভয়ে। ঠিক ক'রে দেখ ভুল হয়নি ত?

অলকা। না গো না, আমি কি আর তোমাদের চিনিনি! চেনা মানুষ কি অচেনা হ'তে পারে, এখনও কুড়ি পার হয়নি—যে বুড়ী হ'য়েছি! তাই চোখে ঝাপসা দে'খ্‌ব!

১ম-র। (হাই তুলিয়া) বেশ—বেশ তা কি মনে ক'রে আমাদের উপর এ শুভদৃষ্টি পড়লো সুন্দরী?

অলকা। তোমরা দেখছি নিতান্ত গাধা—রমণীর মন বুঝতে পার না?

২য়-র। ঠিক বলেছ তুমি, উনি আমাদের গাধা—শুধু গাধা নয়—গাধার উপরে উট বল্লেও চলে। (গোঁপে তা দিয়া) আমায় কিন্তু সেরূপ ঠাওরাতে পারবেনা !

অলকা। (মৃদুহাস্য পূর্ব্বক) দূর—তাকি হ'তে পারে, এখন বল একটা কথা রাখবে।

২য়-র। তা আর রাখবনা বল—সুন্দরী—কি কথা আছে তোমার ?

অলকা। (কাণে কাণে বলিল)

২য়-র। (মৃদু্য হাস্যপূর্ব্বক) তা—বেশ আমি প্রস্তুত ! চল—কোথায় নিয়ে যেতে চাও—চলহে ভায়া আজ বড় সুখের নিশি।　　　　[সকলের প্রস্থান]

[কালাঞ্জয়ের প্রবেশ]

কালা। কই—কোথায় অলকা,—এই ত নির্দ্দিষ্ট স্থান এখানে কাকেও ত দেখি না দ্বাররক্ষি বেটারাই বা গেল কোথায় ! এই ত তোরণ দ্বার উন্মুক্ত দেখ্‌ছি, নিশ্চয়ই অলকা তা হ'লে পুরী মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে, আচ্ছা—দেখি কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে।

[অলকার পুনঃ প্রবেশ]

অলকা। আর অগ্রসর হ'তে হবেনা আমিই কার্য্য শেষ ক'রে—এসেছি !

কালা। কিরূপে ?

অলকা। এই সামান্য কাজটুকু ক'র্‌তে যদি না পা'র্‌ব তাহ'লে প্রতিহিংসা নেবো কি ক'রে ? প্রথমে এসে রক্ষি দুটোকে হাত ক'রে তাদের আবাসে নিয়ে যাই পরে তোমার ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যে তাদিগকে অচেতন পূর্ব্বক বন্ধন ক'রে —পালিয়ে এসেছি।

কালা। উত্তম হয়েছে, কিন্তু অলকা—আজ তোমায় একটা অপ্রিয় সংবাদ শুন্‌তে হ'বে! হৃদয়কে অটল অচল কর নতুবা পেরে উঠবেনা, অলকা—মোহনচাঁদ বন্দী!

অলকা। এই কথা—এরজন্য এত—

কালা। শুধু তা নয়—নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তার মানব লীলার অবসান হবে! রাজআজ্ঞা অন্যথা হবেনা!

অলকা। ওঃ—ঈশ্বর—!

কালা। ধৈর্য্য হারিয়ো না অলকা পূর্ব্বেই তোমায় ব'লেছি হৃদয়কে পাষাণ ক'র্‌তে হবে, শোন অলকা এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি,—সর্ব্বাগ্রে মোহনচাঁদকে মুক্ত ক'রে দিতে হবে, তারপর—বড় ভীষণ মুহূর্ত্ত! জেনে শুনে তবু এ বিপদ সঙ্কুল পথে যেতে হবে! রাজ শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, জানি মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবু জেনে শুনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্‌তে হ'বে!

অলকা। স্তব্ধ হও বীরবর! ভয় পেয়ে থাক ফিরে যাও ফিরে, গিয়ে সত্যজিতের পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা করগে!

চাহিনা সাহায্য কার
একাকিনী নারী আজ,
করিবে সমর ;
দেখ তুমি অলক্ষ্যে থাকিয়া,
রমণীর প্রতিহিংসা কত ভয়ঙ্কর ;
পুত্র মম বন্দী কারাগারে—
ছুটে চল্ উন্মাদিনী—
পুত্রঘাতী অরাতি নাশিতে ;

[বিদ্যুৎ গতিতে প্রস্থান]

কালা। ফিরে এস নারী—
বৃথা আস্ফালনে
না ডরিবে কভু—
হস্তিনার নবীন ভূপতি !
নিতান্তই বুদ্ধিহীনা নারী—
কেমনে বুঝিবে বল,
সে শক্তি বিরাট ;
সেনাপতি আমি তাঁর—
তবু শঙ্কা আসে প্রাণে,
ভাবি অনুক্ষণ,
কেমনে লভিব জয়
কিরূপেতে, –
হস্তিনার সিংহাসন

হবে করতলগত মোর !
উন্মাদিনী নারী—
পূর্ব্বাপর না করি চিন্তন
দিলে ঝাঁপ—
ডুবিতে অতলে !
কি করি কোথা যাই—
কেমনে উদ্ধারিব
বন্দী মোহনচাঁদে !

(দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

[যুবরাজের শয়নকক্ষ]

পালঙ্কপরি নিদ্রামগ্ন সত্যজিৎ অদূরে মানসী
গাহিতেছিল।

নিদ নাহি আঁখি পাতে।
আমিও একাকী তুমিও একাকী
আজি এ বাদল রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলন পিয়াসে
ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে,
পল্লীর বঁধু বিরহী বঁধুরে মধুর মিলনে সম্ভাষে
আজি আমার যে সাধ এ বাদল রাতে
কাটাব নাথের সাথে।

মানসী। পিতৃদেবের আদেশে আমি যুবরাজের সেবা শুশ্রূষায় আত্ম নিয়োগ ক'রেছি বটে কিন্তু সে ভাবে পা'র্‌বনা, আমি তাঁকে পূজা ক'রে আসছি পৃথিবী পালক ব'লে,— ভারতেশ্বর তিনি, তাঁরই একান্ত অনুগ্রহে আমরা লালিতা পালিতা সুতরাং তাঁর কাছে আমরা ঋণী, তাঁর এ ঋণ পরিশোধ করা জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য, তাই পূজা ক'রে আসছি শুদ্ধ পূজার জন্য, কোন প্রতিদান প্রত্যাশায় নয়! পিতার কিন্তু—অন্যতম উদ্দেশ্য তিনি চান স্নেহময়ী নন্দিনীকে তাঁর যুবরাজের ক'রে সমর্পণ ক'র্‌তে! তা কি সম্ভব হ'তে পারে বাবা,—একজনকে এ প্রাণ অর্পণ ক'রেছি—প্রতিদান পাই আর না পাই তথাপি তিনি আমার স্বামী তিনিই আমার ইহপরকালের দেবতা! যতই চেষ্টা করনা বাবা তাঁকে বিভিন্ন করতে আমি কিন্তু সুদূর থেকে সে পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমার আমিত্ব মাঝে তাঁকে টেনে নিয়ে আসব,—কেননা তিনি আমার—আমি তাঁর—এ মিলন আমাদের জন্ম-জন্মান্তর থেকে চ'লে আসছে বাবা—এর গতিরোধ কর্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র! রমণীর প্রাণ কি খেলনার জিনিষ বাবা যে তাকে নিয়ে তুমি ইচ্ছামত খেলা করবে! মা শিবসিমন্তিনী—হরহৃদি বিহারিণী তনয়ার প্রতি সুপ্রসন্না হও দেবী, রাজরাজেশ্বরী হ'তে আকাঙ্ক্ষা নেই! ভিখারিণী হ'য়েও যেন তাঁরই চরণ ছায়ায় এ জীবন

অতিবাহিত ক'র্‌তে পারি এই মাত্র প্রাণের কামনা! একি! সহসা হৃদয় এত চঞ্চল হ'য়ে উঠল কেন? কি যেন এক অজানা আতঙ্কে অন্তরআত্মা দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠল, কেন এমন হয়—একি ভাগ্যের বিপর্য্যয় না অদৃষ্টের বিদ্রূপ—তা কে বলতে পারে?

(চিন্তামগ্না ও ক্ষণপরে প্রস্থান।)

[অলকার প্রবেশ]

অলকা। হত্যা—হত্যা—নর হত্যার জন্য আজ বিভৎসমূর্ত্তি ধারণ ক'রেছি, সম্মুখে যাকে পাব তাকেই হত্যা ক'র্‌ব এখন এ রাজ্যের পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত শত্রু। শত্রুর মূল উৎপাটন ক'রতে চাই, ওই—ওই পুত্রঘাতী নরপিশাচ ঐ নিদ্রাই আজ তার মহানিদ্রায় পরিণত হবে! ছুট চল —রাক্ষসী;—

(নিদ্রিত যুবরাজের নিকটগামী হইয়া ছুরীকা আঘাতে উদ্যত হইলে নিরঞ্জন আসিয়া ছুরি কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল)

নির। পাপিয়সী—আয় আজ তোকে বধ ক'রে রাজ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা করি!

(এই বলিয়া অসি উত্তোলন করিল ইত্যবসরে মোহনচাঁদ আসিয়া আঘাত ব্যর্থ করিয়া বলিল)

এইবার কে তোকে রক্ষা ক'র্‌বে?

নির। কে—মোহনচাঁদ—তুমি—আচ্ছা আয় নারকী একসঙ্গে দুজনকেই শমন সদনে পাঠাই !

(আক্রমণ ও উভয়ে যুদ্ধারম্ভ হইল কালাঞ্জয়ের আদেশে কয়েকজন সৈন্য আসিয়া মোহনচাঁদের সাহায্য করিল এবং কালাঞ্জয় অলক্ষ্যে থাকিয়া শরক্ষেপ করিতে লাগিল)

নির। যতক্ষণ নিরঞ্জনের দেহে শক্তি থাকবে, ততক্ষণ কারো সাধ্য নেই-যে যুবরাজের কেশাগ্র স্পর্শ করে— সাবধান বিশ্বাসঘাতকের দল !

(উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ নিরঞ্জনের অস্ত্র ভগ্ন হওন তবুও সে ভগ্ন অস্ত্র লইয়া প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল কিন্তু দরবিগলিত হইয়া যখন রক্ত মোক্ষণ হইতেছিল তখন সে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং কাতরভাবে বলিল)

নির। কালাঞ্জয়—আজ আমি পরাজিত—তোমরা বিজয়ী তোমাদের ঐ দুর্ব্বার শক্তির নিকট আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে পরাভব স্বীকার করছি, যেখানে খুসী নিয়ে চল আমায়, বধকর আমায়, তাতে দুঃখ নেই ক্ষোভ নেই, কিন্তু ভাই বিপন্নের অনুরোধ, যুবরাজের প্রাণভিক্ষা দিতে হবে, যদি কোন দোষই ক'রে থাকেন, অন্নদাতা প্রভু ব'লে আজ মার্জ্জনা ক'র্‌তে হবে, চিন্তা ক'রে দেখ দেখি ভাই কোথায় এসেছ তোমরা ? চেয়ে দেখ

সেনাপতি এখনও যুবরাজ নিদ্রিত—এ অবস্থায় তাঁকে হত্যা ক'রনা ভাই এই আমার শেষ অনুরোধ !

কালা। কে তোর ধর্ম্ম উপদেশ চায়,—মোহনচাঁদ—বিরাম দিওনা—পাপিষ্ঠকে হত্যা কর তারপর যুবরাজের প্রায়ঃশ্চিত্ত !

(পুনরায় আক্রমণ ও প্রবলবেগে যুদ্ধ অন্যায়ভাবে মোহনচাঁদ তলয়ার দিয়া তাহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল)

নির। । (যুদ্ধ করিতে করিতে) ওঃ—ঈশ্বর এই কি আমার প্রাক্তন ? উঃ—অসহ্য যন্ত্রণা ! আর পেরে উঠছিনি একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র পেলে এরা আমায় পশুর মত হত্যা ক'র্‌তে পা'র্‌তনা, যতদূর সম্ভব বিপক্ষের গতিরোধ ক'রে এসেছি—কিন্তু আর উপায় নেই, ওগো কে কোথায় আছ একখানা অস্ত্র ভিক্ষা দাও—একখানা অস্ত্র—

[যোদ্ধৃবেশে মানসীর প্রবেশ]

মানসী। স্বামিন্—দেবতা আমার, এই লও অস্ত্র—ভয় কি প্রভু—আপনি যে ধর্ম্মের সেবক, আপনার করুণ আর্ত্তনাদে ভগবানের আসন টলে উঠেছে ! ভয় কি দেবতা আমার ? চক্ষু গেছে বলে যন্ত্রণা হচ্ছে, যদি অভাগিনীর এতটুকুও ধর্ম্ম থাকে তাহ'লে মুহূর্ত্তেই তুমি আবার দিব্যচক্ষু পাবে !

নীর। (অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক) মানসী—মানসী—যথার্থই তুমি বীরাঙ্গনা! ওগো দেবীরূপিণী—কি দিয়ে তোমায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব! হয় ত এই যুদ্ধান্তে আমারও জীবন যবনিকার পতন হবে!

মানসী। এত উতলা কেন স্বামিন্ আপনার সাহায্যের জন্য মা সতীরাণীকে ছুটে আসতে হবে। চলুক যুদ্ধ—এস দর্পী কালাঞ্জয় আজ এ সুকোমল মৃণাল ভুজের শক্তি প্রত্যক্ষ কর!

নির। ক্ষান্ত হও মানষী! এখনও এ বাহুর শক্তি শিথিল হয়নি অস্ত্র পেয়েছি যখন তখন আর ভয় নেই মানসী—যুবরাজের ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত ক'রে—আজ আমি নিশ্চিন্ত, আয় পাপিষ্ঠের দল—আজ এমন শিক্ষা দেবো—যা দেখে জগতের লোক আতঙ্কে শিউরে উঠবে—ধমনীর উষ্ণ শোণিত হিমানি প্রবাহে বইবে!

[যুদ্ধ করিতে করিতে মানসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

মানসী। [যুবরাজের নিকটস্থ হইয়া] যুবরাজ—যুবরাজ—

সত্যজিৎ। (সচকিতে) মন্ত্রি পুত্রি—তুমি এ বেশে এখানে কেন,—কি প্রয়োজন তোমার?

মানসী। ব্যস্ত হবেন না যুবরাজ, সময়ান্তরে সবই শুনবেন এখন এস্থান পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে আসুন।

সত্যজিৎ। এঁ্যা একি বলছ তুমি?

মানসী। অবিশ্বাস ক'র্‌বেন না যুবরাজ শীগ্রী আসুন কাল-বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা!

সত্য। ঈশ্বর! আর কত সহ্য ক'র্‌ব, চল তবে মানসী—জীবনের চিরস্মৃতিভরা মধুময় নিকেতন পরিত্যাগ ক'রে আজ চোরের মত পালিয়ে যাই, এ দুঃখ রাখ্‌বার আর ঠাঁই নেই মানসী, নিতান্তই হতভাগ্য আমি তা না হ'লে আজ আমার এ দশা ঘটবে কেন?

মানসী। অনুতপ্ত হবেননা যুবরাজ, আবার সুদিন আসবে!

সত্য। সে দিন চলে গেছে মানসী,—সে দিন আর আসবেনা, ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে সে প্রতিহত হ'য়ে—না জানি কোন সুদূরে—অপসৃত হ'য়ে পড়েছে? চল মানসী—পথ দেখিয়ে নিয়ে চল আমায়, জয় মা শঙ্করী—

[মানসীসহ প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

মন্ত্রির ভবন

বিপর্ণ। (স্বগতঃ) কি ছিল—কি হয়েগেল—কালে যে আবার কি হ'বে—তাইবা কে জানে! একদিন এই সুখ-সমৃদ্ধিময়ী নগরী সর্ব্বদাই আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকত—তার পরিবর্ত্তে এখন ঘরে ঘরে ক্রন্দন রোল উত্থিত হ'য়ে চতুর্দ্দিকে বিভীষিকার সৃষ্টি ক'র্‌ছে! রাজ্যে

যথেচ্ছাচারিতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ ক'র্ছে—প্রতিবিধানের কোনই উপায় নেই—সকলেই যেন অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে পড়েছে—কে কার উপদেশ গ্রহণ ক'রে—সকলেই যেন দিশেহারা জ্ঞানহারা হ'য়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে! আমি রাজ্যের মন্ত্রী—আমার শত উদ্যম, শত চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে কি এক দুর্ব্বার শক্তি অলক্ষ্য থেকে নিজের কাজ করে নিচ্ছে! ভাব্বার অবকাশ নেই আহার নিদ্রা বর্জ্জন করে কখন কোথায় যাই আসি তা—নিজেই নিরূপণ ক'রে উঠতে পারিনি, আমি যেন একটা বদ্ধ পাগল—হাঃ—হাঃ—হাঃ—মনে করে-ছিলুম পাগলী মেয়েটার বরাত ভাল—বেটী আমার রাজরাণী হ'বে, কিন্তু এখন দেখছি তার মত অভাগিনী জগতে আছে কিনা সন্দেহ, কেননা বেটীর শুভদৃষ্টিতে এমন সোণার সংসারটা ভস্ম হ'তে ব'সেছে! তাইতো—এখন আমার কর্ত্তব্য কি?

[মানসীর প্রবেশ]

মানসী। বাবা—বাবা—এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাব্ছ বাবা?

বিপর্ণ। হ্যাঁ ভাব্ছি—ভাব্ছি বৈকী বেটী—

মানসী। ভাব্বার আর সময় নেই বাবা, রাজ্য যে ছারেখারে যেতে ব'সেছে বাবা—এ অসার চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে এর প্রতিবিধানের উপায় কর বাবা! অন্যায় অত্যাচারে

দেশ ভরে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছনা বাবা কুচক্রী কালাঞ্জয়ের পাপে ষড়যন্ত্রের আবর্ত্তনে নিপতিত হ'য়ে রাজবংশ যে সমূলে বিনষ্ট হ'তে চলেছে,—আরকি তাঁদের উদ্ধার হবেনা বাবা? তুমি রাজ্যের মন্ত্রী—তোমারই উদাসীন্যে রাজ্যের এ অধঃপতন ঘটেছে! তোমার পায়ে ধরি বাবা, এই বিপদ হতে রাজপরিবারের উদ্ধার সাধন ক'রে—জগতে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কর বাবা!

বিপর্ণ। মানসী—কি করব মা উপায় নেই—উপায় নেই, এ রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য!

মানসী। বল কি বাবা ধ্বংস অনিবার্য্য!

বিপর্ণ। ধ্বংস অনিবার্য্য!

মানসী। তাহ'লে কি জগতে ধর্ম্ম নেই?

বিপর্ণ। ধর্ম্ম নেই—ধর্ম্ম নেই,—তা যদি থাকত তা'হলে এমন একটা ধর্ম্মের সংসার মুহূর্ত্তে কখনও সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবে যেতনা!

মানসী। মিথ্যা কথা ভুল ধারণা তোমার, আমি বল্‌ছি ধর্ম্ম আছে—ধর্ম্ম আছে!

বিপর্ণ। মানসী—কন্যা আমার, ওই চেয়ে দেখ—সেই স্থিরা ধীরা শান্তিময়ী প্রকৃতি দেবী আজ একি মূর্ত্তিতে—বল্‌তে পারিস এর প্রকৃত কারণ?

মানসী। অলীক প্রশ্নে প্রয়োজন নেই পিতা—বড় ভীষণ মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত প্রথমে যুবরাজকে বিপন্মুক্ত কর, পরে

তোমার রাজ্য রক্ষা কর'বে বাবা! দুর্ম্মতি কালাঞ্জয় অতর্কিতে সসৈন্যে রাজপুরী অবরোধ ক'রেছিল নিরঞ্জন তাদের বাধা দেন, কিন্তু তাঁর শক্তি কতটুকু বাবা, কতক্ষণ সে ওই বিপুল বাহিনীর সঙ্গে যুঝবে? তাঁকে সাহায্য কর বাবা!

বিপর্ণ। সাহায্য—সাহায্য করিবার আর কিছু আছেকি মানসী? সরলা বালিকা তুই কি বুঝবি ধূর্ত্ত কালাঞ্জয়ের কিসে শক্তি যার অমিত প্রভাবে রাজ্যখানা ওলট পালট হয়ে গেল, রাজশক্তি ব'লতে আর কিছু নেই—কিছু নেই, পাপাত্মা সকলকেই উৎকোচে বশীভূত ক'রে ফেলেছে এখন তার বিরুদ্ধাচরণ ক'রতে যাওয়া নিতান্তই বাতুলতার কার্য্য!

মানসী। তবে কি নীরবে এ অত্যাচার সহ্য ক'রতে হবে!

বিপর্ণ। সময়ের প্রতীক্ষা ক'রতেই হবে তা নাহ'লে—উপায় কি?

মানসী। উপায় আছে বৈকি বাবা—ইচ্ছা থাক্‌লে সবই হয়!

বিপর্ণ। উপায় যদি থাকে তা'হলে বল্ মা কি করতে হবে?

মানসী। পরে সবই ব'লব এখন এস যুবরাজ তোমার দুয়ারে অতিথি চল তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রবে বাবা।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

নগর প্রান্তরস্থিত রাজপথ

[নিরঞ্জন অতিকষ্টে তরবারীর উপর ভর দিয়া আসিল সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তার রক্তধারা বহিতেছিল]

নির। নিরঞ্জনের হৃদয় এত নীচ নয় যে,—পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীর অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ ক'রবে! যা ধূর্ত্ত শৃগালের দল, আর যেন ওই কলঙ্ক মাখান মুখ লোক সমাজে না দেখাতে হয়; ঈশ্বর—ধন্য তোমার লীলা চাতুর্য্য! তোমার সৃষ্টির সেরা এই মানব বেশধারী দানবের দল—ইচ্ছা করলে তোমার সৃষ্টি তত্ত্বকেও উল্টে দিতে পারে! মানুষ যে এতটা স্বার্থান্ধ হ'য়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম—বিবেক বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে বাসনার দাস হ'তে পারে—তা আমার জানা ছিলনা! যে বিবেক বিহীন বিশ্ববক্ষে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণভাবে ক'রতে পারে তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। একি! দেহ যেন অসাড় হ'য়ে আসছে—কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হ'য়ে এল, সত্যইত—আর যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনি মাথাটা ঘুরছে! ভগবন্ তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক!

[ধীরে ধীরে মাটির উপর উপবেশন করিল]

এস মৃত্যু—আজ সাদরে তোমায় আলিঙ্গন ক'রব! মায়া নেই—মমতা নেই জগৎ হ'তে আজ আমি স্বতন্ত্র। এই

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমার ব'লতে কেউ নেই—ন মাতা ন পিতা, আজন্মকাল রাজঅন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে আস্‌ছিলেম,—মনে ক'রেছিলেম আজ সে ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ ক'রব কিন্তু বিধাতার তা অভিপ্রেত নয়! ওঃ—অসহ্য যন্ত্রণা। নিকটে কে আছ একটু জল—

(অলক্ষ্যে মানসী)

স্থির হও মুমূর্ষু আমি জল নিয়ে আসছি ;—

(প্রস্থান)

[সুবর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে মানসীর পুনঃ প্রবেশ]

এস—পিপাসার্ত্ত—এস তৃষ্ণাতুর জল পান কর।

[জল প্রদান করিল]

নিরঞ্জন। (জলপান করতঃ) আঃ-! শান্তি—শান্তি, মানসী—মা-ন-সী তুমিত এ মর জগতের নও মানসী তুমি কোন অজানা স্বর্গরাজ্যের দেবী প্রতিমা—ওগো দেবী রূপিণী—আজ আমি মৃত্যুপথ যাত্রী, তোমার ভালবাসার বিনিময় আর দেওয়া হ'লনা যদি পারি—পর—পা—রে

(যন্ত্রণাবেশে এপাশ ওপাশ করিল)

মানসী। ওগো প্রাণের দেবতা আমার, ওগো জীবন সর্ব্বস্ব ভয় পেয়োনা তুমি করুণাময়ের রাজ্যে এতটা অবিচার কখনও সম্ভবেনা! আমার স্থির বিশ্বাস আছে—তুমি বাঁচবে। কিছুমাত্র শঙ্কিত হ'য়োনা তুমি। ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী ; একটু ধৈর্য্য ধর—অবিরত রক্ত মোক্ষণে

দেহ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে তাই এত অবসন্নতা। একটু নীরবে থাক এখুনি আরাম হ'য়ে যাবে!

নির। মানসী—মানসী—আ—র—বি—ল-ম্ব নে—ই!

(চক্ষু মুদ্রিত করণ)

মানসী। ভগবন্—তবে কি সত্যই—

(ব্যাকুলা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

[গীত মুখে ছদ্মবেশী নিয়তির প্রবেশ]

কেন কাঁদ অবোধ ললনা।
এছার ভাবনা ত্যজরে অঙ্গনা
চেয়েছ যাহারে পেয়েছ তাহারে
তবে দুঃখ চিতে কেন বলনা।
মোছ আঁখি জল ভুঞ্জ কর্ম্মফল,—
নিয়ে প্রাণপতি যাও যাও সতি
খেলা ঘর পাতি খেলনা ;—

[গীত সমাপনান্তে নিরঞ্জনের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল]

বৎস নিরঞ্জন—চেয়ে দেখ আমি কে—!

(ছদ্মবেশ পরিত্যাগ)

নির। মা—মা—কে তুমি মা আদ্যাশক্তি রূপিণী, তোমার আশীর্ব্বাদে আজ আমি নূতন জীবন পেয়েছি—বলগো করুণাময়ী—যে করুণার অজস্র ধারা ঢেলে দিয়ে

পতিতকে আজ উদ্ধার করলে, নিজগুণে কৃপা যদি করেছ জননী তবে বলমা—তুমি কে ?

নিয়তি। আমি—আমি—নিয়তি! নিরঞ্জন! সম্মুখে তোমার বিরাট কর্ত্তব্য—সেই কর্ত্তব্যের পূজা ক'রতে হ'লে শক্তির প্রয়োজন—নাও ধর বৎস আমার এ দান গ্রহণ কর!

[মানসীর হস্ত তাহার হাতে ধরাইয়া দিল]

এস বীর—বিধাতার অভিলষিত কার্য্যে ছুটে এস!

[প্রস্থান

[পুষ্পমাল্য হস্তে দেববালাগণের প্রবেশ ও গীত]

এস কর্ম্মী এস ধর্ম্মী—
এস শত্রু ভয় ভার নাশন।
এস হাসি হাসি ক'রে ধ'রে অসি
ত্বরিতে কর দুষ্কৃতি দমন।
এস পুরুষ সুন্দর ওহে বীরবর
পরনা কণ্ঠে মোদের কুসুম ভূষণ। (মাল্যদান)
আজি আকাশে বাতাসে
ভুবনে গগনে কেবলই গাহিবে—
তোমারই বিজয় গান।

[তাহাকে লইয়া সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনার রাজসভা

(সত্যজিৎ, মন্ত্রী, বিপর্ণ ও কালাঞ্জয়ের প্রবেশ)

সত্যজিৎ। মন্ত্রিবর! জাননাকি তুমি
অসময়ে কিহেতু আজ,—
সভায় আহ্বান!
চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়াছে
বিদ্রোহ-অনল;
বিশ্বাসঘাতক যত
রাজ অনুচর,
গোপনেতে ষড়যন্ত্র করি
নিশাযোগে পশি
অন্তঃপুরে—
বিনাশিতে জীবন আমার
বদ্ধ পরিকর সবে!
কিন্তু বিধাতার লিপি—
না পারে খণ্ডিতে কেহ!
বিধির প্রেরিত হয়ে
আসি নিরঞ্জন—

রক্ষিল জীবন মোর।
চির ঋণী আমি
সকাশেতে তাঁর।
কহ মন্ত্রীবর
হেন সুধীজনে,
কিবা দিব প্রতিদান ?
বিনিময়ে তার
থাকে যদি হেন রত্ন,
ভাণ্ডারেতে মোর—
দিলে যাহা এ ঋণের
কথঞ্চিৎ হয় পরিশোধ !

মন্ত্রী। যুবরাজ,—
সুশৃঙ্খলা স্থাপি রাজ্যে
রক্ষ রাজ্য—
পরে আসিলে সুদিন
অর্পি যোগ্য পুরস্কার
প্রশংসা ভূষণে—
ভূষিত করিবে তাঁরে ;
জানি আমি অন্তর তাঁহার ;
রাজ্য সম্পদে নাহি তার আকিঞ্চন,—
একমাত্র রাজসেবা,
জীবনের চিরকাম্য তার !

সত্যজিৎ। মন্ত্রিবর! অমাত্যপ্রধান—
চিত্ত মোর বিচলিত সদা
হেরি বিভীষিকা সম,
নিয়তির খেলা—
বিষম দুর্ব্বার,
ভীষণা রাক্ষসী মায়া
বিস্তারিয়া হেথা,
নানা রঙ্গে পাতিয়াছে খেলা!
ওই—হের মন্ত্রি,—
আকাশের কোলে
কিবা দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
নাচিতেছে পিশাচী—
যোগিনী কত,
অট্টহাস্য করি!
ওই বুঝি আসে তারা
গ্রাসিতে আমায়;
একি! ভূমিকম্প—
কেন হেন অঘটন
ঘটিল সহসা!
গেল গেল রাজপুরী—
ডুবিল অতলে;
মন্ত্রি—

রক্ষ মোরে ;
ভয়ে মোর কাঁপিতেছে কায়া
হেরি ওই তাণ্ডব নর্ত্তন !
(চক্ষু মুদ্রিতকরণ)

(অলক্ষ্যে নিয়তি)
মাভৈঃ—মাভৈঃ বৎস
দিতেছি অভয়,—
করি চক্ষু উন্মীলিত,
হের—কেবা আমি—
সম্মুখেতে তব !

নিয়তি। আমি আমিরে নিয়তি
বিধাতার ইঙ্গিতে,
নিয়োজিত আমি—
ভুঞ্জাইতে কর্ম্মফল
দুর্ভাগা মানবে !

সত্যজিৎ। নিয়তি—নিয়তি তুমি,—
প্রণমি মাতঃ,
তব পদে,
কহ মাতঃ—কহ মহাদেবী,—
জিজ্ঞাসি তোমায়,
ভাগ্যাকাশে মোর—
কিবা আছে লিপিবদ্ধ,

দেখাও আলেখ্য খুলি
কি ভাবেতে হয়েছে রঞ্জিত,
ভবিষ্যের রেখা মোর !
রেখনা সংশয়ে দেবী—
বল—এই জীবন যবনিকার
এই কিগো শেষ ?

নিয়তি। ত্যজ বৎস—
অলীক সন্দেহ তব ;
কর পরিহার
মানসিক দুর্ব্বলতা বাছা।
ভীষণ পরীক্ষাক্ষেত্র
সম্মুখেতে তোমার
সাধিবারে কর্ত্তব্য আপন
নির্ভীক হৃদয়ে—
হও অগ্রসর ;
যাও বৎস—
উড়াইয়ে কর্ত্তব্যের,
বিজয়-নিশান,
পশি দুস্তর আহবে—
নাশ দুর্ম্মদ অরাতি,
ক্ষাত্র ধর্ম্ম রক্ষিতে আপন ;
হের বৎস—

ভবিষ্যের রেখা তব,
অতীব উজ্জ্বল ! (আলেখ্য খুলে দেখাইলেন)
আছে লেখা তব জয়—
মম বরে হবে জয়ী !
হও অগ্রসর—
সাধিবারে জীবনের ব্রত।

[নিয়তির প্রস্থান]

সত্যজিৎ। কি কহিলে মাতঃ—
তব বরে হব জয়ী,
মম ভাগ্যে আছে জয় !
যাও দেবী—
প্রণমি চরণে,
সযতনে ধরি শিরে
আশীষ তোমার—
হব আগুয়ান,
সাধিবারে জীবনের ব্রত।
মন্ত্রি নাহি আর ভয়
মাতা মোর দিতেছে অভয় ;

(নিয়তির আকাশ বাণী)

কথায় কথায়—
বয়ে যায় অমূল্য সময়,
যুবরাজ,—

কর নিরূপণ

কিরূপেতে রাজ্য রক্ষা হবে !

সত্যজিৎ। ওই শুন—

মাতার ইঙ্গিত বাণী !

এবে কহ মন্ত্রি—

কি হবে উপায় ?

বিপর্ণ। উপায় যদি—

জিজ্ঞাসিছ যুবরাজ,

শুন তবে—

সংক্ষেপেতে কহি অগ্রে,—

দুর্দ্দশা প্রজার !

রাজ্য মধ্যে ঘটিয়াছে

ভীষণ বিপ্লব,

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে—

হ'য়ে নিপতিত,

প্রজাবৃন্দ করে হাহাকার !

কেবা শুনে ব্যথিতের

করুণ ক্রন্দন ;

ক্ষুধিত তৃষিত সবে

অতি শীর্ণকায়

মৃত্যু পথ যাত্রী সবে,

ডাকে পরিত্রাহী !

কিন্তু—কেহ নাহি—
দেখে ফিরি,
সে দৃশ্য করুণ।
কহ যুবরাজ—
হেন দুর্দ্দৈব ঘটনা
দেখেছ কি কভু আর ?

সত্যজিৎ। অদ্ভুত প্রশ্ন তব,
মন্ত্রিবর—পক্ক কেশ তব,
রাজকার্য্য পরিচালনা করি!
শোভে কি কখন—
এ জিজ্ঞাস্য তোমার ?
চির হিতাকাঙ্খী,—
তুমি মহাজন,—
তোমার কি সাজে,
হেন ঔদাসিন্য ভাব!
অবগত আছ যদি
এ দুর্দ্দৈব ঘটনা
কেন তবে রহিয়াছ
প্রস্তর মূরতি সম,—
নিশ্চল নিথর!
কিম্বা বল,—
পঙ্গু প্রায় কেন সবে

আছ স্থির—ধীর—
কাষ্ঠ পুত্তলিকা সম !
চক্ষের সম্মুখে হেরি—
মৃত্যু বিভীষিকা,—
কে পারে থাকিতে বল,—
হিমাদ্রির মত অটল অচল ;
মন্ত্রিবর—অমাত্য মণ্ডলী
জানি আমি,—
মহান চরিত্র সবার।
পরিচিত নিকটে তাঁদের
আছে যত রাজভক্ত—
কর্ম্মচারী বৃন্দ।

[একজন বৃদ্ধ লাঠীর উপর ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপনীত হইল]

বৃদ্ধ। আমার কি হবে যুবরাজ, একমাত্র নয়নের মণি—অন্ধের যষ্ঠি—পুত্র আমার পাপিষ্ঠদের চক্রান্তে পড়ে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে, এ জগতে আমার বলিতে আর কেউ নেই—আমার গতি কি হবে যুবরাজ? এ বয়সে কে আমায় একমুঠো অন্ন দেবে ওঃ—হোঃ—হোঃ

(ক্রন্দন)

সত্য। শোক সম্বরণ কর বৃদ্ধ, অনুতপ্ত হ'য়োনা আর,—কেন বিষাদ অশ্রু ঢেলে এ পুত্রকে তোমার অভিশপ্ত

কর! যাও—বৃদ্ধ—পিতৃস্থানীয় তুমি আমার—পুত্রের বর্ত্তমান দেখে তাঁকে ক্ষমা কর, আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার ভরণপোষণের ভার নিলেম। যাও বৃদ্ধ—গৃহে বসে তোমার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথেষ্টই পাবে!

বৃদ্ধ। যুবরাজের জয় হউক!

[কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান]

সত্য। মন্ত্রি—আমি বিচার করতে চাই—আর কাষ্ঠ পুত্তলিকার রাজা সেজে বিচারাসন কলুষিত কর্‌তে চাইনা—মন্ত্রি—বল—আমার পূর্ব্বাদেশ প্রতিপালিত হয়েছে?

বিপর্ণ। বহু পূর্ব্বে তা হ'য়েছে যুবরাজ।

সত্য। মন্ত্রি! আমার বিশ্বাস তুমি এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আছ—যদিও তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নেই—তথাপি তোমার এই ঔদাসিন্য দেখলে মনে হয় তুমি এর মধ্যে আছ—বল সত্য কিনা?

বিপর্ণ। যুবরাজ! মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন—এ বৃদ্ধের অন্তরের কথা একমাত্র তিনিই জানেন,—রাজসমীপে মিথ্যা বলিনি যুবরাজ—জ্ঞানতঃ আমি কোনদিন রাজ্যের মঙ্গল ছাড়া পাপানুষ্ঠানে রত নাই, স্থির জানবেন যুবরাজ—বৃদ্ধের মুখেও যা কাজেও ঠিক তাই।

সত্য। তাই যদি হয় তবে প্রতিকার্য্যে এরূপ অবিমৃশ্যকারিতার নিদর্শন পাওয়া যায় কেন? বল বৃদ্ধ—কেন এমন হয়,—মন্ত্রণায় যিনি একদিন দেবগুরু বৃহস্পতিকেও

পরাভব স্বীকার করিয়েছেন যাঁর সুদূর ভবিষ্যৎ বাণী ঈশ্বরের অভিসম্পাতের মত প্রতিফলিত হ'য়েছে—সেই আত্মতত্ত্ববীৎ মহাবিচক্ষণ পণ্ডিতের তেজঃপূর্ণ ধীশক্তি কোথায় অন্তর্হিত হ'ল বল্‌তে পার ?

বিপর্ণ। সময়ে এর উত্তর একদিন পাবেন যুবরাজ এখন বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নিরূপিত হউক !

সত্য। আচ্ছা—থাক্ প্রয়োজন নেই—কেথায় সেই বন্দিগণ ?

[মন্ত্রীর ইঙ্গিতে ১ জন সৈনিকের প্রস্থান]

ওঃ দুর্ব্বৃত্তগণের দানবীয় অত্যাচারে দেশটা ছারেখারে যেতে বসেছে ! ভগবন্ হৃদয়ে শক্তি দাও—

[সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত করিয়া বন্দিগণকে আনয়ন করিল]

কালাগ্নয়—রাজ্যলোলুপ অকৃতজ্ঞ পামর—পাপের একখানি জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি—তোমারই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে আজ রাজ্যব্যাপি এই হত্যাকাণ্ড—তোমারই প্ররোচনায় ধ্বংসের মহা বিপ্লব সুরু হয়েছে,—তুমিই এর জন্য দায়ি—বল্ বিশ্বাসঘাতক—তোর শাস্তি কি দেবো—কি দণ্ড বাঞ্ছনীয় তোর ?

কালা। [অধোমুখে নিরুত্তর]

সত্য। নীরবে কেন উত্তর চাই—বল্ কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত পাষণ্ড এ কার হস্তলিপি—(লিপি দর্শন করাইয়া) ওঃ ! দুর্ব্বৃত্ত—এত ক'রেও তোর মনোসাধ পূর্ণ হয়নি,—তাই আবার গোপনে পাঞ্চালের সনে সখ্য স্থাপন ক'রে

নিজের বাসনা পূর্ণ ক'রবে! ওঃ—কি ব'লব কালাঞ্জয়—আকাশখানা মহাশব্দে গর্জ্জে উঠে এখনও যে তোমার মস্তকে ভেঙ্গে পড়েনি এই আশ্চর্য্য!—

মন্ত্রি—আছেকি স্মরণ
সেদিনের সেই কথা,
অপহৃত হ'ল যবে,
দশম বর্ষীয় শিশু,—
রাজপুরী হ'তে মোর!
পূজনীয়া মাতৃদেবী
তার শোকে,—
দিশেহারা জ্ঞানহারা হ'য়ে—
পাগলিনী প্রায় ত্যজিল এ পুরী!
স্বচক্ষে ক'রেছ প্রত্যক্ষ সবে,
সে দৃশ্য করুণ—
কিন্তু কহ বৃদ্ধ—কহ অমাত্য মণ্ডলী
জান কি সে তথ্য কেহ?
করেছ কি রাজ আজ্ঞা পালন
সাগরে ডুবিল কিম্বা—
পশিল অনলে.
ঘৃণাক্ষরে সে বারতা
এনেছ কি রাজার সমীপে?
ছলনার ভানে কতদিন আর

কাটাইবে কাল ?
ধর্ম্মের ভেরী বেজেছে এবার—
পাপীর প্রায়শ্চিত্ত করিতে বিধান ;—

কালাঞ্জয়—মহামূর্খ—পাপের উচিত দণ্ড গ্রহণ কর,—আমি কাউকে অব্যাহতি দেবনা বল্ বর্ব্বর—তোর এ গুরু অপরাধের শাস্তি কি ! জগতে এমন কি দণ্ড আছে—(চিন্তন) একজন গুরুতর অপরাধী যার পাপের সীমা নেই—যে রাজদ্রোহী—মিত্রদ্রোহী হাস্‌তে হাস্‌তে সকল পাতকের অনুষ্ঠান ক'রতে পারে তার শাস্তি কি দেবো—তা নিজেই ভেবে স্থির ক'রতে পার্‌ছিনি ! হুঁ—এইবার স্থির ক'রেছি—এই কে আছ—

[রক্ষীর প্রবেশ]

এই পাপাত্মাকে এই দণ্ডে দক্ষিণ মশানে নিয়ে যাও—যাও,—বিলম্ব ক'রনা তারপর—

(রক্ষিসহ প্রস্থানোদ্যত হইলে)

এই রক্ষি—ফিরে এস—প্রয়োজন নেই,—(কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তন) আরে—আরে ক্ষত্রকুল গ্লানি এখনও তুই আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান—আয় তবে নরপিশাচ আজ তোকে স্বহস্তে হত্যা ক'রে এই মহাজ্বালার নির্ব্বাণ করি ।

(শিরশ্ছেদন মানসে অসি উত্তোলন করিলে নিরঞ্জন আসিয়া অস্ত্র ধরিয়া ফেলিল)

নির। ক্ষান্ত হউন যুবরাজ! আর কেন মহাপাপীর নিধন সাধন ক'রে ও হস্ত কলুষিত করেন!

সত্য। বাধা দিওনা নিরঞ্জন হাত ছেড়ে দাও!

নির। প্রকৃতিস্থ হ'ন যুবরাজ! ক্রোধে অধীর হ'য়ে জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জ্জন দেবেন না, ভেবে দেখুন এইকি আপনার কর্ত্তব্য?

সত্য। কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য,—না নিরঞ্জন কিছুতেই তা হবেনা, কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে এই মহাপাপীকে পরিত্যাগ ক'রলে ঈশ্বর পর্য্যন্ত রুষ্ট হবেন, ছেড়ে দাও নিরঞ্জন,—আমি মুহূর্ত্তে ওই পাপরূপী কালাঞ্জয়কে ধরা বক্ষ হ'তে অপসারিত করি!

নির। সদয় হ'ন যুবরাজ, অধীনের অনুরোধ আজ এই বিপন্নের প্রাণদান করুন, এর বিনিময়ে আমি নিজ জীবন বিসর্জ্জন ক'রতে প্রস্তুত!

সত্য। স্মরণ আছেকি নিরঞ্জন এই পাপিষ্ঠ সেদিন তোমার উপর হত্যার খড়গ তুলে ধ'রেছিল!

নির। মাপ ক'রবেন যুবরাজ, আর গতকর্ম্মের অনুশোচনার আবশ্যক নেই!

কালা। আমি মার্জ্জনা চাইনা নিরঞ্জন, তোমার করুণা ভিক্ষা দেওয়া এই জীবন মুহূর্ত্তে নষ্ট করতে চাই।

(বালকবেশী মূরলার প্রবেশ)

ছিঃ! স্বামীন—ওঁর সঙ্গে এরূপ হীনজনোচিত সম্ভাষণ ক'রতে তোমার লজ্জা করেনা! উনি স্বর্গের দেবতা—

আর তুমি নরকের—যাঃ কি ব'ল্‌তে কি ব'ল্‌ছিলেম, এতে কি আর মাথার ঠিক থাকে! স্বামী যার স্বেচ্ছাচারের দাস—না না আর ব'ল্‌ব্ না, ক্ষমা করুন স্বামী—বড় ক্ষোভে দুঃখে চিত্তের এ চাঞ্চল্য ঘটেছে, আপনি আমার চিররাধ্য দেবতা—এসেছি পূজা দিতে—পূজা নিন—পূজা নিন ;—

কালা। কে মুরলা—

মুরলা! হাঁ নাথ আমি আপনার চরণ সেবিকা মুরলা, নাথ অধিনীর একান্ত অনুরোধ এ পথ পরিত্যাগ করুন, রাজ সমীপে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে ধর্ম্মের নিকট নিষ্পাপ হ'ন!

কালা। দূরহ—ঘৃণিতা আমি তোর মুখ দর্শন ক'র্‌তে চাইনা!

মুরলা। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ঈশ্বর—তুমি সাক্ষ্য—স্বামিন্—প্রভু আর কি ব'ল্‌ব আপনাকে ইচ্ছা ছিল যেমন ক'রে পারি আপনাকে এ পথ হ'তে ফিরিয়ে আন্‌ব কিন্তু সে আশায় বাজ্ পড়্‌ল। যাক্ সবই আমার ভাগ্য কিন্তু স্বামিন্ আপনার এ তেজ এ গর্ব্ব আর কতদিন থাকবে? জানেন নাকি স্বামিন মাথার উপর একজন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আছেন তাঁর কাছে আপনার এ ঔদ্ধত্যের সূক্ষ্ম মীমাংসা হয়ে যাবে! দর্পহারী তিনি নিজের দর্প নিজেই চূর্ণ ক'রেছিলেন তাই বল্‌ছি স্বামিন্ এখনও সময় আছে এখনও সাবধান হ'ন!

কালা। যাও তোমার ধর্ম্ম উপদেশে পদাঘাত করি (পদাঘাত)

মুরলা। স্বামি সন্নিধানে ছুটে এসেছিলেম আশা ছিল তাঁর সন্দর্শনে চিত্ত চাঞ্চল্য বিদূরিত হবে—প্রাণে শান্তি পাব! কিন্তু তার পরিবর্ত্তে একি ঘটল—যাক্ সবই আমার কর্ম্মফল! চল্লেম তবে স্বামিন্ যাবার সময় ব'লে যাই—অন্ততঃ আমি জীবিত থাক্‌তে আপনার দুরাশা পূর্ণ হবেনা আমি আপনার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। (রাজার প্রতি) ধর্ম্মাধিকরণে দাসীর প্রার্থনা এঁকে আপনি কিছুতেই পরিত্যাগ ক'রবেন না তাতে যদি আমার সিঁথির সিন্দুর অকালে মুছে যায় যাক্—তাতে ক্ষোভ নেই—দুঃখ নেই! (বেগে প্রস্থান)

সত্য। মহিমাময়ী নারী শত ধন্য তোমায়।এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, একমাত্র পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ! যাও নারী—এত নিষ্ঠুর নই আমি। কালাঞ্জয়, মহামূর্খ, এমন পতিব্রতা স্ত্রী নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পারলেনা!

কহ বন্ধু কহনিরঞ্জন
বাঞ্ছা কিবা তব ?

নির। শুধু জীবন ভিক্ষা তার
মাগি শ্রীচরণে ;

সত্য। বেদ সম গণি,
তোমার বচন,
দিলাম জীবন ভিক্ষা

দিলাম নিস্তার ;
আরে আরে—
কুল পাংশু
খুলে রাখি শিরোত্রাণ
রাখি তরবারি,
যাও দূরে—রাখ প্রাণ—
ক্ষত্র কুলাঙ্গার !
আর না আসিয়ো কভু
সম্মুখেতে মোর ;
যাও ভীরু রাজ্য ত্যজি
যথা ইচ্ছা তব !
(গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়াদিল)
এইবার কহ দেখি—
উন্মত্তা নারী,
কি দণ্ড বাঞ্ছনীয় তব ?

অলকা। জিজ্ঞাসার কিবা প্রয়োজন
অপরাধিনী হই যদি
বিচারে তোমার,
দেহ দণ্ড যেবা অভিরুচি !

সত্য। রক্ষিগণ !
নিয়ে যাও বন্দিগণে,
কল্য প্রাতে হইবে বিচার ;

নিরঞ্জন—বন্ধুবর—
লহ তরবারি,
আজ হতে সেনাপতি পদে,
বরিনু তোমায়!
যাও বীর—

[দূতের প্রবেশ]

দূত। যুবরাজ—পাঞ্চাল রাজ সসৈন্যে এসে নগর প্রান্তে ছাউনি ফেলেছে!

সত্য। এঁ্যা-বলকি দূত,—আচ্ছা বল্‌তে পার—সৈন্য সামন্তর সংখ্যা কত?

দূত। তা—বিশেষ ভাবে দাস অবগত নয়।

সত্য। আচ্ছা যাও দূত—তুমি বিদায় হতে পার!

(দূতের প্রস্থান)

নিরঞ্জন—কহ বন্ধু
কি হবে উপায়?

নির। নাহি ভয়,
এস ত্বরা,—
কাল ব্যাজে,
ঘটিবে বিপদ!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

(সম্বরণ এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রবেশ করিল)

সে বিদ্যুৎ বরণী হায়—
কোথা চ'লে গেল !
কোথা বা মিশিল,
সেই বামা কণ্ঠস্বর ;—
সে মধুর ঝঙ্কার ধ্বনি,
এখনও বাজিছে কাণে -
হায়—না পারি বুঝিতে কিছু,
প্রহেলিকাসম জ্ঞান হয় মোর !
সন্দেহে আকুল প্রাণ,
কেবা বলে কারণ ইহার ?
(সুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ)
ওই—ওই—সেই ভুবন ভুলান রূপ
হেরি যার মোহিণী মূরতী,
ব্যাকুল হইল হিয়া—
হ'ল সাধ পত্নী বলে—
করিতে গ্রহণ ;

তাই গেনু ছুটে—
সকাশেতে তার,
জানাইতে অন্তরের কথা !
কিন্তু সেই নিষ্ঠুরা কামিনী—
বারেকের তরে চাহিলনা ফিরি,
ঘৃণা ভ'রে চলি গেলা দূরে
উপেক্ষি আমায় !
(অদূরে রমণী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া)
ওই—ওই—সেই
সুন্দরী কামিনী।
দাঁড়াও—দাঁড়াও সুন্দরী—
(পশ্চাৎ ধাবন ও তপতী সহ পুনঃ প্রবেশ)
কহলো সুন্দরী—
কোথা তব ধাম,—
কাহার রমণী তুমি ?
কিহেতু বা ভ্রম তুমি
ভূধরে বিপিনে !
বল—বল মৃগেন্দ্রনয়নী
আত্ম পরিচয় তব !

তপতী। হে পথিক—
মম পরিচয়ে, বল—
কিবা প্রয়োজন ?

হেন নিভৃত স্থানে—
রমণীর সনে বাক্যালাপ
উচিত কি তব ?

সম্বরণ। সুন্দরী
হেরি তব অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি
মুগ্ধ মম মন,
তাই কাতরে মিনতি করি,
কহলো ভামিনী,—
সত্য পরিচয় তব ?
নতুবা পড়ি পদতলে
যাও তুমি চরণে দলিয়া ;

[পদতলে উপবেশন করিতে উদ্যত হইলে
তপতী দূরে সরিয়া]

তপতী। ওমা – কি লজ্জা—কি ঘৃণা—

সম্বরণ। ওগো সুন্দরী—
মরিয়াছি রূপের নেশায় !
দেবী কি বিদ্যাধরী
করিতে ছলনা,—
আসিয়াছ সম্মুখেতে মোর !
ছাড়গো ছলনা –
করুণা নয়নে চাহ,
কিঙ্করের প্রতি !

তপতী। 　　নহি আমি

অপ্সরা কিন্নরী—

কিম্বা স্বর্গ বিদ্যাধরী

পিতা মোর,—

দেব বিভাবসু

মাতা সাবিত্রী সুন্দরী

তপতী নামেতে হই পরিচিতা !

মতিমান—

তৃপ্ত কিগো এবে ?

ছাড় পথ—

যাই আমি ;

[যাইতে সমুদ্যত হইলে]

(মদন রতির অন্তরীক্ষ হইতে ফুলশর নিক্ষেপ)

সম্বরণ ! 　[বাধা দিয়া] 　যেওনা—যেওনা সুন্দরী—

তিষ্ঠ ক্ষণ তরে ;—

প্রেম ভিক্ষা দানে—

কেনলো কাতরা ?

কি হেতু বা যাও চলি—

চরণে ঠেলিয়া।

হায় পাষাণ প্রতিমা—

বুঝিলেনা

কত ব্যথা হৃদয়েতে মোর !

তপতী। প্রেমিক সুজন—
নহেত স্বাধিনা নারী
কি সাধ্য তাহার—
সমাজ শৃঙ্খল তার
গণ্ডীর মাঝে
রেখেছে বাঁধিয়া !
ইচ্ছার অনুকুলে
নাহি তার গতি
তাই সদা ফেরে নারী
মরমে মরিয়া !

সম্বরণ। ছিঁড়ে ফেল হেন—
সমাজ বন্ধন,
চূর্ণ কর অস্তিত্ব তাহার !
নাহি যার মীমাংসার
সূক্ষ্ম প্রনিধান
মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটন হেতু—
কভু যার গবেষণার
তিল মাত্র নাহিক শকতি,
যে নিয়মতন্ত্রে—
নাহি শৃঙ্খলার ধার
এ হেন বন্ধনে নারী—
কিবা আছে ভয় ?

নারী তুমি,—
নারীরূপে জন্মিলা ধরায়
দেখাইতে শক্তির মহিমা
শক্তিরূপে প্রকটিত তাই,
পুরুষ প্রকৃতি সনে !
তাই জিজ্ঞাসি তোমায়—
কহরে ললনা ?
কেবা ক'রে গতিরোধ তার !
এস নারী—ছুটে এস—
সেই লক্ষ্য পথে
ভেঙ্গে দিয়ে ভ্রান্তিময়—
অলীক ধারণা ;
ছিঁড়ে দিয়ে লৌকীকতা জাল,
মুক্ত কর আপনায় ;
মুক্ত বিহঙ্গিনী যথা—
ধেয়ে আসে,—
আকাশের গায় !

তপতী। পুরুষ রতন,—
অতি সত্য বলে মানি,
বচন তোমার,
কিন্তু দুর্ব্বলা রমণী আমি—
পথের দূর্ব্বার মত

শুধু চরণের ঘায়,
ভেঙ্গে গেছে অস্তিত্ব তাহার
পূর্ব্বের সে তেজ গর্ব্ব
নাহিক এখন,
ডুবে গেছে—
নৈরাশ্যের নিবিড় আঁধারে !
কে দেখাবে পথ ?
কেবা দেয় জ্বালি—
আলোকের কণা
তমোময় হৃদয় সাঁজে !

সম্বরণ। শুধু জ্ঞানের গরিমায়
জ্বলে আঁধারে আলোক।
চক্ষের সম্মুখে হের—
কত নিদর্শন তার ?
শুধু শিক্ষা বলে—
হয় অসাধ্য সাধন !
চাহ যদি সে রত্ন লভিতে
করিতে অর্জ্জন,—
এস তবে নারীর সমাজ
ঘোমটার আবরণ ত্যজি
শিক্ষা বর্ম্মে আবরিয়া দেহ
লহ ক'রে তুলি,

স্বতীক্ষ্ণ জ্ঞানের কৃপাণ—
নাশিতে অরাতিবৃন্দ !
হও আগুয়ান !
দেখুক ত্রিলোকবাসি,
কেমনেতে যুঝে তারা,—
জ্ঞান সমুদ্র করিয়া মন্থন—
উদ্ধারিতে পারে কিনা,
সুধার কলস,—
দৈত্যের কবল হ'তে !

তপতী। বিচিত্র নহেক কভু
এ ধারণা তোমার,
তবু দেখহ বিচারি,
বীর পুত্র প্রসবিনী,—
এই বসুন্ধরা !
মণি মুক্তা হীরা—
যার অঙ্গের ভূষণ,
তবে কেন কাঁদে সেইজন
অভাগিনী প্রায়—
কেন ক'রে আর্ত্তনাদ ?
বল কিসের অভাব তার,
যার তরে এত মনস্তাপ—
সহে নিশিদিন !

সম্বরণ। নারী তুমি—
বোঝ তাই
নারীর বেদন।
ধন্য নারী—শতধন্য তোমায়
ছলনায় ভুলাইয়ে
যেতে চাও আঁখির আড়ালে মোর!
এ তত্ত্ব আবিষ্কার তরে
আসে নাই কিঙ্কর তোমার
সুদূর হস্তিনা হ'তে!
আমি চাই ওই রূপ সুধা
করিবারে পান,—
আমি চাই পত্নী ব'লে—তোমায়
করিয়ে গ্রহণ,—
মিটাইব জীবনের সাধ!

পার্ব্বত্য পথ।

তপতী। ওহে পুরুষ রতন,
এত যদি বাসনা প্রবল,
লহ আজ্ঞা জনকের ঠাঁই,
অনুমতি পেলে তাঁর
বিকাইবে দাসী চরণ সরোজে তব!

(সম্বরণের উপর অন্তরীক্ষ হইতে মদন ও রতির ফুলশর নিক্ষেপ)

এঁ্যা—একি—
কেন এ চিত্ত চাঞ্চল্য
ঘটিল সহসা !
আবেশে অবশ তনু,
দাঁড়াতে না পারি আর !
এস কাছে এস—
ওগো মধুর ভাষিণী
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি
প্রাণ মন হোক সুশীতল।

(বাহু প্রসারণ করিয়া ধরিতে সমুদ্যত হইলে
তপতী দূরে সরিয়া গিয়া)

তপতী। ওমা যাব কোথা—

(বলিয়া প্রস্থান)

(রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল)

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। [স্বগতঃ] হে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম হে সর্ব্বজ্ঞ—তোমার এই সুগভীর লীলা রহস্যের আবর্ত্তনে পতিত হ'য়ে আমিও বিপদ জালে আচ্ছন্ন হ'য়েছি, বিপন্মুক্ত কর আমায়, শরণাপন্ন আমি আমার বল্‌তে যা কিছু তোমারই শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ ক'রেছি, পাপ পূণ্য নির্ব্বিচারে তোমারই কার্য্য করে চলেছি! আজ

আবার না জানি কোন কর্ম্ম সংসাধন হেতু আমায় এই পথে নিয়ে চ'লেছ। করণীয় কার্য্য সমূহ তোমার কাছে ত অজ্ঞাত নাই তবে দেখাও দেব—তোমার সেই অভিলিষিত পথ! (রাজাকে নীরিক্ষণ করিয়া) এ্যাঁ একি! ওঃ হরি, এইবার বুঝেছি তোমার উদ্দেশ্য! তোমার অভিপ্সীত বাসনাই পূর্ণ হ'ক। রাজা সম্বরণ সূর্য্য কন্যা তপতীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে দিশে হারা হয়ে পড়েছে। রাজা—রাজা—

সম্বরণ। (জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া) হায়—

কোথায় লুকাল পুনঃ
সেই মোহিনী মূরতী!
ওগো—সুন্দরী!
দহে তনু মদনের শরে,
এস ফিরে এস—
ওগো প্রাণময়ী
হ'য়োনা নিষ্ঠুরা
করনা বিমুখ মোরে.
কৃপা কণা দানে!

বশিষ্ঠ। (স্বগতঃ) তপতীর রূপের নেশায় তন্ময় হ'য়ে রাজা বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে!

(প্রকাশ্যে) আমায় চিন্তে পার সম্বরণ!

সম্বরণ।　একি স্বপ্ন !

কিম্বা ঘোর প্রহেলিকা

না পারি বুঝিতে কিছু

বিচিত্র ব্যাপার হেরি

সম্মুখেতে মোর !

মম অভীষ্ট দেবরূপে

কেবা তুমি মহাজন ?

কি হেতু বা করিছ ছলনা

কহ দেব !

কি কার্য্য সাধন তরে

হেথা আগমন !

বশিষ্ঠ।　বৎস !　নহে স্বপ্ন

সত্যই আমি সম্মুখেতে তব !

সম্বরণ !　আছে কি স্মরণ ?

সেই অতীতের ঘটনা,

মৃগয়ার ছলে আসি—

দুর্গম কান্তারে

নিরখি রূপসী বালা—

মতিভ্রম ঘটিল তোমার !

ছিঃ !　রাজন—

বিধেয় নহেক কভু

এ কর্ম্ম তোমার !

হেন ঘৃণ্য আচরণ
জঘন্য প্রবৃত্তির দেয় পরিচয়।
মতিমান—
অনিত্য কামনা করি পরিহার,
চল ফিরি,—
স্বরাজ্যেতে তব।
রাজ্য মধ্যে ঘটিয়াছে
ভীষণ বিপ্লব,—
মহামারী দুর্ভিক্ষের,—
করাল গ্রাসে
হ'য়ে নিপতিত
প্রজাগণ করে আর্ত্তনাদ ;
রাজন চাহ যদি আপন মঙ্গল
ফিরে চল—দেশে ;
স্থাপিতে শান্তি শ্রী,
বিধিমত করিগে উপায় !

সম্বরণ। গুরুদেব ! গুরুদেব !
ক্ষম অপরাধ মোর,
ত্রিকালজ্ঞ তুমি দেব ;
কেন তবে হেন ভাবান্তর আজি,
সে ছার রাজ্য হেতু !

বশিষ্ঠ। বুঝিয়াছি মন ভাব তব

চাহ তুমি—
তপতীর প্রেম
তবে তাই হ'ক বৎস !
কর আরাধনা
দেব দিনমণি।
তাঁরই আত্মজা হয়
তপতী সুন্দরী,
অবশ্য মমবরে,
পুরিবে কামনা তব
চলিলাম আমি
প্রয়োজন মত আসিব হেথায় !

সম্বরণ। গুরু আশীর্ব্বাদে,
তপতী সুন্দরী—
লভিব নিশ্চয় ;
যাই আমি,
মনোমত স্থান
করি নির্ব্বাচন
হবে আরাধিতে
দেব দিনকর।
জয় গুরু—জয় গুরু,—(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(মন্ত্রির অন্তঃপুর সংলগ্ন পুষ্প উদ্যান)

[গীত কণ্ঠে মানসীর প্রবেশ]

চেয়ে আশাপথ বসে আছি নাথ
তবু কেন দেখা দাওনা দাওনা।
নিরালয়ে থাকি তব ছবি আঁকি
অহঃ রহঃ ভাবি তোমার ভাবনা।
উছালিত রূপ নবীন যৌবন,
দিছি মন প্রাণ তোমারই চরণে,
আমি যে তোমার তুমি ত আমার
তবে কেন সখা চাহনা চাহনা।

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নির। মানসী—মানসী—
কার চিত্ত বিনোদন তরে,
তুলি স্থললিত তান,
আবেশে যেতেছ ভাসি!
কহলো ললনা—
হেন আত্মদান,
এত ভালবাসা
কিরূপে শিখিলে বল ;
একাধারে এতরূপ,—

এত প্রেম ;—
কার তরে রেখছ যতনে ?

মানসী। যিনি মোর প্রাণের দেবতা
যিনি মোর হৃদয় রতন
তাঁরই করে দিয়েছি তুলিয়ে
প্রেমের পশরা খানি।

নির। কোথা সেই ভাগ্যবান
কহ মধুর ভাষিণী ?

মানসী। যাঁর সনে করিতেছি বাক্যালাপ,
ছলনায় ভুলাইয়ে যিনি—
খেলে সদা লুকোচুরি খেলা,
তিনি ত মনচোর
এই যে সন্মুখেতে মোর।

[তাহার হাত দুখানি ফুলমালায় বন্ধন পূর্ব্বক]

বলি নিষ্ঠুর কপট
কেন এ রঙ্গ তব ?
জান নাকি প্রেমময়
প্রাণে প্রাণ হ'লে বিনিময়
কে রহে অন্তরে বল,
চাহে প্রাণ মন শুধু—
হৃদয়ে ধরিতে তারে।

নিরঞ্জন। স্থধাংশু বদনী—
সত্য মানি বচন তোমার
তাই—
আকাঙ্খা প্রাণের
লোক লজ্জা করি পরিহার
নিয়তই থাকি আমি
অঞ্চল ধরিয়ে তব !

মানসী। হৃদয় রঞ্জন !
এ জীবন যৌবন—
ঢেলেদিছি পায়,
তুমি মোর প্রাণের ঈশ্বর !
কেন তবে প্রিয়তম,—
মরমের কথা কেন,
ঢাকিছ সরমে !
আমার আমিত্ব মাঝে
তব ছায়া তব কায়া
তপন কিরণ রূপে হ'ক প্রতিভাত।

নিরঞ্জন। মানসী—মানসী—

মানসী। কেন হৃদয়েশ—?

[বলিতে ২ বিহ্বল হইয়া তাহার অঙ্গ জড়াইয়া ধরিল]

[বিপর্ণের প্রবেশ]

মানসী—মানসী—

নিভৃত উদ্যানে আসি,
কার সনে কর হেন সম্ভাষণ ?
কে সে তোমার—
ওঃ !　কাল নাগিনী !
এত সাধ ছিল মনে ?
দুগ্ধ দিয়ে কালভুজঙ্গিনী
পুষিনু যতনে,—
সময় পাইয়ে আজ,—
করিলি দংশন ?
ওঃ !　বিষধরি—
কি করিলি—কি করিলি—
ওঃ !　জ্বলে গেল অন্তর আমার !
কহ কাল নাগিনী—
এত যদি বাসনা প্রবল
অন্তরের কথা কেন
করনি প্রকাশ ?

[মানসী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোবদন হইল]

নিরুত্তর কেন ?
সরমে ঢাকিছ মুখ ?
তবে কোথাছিল এতদিন
সে লজ্জা ঘৃণা,
কহ দেখি লজ্জাবতী,

কন্যা আমার,—
হেন অবৈধ প্রণয়ে,
কেন এ আসক্তি জন্মিল তোমার ?
যার তরে মান অপমান
ত্যজি অবহেলে,
ডুবিলি কলঙ্কনীরে
শুধু দুরাকাঙ্খা
মিটাবার তরে ;
শোন তবে দুর্ভাগিনী—
সাধ ক'রে যবে—
করিয়াছ হলাহল পান
এবে তার—
ভুঞ্জ প্রতিফল।

[অসি নিষ্কোশিত করিয়া শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইলে
নিয়তি আসিয়া ভ্রকুটি নয়নে তাহার
দিকে চাহিতে লাগিল]

বিপর্ণ। এ্যাঁ-একি
কেবা এ রমণী ?
নিরখি এ দিব্য জ্যোতিঃ
হস্ত মোর হইল শিথিল !

নিয়তি। বিপর্ণ কি দেখ চাহিয়া ?
ত্যজ এ কল্পনা

কার সাধ্য—
করে প্রতিরোধ
নিয়তির এ গতি !
আমার আদেশ
নিয়ে যাও
প্রণয়ী যুগলে
গান্ধর্ব্য বিবাহ দাও
অদ্য নিশাযোগে ;— [নিয়তির প্রস্থান]

বিপর্ণ। নিয়তি—নিয়তি আদেশে,
দুহিতারে মোর,
হবে সমর্পিতে
নিরঞ্জন ক'রে।
বিধাতার লিপি—
না হয় খণ্ডন কভু !
তাঁর ইচ্ছা হ'ক সম্পূরণ ;
আমিত তাঁর ক্রীড়ানক শুধু !

মানসী—কন্যা আমার—বৃদ্ধ পিতার কথা শুনে অভিমানে চোখের জল ফেল্‌ছিস্ ! ছিঃ—মানসী—পিতার কথায় কি কাঁদতে আছে ? বিশেষতঃ—আমার এ বয়সে মতিভ্রম হ'বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যাক্— তার জন্য আর অনুশোচনা করিসনে, আমি পূর্ব্বে এতটা বুঝতে পারিনি মানসী ! সহসা দেবতার পবিত্র আশীষ

বাণী আজ আমার ভুল ভেঙ্গেদিয়ে জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়েছে। আয় মানসী আজ তোকে নূতন বাঁধনে বেঁধে দিয়ে দেবতার অভিলিষিত কাজ ক'রে যাই। নিরঞ্জন—মানসীর বাঞ্ছিত তুমি তাই তোমার হ'স্তে তাকে সমর্পণ ক'রে আজ আমি নিশ্চিন্ত, ধর বৎস এর শুভাশুভের ভার। কোথায় পুরমহিলাগণ—শীঘ্র এস নব বর বধুকে বরণ ক'রে নিয়ে যাও। (দ্রুতগতি প্রস্থান)

[পুষ্পমাল্য হস্তে বরণ থালা লইয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে করিতে পুর মহিলাগণের প্রবেশ এবং নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করিয়া তাহাদের প্রস্থান, ও সখিগণের প্রবেশ]

গীত

ওগো আজি শুভদিনে
গেঁথেছি যতনে মোহন মাল্য
পরাতে বঁধুর গলে।
ধর ধর বঁধু পরনা কণ্ঠে
এনেছি পরাতে পরাণ রতনে।
এস প্রীতির নাগর সুন্দর
তুমি প্রভাত গগনে দিবাকর,
এস রমণীয় এস কমনীয়
এস নব প্রভাতের রাঙ্গারবি
তুমি শূণ্য হৃদয় পূর্ণ কর
কণক কিরণ দানে। [সখিগণ সহ প্রস্থান]

[অরণ্যস্থিত কালী মন্দির শৃঙ্খলিত ছোট রাজকুমারকে লইয়া দস্যু গণের প্রবেশ। সম্মুখে যূপকাষ্ট স্থাপিত]

[গীত]

অরুণ। সখা আমার এই কি হইল শেষ।
ফুরাল কি আশা এ ভবের বাসা
(আজি) জীবন প্রভাতে হ'ল কি গো খেলা শেষ।
(আমার) কামনা বাসনা নিমিষে ফুরাল
অধরের হাসি অধরে মিলাল নাহি আশার লেশ।

আজ জীবনের শেষ দিন, আজ এখেলারও শেষ দিন। জন্ম নিলেই একদিন না একদিন মরতে হবে; মরণ অবশ্যম্ভাবী যখন,—তখন মৃত্যুর আহ্বানে সশঙ্কিত নই তবে দুঃখ এই যাবার সময় মাকে আমার শেষ দেখা দেখ্‌তে পেলেম না। ওগো প্রাণ সখা—ওগো জীবনাধিক বন্ধু, আজ মরণের তীরে দাঁড়িয়ে তোমায় অনুরোধ ক'রে ব'লে যাই—দুঃখিনী মাকে আমার দেখো এই আমার অন্তিমের শেষ ভিক্ষা।

[অরণ্যস্থিত কালী মন্দির সম্মুখে যূপকাষ্ঠ প্রোথিত।]

১ম দস্যু। চোপ্‌ রাও পাজী। বিড়্‌ বিড়্‌ ক'রে বকিস্‌নে এখন মরবার জন্য প্রস্তুত হ।

২য় দস্যু। নে—নে—ধর কাজ শেষ ক'রে ফেলি।

অরুণ। নির্দ্দয় হ'য়োনা দস্যু সর্দ্দার—তোমার পায়ে ধরে

মিনতি ক'রে বল্‌ছি আমায় আর একটু অবকাশ দাও।
আমি আমার জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ ক'রে নি।

[গীত]

কোথায় আছ প্রাণ বন্ধু।
তুমি হ'লে না ত সদয় ওহে নিরদয়
আজি কেঁদে কেঁদে হ'ল আঁখি অন্ধ
জীবন সন্ধ্যায় রহিলে কোথায়
এস-এস দীন বন্ধু।
শুনেছি হে কৃপাময়
তুমি কর তারে কোলে
সলিলে-অনলে,
যে ডাকে তোমায়
বলিয়ে করুণা সিন্ধু।
এ তব কিঙ্কর ভয়েতে কাতর
করুণা করিয়ে দিয়ে পদতরি
পার কর ভবসিন্ধু।

আর কোন আশা নেই—আকাঙ্খা নেই দস্যুসর্দ্দার—দাও মৃত্যু—

দঃ স। আয় আয়রে শিশু—
বধি তব প্রাণ,
দিব অর্ঘ্য—
মাতার চরণে!

মা আমার,
করাল বদনা কালী—
ভীমা ভয়ঙ্করী রূপে,
ওই হের,—
বিস্তারিয়া বদন ব্যাদন,—
যাচিতেছে শিশুর শোণিত।

অরুণ। কই—কোথা মাতা তব ?
এ যে মম বন্ধু সাজে,
বাঁকা মদন মোহন।
মানস কল্পিত—
মূৰ্ত্তি মনোহর,
ওই হের সম্মুখেতে মোর !
অতীব সুন্দর—
বন্ধু সদয় হ'য়েছ যদি,
কিঙ্করের প্রতি,—
কেন তবে প্রাণধন,
পাষাণ মূৰ্ত্তিতে হেরি !
ভাগ্য গুণে যদি পেনু দরশন,
কিন্তু—
ক্ষোভে দুঃখে—
প্রাণ কাঁদে মোর,
নিরখি ও পাষাণ মূরতি !

দঃ স। এ্যাঁ—একি দৃশ্য
নেহারি সহসা!
কোথায় লুকাল হায়
আরাধ্যা দেবী রূপিণী,
শ্যামা—
যিনি মোর জীবনের,
অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—
পূজি যাঁর রাতুল চরণ
সার্থক জনম মোর।
কিন্তু একি অঘটন,
ঘটিল সহসা!
সংশয় জাগিছে হৃদে,
কহরে বালক—
কোথা মাতা মোর?
কোথায় লুকাল সেই—
নীরদ বরণা শ্যামা!

অরুণ। দস্যু সর্দ্দার—
দৃষ্টি ভ্রম,
ঘটিল কি তব?
কোথা মাতা তব
ওই, দেখ—দেখ,
দেখ চেয়ে দস্যুসর্দ্দার—

বিপদ তারণ রূপে,
ধ্যানের মূরতি মোর !
দাঁড়াইয়ে বঙ্কিম ঠামে,
দিতেছে অভয় !

দঃ সর্দ্দার। তাই যদি হয়,
রে—অবোধ শিশো—
ওই তোর বিপদ তারণ,
কই দেখা তবে,—
সার্থকতা তার ?
এই দেখ উত্তোলিত খড়্গ মোর
করিবারে অবসান
জীবলীলা তোর।
কই কোথারে শিশো—
বিপদ বারণ তোর ?
জয় মা—শ্যামা—

[খড়্গ তুলিয়া বধাদ্যোত হইলে মন্দির অভ্যন্তর হইতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির আর্বিভাব ও আঘাত ব্যর্থ করণ]

শ্রীকৃষ্ণ। ভয়কি বন্ধু ভক্ত যে আমার প্রাণ, ছায়া যেমন কায়ার অনুগমন ক'রে আমিও তেম্নি ভক্তকে রক্ষা ক'রবার জন্য নিয়তই তার অনুসরণ ক'রে থাকি।

অরুণ। পীতবাস, এতদিন তবে কোথায় ছিলে ? এতক'রে তোমায় ডেকেছি কই—তবু ত তুমি সাড়া দাওনি !

শ্রীকৃষ্ণ। তখন আমি অনেক দূরে ছিলেম সখা তাই তোমার ডাক শুনতে পাইনি ; এখন চল সখা তোমায় মাতৃ সন্নিধানে নিয়ে যাই।

অরুণ। সখা—সখা—
বহু ভাগ্যে মিলিয়াছে
তব দরশন !
না ছাড়িব সঙ্গ তব
জীবনে মরণে রব,
দোঁহে এক প্রাণ !

শ্রীকৃষ্ণ। চিন্তা নাহি সখা !
ত্যজিব না সঙ্গ তব,
এস সাথে মোর।

দঃ সর্দ্দার। একি দৃশ্য দেখালি বালক—যা কোন দিন স্বপ্নেও ধারণা ক'র্‌তে পারিনি তা—আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রেছি ! বালক—বালক ; তুমি সামান্য বালক নও আমায় নিয়ে চল বালক, অহমিকার ভুল ভেঙ্গে দিয়েছ যদি—তবে তোমারই সহযাত্রী কর আমায়।

[প্রস্থান]

[কান্তার স্থিত বেদে পল্লী।
পাগলিনী বেশে সুপ্রভার প্রবেশ]

সুপ্রভা। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! ভিখারিণী—ভিখারিণী কিছুতেই তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে যাবনা। আমি তোমায়

অরুণের চেয়েও ভালবাসি কিনা—শুন ভিখারিণী—আমার অরুণের সঙ্গে তোর বে দেব চমৎকার মানাবে! মহারাজের আসবার অপেক্ষা মাত্র, হোঃ! হোঃ—হোঃ! পাগল ছেলে আমার সেই কোন সকাল বেরিয়েছে এতখানি বেলা হ'ল এখনও কিছু মুখে দেয়নি—(কিছুদূর অগ্রসর হইয়া) অরুণ—অরুণ—বড় দূরন্ত হ'য়ে পড়েছে রসো এবার তোমায় ভালক'রে শিক্ষাদেব—কে আছ—অরুণকে আমার ডেকে আনত! (কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া) কেউ নেই—আমার আদেশ পালন ক'র্‌তে কেউ নেই—যার ইঙ্গিতে শত শত দাস দাসী—হোঃ! হোঃ হোঃ—

(সুধীয়া দ্রুতপদে প্রবেশ করিল)

সুধীয়া। আয়—আয় রাণীমা আজ তোকে একটা নূতন জিনিষ দেখাবো—

[হস্ত ধারণ]

সুপ্রভা। ছাড়্—হাত ছেড়েদে বল্‌ছি, জানিস আমি কে (সজোরে হাত খুলিয়া লইল ও দৌড়িয়া প্রস্থান করিল।

সুধীয়া। [স্বগত:] এইবার রাণীমার, কর্ম্মবিড়ম্বনায় অবসান হ'য়ে এসেছে—তাই সেই কর্ম্মফলখণ্ডনকারী হরি আজ স্বয়ং সমুপস্থিত হ'য়েছেন! [প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনার প্রান্তর স্থিত পাঞ্চাল শিবির

[কালাঞ্জর ও বীরসিংহের প্রবেশ]

বীর। বল কি সেনাপতি এত রূপ ?

কলা। যথার্থ সখা এর এক বর্ণও মিথ্যা বা অলঙ্কৃত নয়।

বীর। তাহ'লে সখা,—কি উপায় ক'রে তাকে হস্তগত করা যায় ?

কালা। বহু পূর্ব্বে তার আবিষ্কার হ'য়েছে বন্ধু—তুমি শুধু মত দিলেই হয়—

বীর। হাঃ—হাঃ হাঃ। আমার মতের কথা আবার জিজ্ঞাস্য কেন বন্ধু—এখন এস মনটাকে একটু খাঁটি ক'রেনি ! কে আছ—

[তাহার ইঙ্গিতে নর্ত্তকী গণের প্রবেশ।
ও একজনের মদ্য ঢালিয়া দেওন]

গীত

কিবা জ্যোছনা কিরণে হাসিছে যামিনী
আকুলা কামিনী একেলা শয়নে রহিয়ে।
মধুর মলয়া হানে ফুল বাণ,

আবশে বিভোরা প্রেমে মাতোয়ারা
ডাকিছে বিরহি এস নাথ এস বলিয়ে।

বীর। [জড়িতস্বরে] নাও সখা—আর এক পাত্র ধর, শুষ্ক প্রাণটা সরস ক'রে নাও! সুন্দরীগণ আর একটা বেশ তেড়ে ফুড়ে ধরত!

গীত

আজি হৃদয় কুঞ্জে রচেছি শয়ন
এস এস প্রাণ বঁধুয়া।
আদর যতনে পরাণ রতনে
সতত তুষিব আপন ভুলিয়া
কভু হৃদয়ে ধরিব বদন চুমিব
সোহাগে মাতিব প্রেমের পরাগ মাখিয়া।

[একজন সৈনিকের প্রবেশ]

সনিক। [অভিবাদন পূর্ব্বক]

বীর। কে তুমি?

সৈনিক। আজ্ঞাবাহী ভৃত্য।

বীর। এতরাত্রে কি প্রয়োজন?

সৈনিক। পাঞ্চাল অধিপতি আপনাকে স্মরণ করেছেন!

বীর। আচ্ছা বিদায় হ'তে পার তুমি!

[সৈনিকের অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান]

রাজা—নিতান্ত অপদার্থ, তা নাহ'লে এমন জমাট বাঁধা ফুর্ত্তিটা নষ্ট করবে কেন, তাইত বন্ধু,—হঠাৎ মহারাজের

চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল কেন, অথবা—এ নৈশ-আক্রমণের উদ্দেশ্য কি ?

কালা। চিন্তা ক'রণা বন্ধু—মহারাজের এ অতি উত্তম প্রস্তাব !

বীর। তাহ'লে তোমারও অভিমত তাই—নয় বন্ধু !

কালা। নিশ্চয় সে কথা আর জিজ্ঞাস্য বাহুল্য !

বীর। আচ্ছা বন্ধু, তুমি এখন এস—কিন্তু দেখো যেন অঙ্গীকৃত বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

কালা। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বন্ধু,—ফলেন পরিচিয়তে।

বীর। উত্তম তবে এস, আমি প্রস্তুত হইগে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজলক্ষ্মীর মন্দির।

[কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক সহ নিরঞ্জন প্রবেশ করিল]

গীত

মঙ্গল কর মঙ্গলময়ী
মঙ্গল আশীষ দানে।
মোরা যত সব অবোধ সন্তান,
ভজন জানিনা পূজন জানিনা—
কি দিয়ে পূজিব কেমনে সেবিব,
নাহি কিছু আর নয়ন আষাঢ় বিনে।
বাহুতে দাওমা শকতী নাশিতে দুর্ম্মদ অরাতি

ওগো শবাসনা বিতরি করুণা
রেখো রেখো তব চরণে।

নিরঞ্জন। ভেবে দেখ বন্ধুগণ—ক্ষণভরে জীবন, মৃত্যু অবশ্য-স্তাবী যদি মরতেই হয়, তাহ'লে মর্‌বার পূর্ব্বে এমন একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে হবে যা ভারতের ইতিহাসে একদিন স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হ'য়ে থাকবে! তা কি পার্‌বেনা বন্ধুগণ, পারতেই হবে তোমাদের, ক্ষত্রিয় তোমরা ক্ষত্রিয়ের মেদ মজ্জায় ও দেহ গঠিত প্রাণ তোমাদের খেলনার জিনিষ ইচ্ছামত তার সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে পার! এস ত ভাই সব—গর্ব্বোন্নত বক্ষে অরাতি বিমর্দ্দনে ছুটে যাই। শত্রু দুয়ারে—দেখিয়ে দাও তাদের ক্ষত্রিয়ের ভুজবীর্য্য দেখিয়ে দাও ক্ষত্রিয়ের খরধার কৃপাণ,—দেখে যাক্‌ তারা এ জাতির কোদণ্ড-টঙ্কার যার অমিত প্রভাবে বসুন্ধরা প্রকম্পিতা হয়ে উঠে—শত্রু হৃদয় আতঙ্কে শিউরে উঠে। প্রকাশ কর ভাই সেই অমিত বিক্রম—বল প্রয়োজন হ'লে দেশের জন্য রাজার জন্য এ প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌ব!

সকলে। প্রয়োজন হ'লে দেশের জন্য—রাজার জন্য এ প্রাণ উৎসর্গ কর্‌ব!

নির। ওই শোন বন্ধুগণ—বিপক্ষের তোপধ্বনি। ওই—ওই—আবার কামান গর্জ্জে উঠল, এস পশ্চাতে আমার—

[গমন উদ্যত হইলে মানসী আসিয়া তাহার পথরোধ
করিয়া দাঁড়াইল।
নিরঞ্জন ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

মানসী। কোথায় চলেছ নাথ ?

নীর। কে—মানসী—তুমি—আবার এ অসময়ে কেন মানসী ?

মানসী। কোন একটা কারণে মস্তিষ্ক ঠিক রাখতে না পেরে তোমার নিকট ছুটে এলাম, বল নাথ—কোথায় চলেছ ?

নিরঞ্জন। চ'লেছি জীবন যুদ্ধে !

মানসী। কখন ফির্‌বে ?

নিরঞ্জন। তা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব মানসী হয়ত এই আমার জীবন নাটকের শেষ অভিনয় !

মানসী। তবে আমাকেও সঙ্গে নাও !

নির। অসম্ভব—তা হবেনা মানসী ফিরে যাও গৃহে তোমার !

মানসী। কেন প্রিয়তম আমিও যে ক্ষত্রীয়া রমণী—

নির। না জানি—তথাপি তোমায় নিষেধ কর্‌ছি, স্বামীর আদেশ যাও,— [প্রস্থান]

মানসী। সঙ্গ কর্‌লেনা যখন যাও তবে স্বামিন্—রণজয় ক'রে ফিরে এস—দাসী স্বহস্তে তোমায় জয়মাল্য ভূষিত ক'রে ক্লান্তি দূর ক'রে দেবে। মা—বিপদ হারিণী দুর্গে—স্বামীকে আমার রক্ষা ক'রো !

[দ্রুতগতি প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

[পল্লী ললনাগণের প্রবেশ]

গীত

হায়—হায় কি হ'লগো কোথা যাবগো শত্রু এসেছে।
রাজা বিনে হায় সোনার রাজ্য শশ্মান হয়েছে।
রাজ্যজুড়ে লাগল আগুন আর কি মোদের রক্ষা আছে,
এবার ঘরকন্না রয়না বুঝি কপাল ভেঙ্গেছে।
ও দিদিলো কি হবে লো ভেবে ভেবে পেটে ব্যথা ধরেছে।

[গীতান্তে সকলে দণ্ডায়মান ইতঃবসরে পুরোহিত মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপনীত হইল]

(প্রবেশ পথ হইতে) বলি তোমরা কেহে বাপু বদরসিকের দল—অমন ক'রে পথ আগ্‌লে কেন বলত? (নিকটস্থ হইয়া জিহ্বাকর্ত্তন পূর্ব্বক) ওঃ—থুড়ি, দূর-ছাই তা কেন পুরুষ না হয় তোমরা পুরুষী, তা পুরুষী মহাশয়ীরা এখানে কেন রাস্তা ছাড়ন্তিং—নতুবা মরন্তীং!

রমণীগণ। তা ভট্টাচার্য্যি মশায় শ্লোক ত খুব আওড়েছেন কিন্তু যাবেন কোথায়?

পুরোহিত। তা আর জাননা—ওই শুনতে পাচ্ছনা, কিসের হুড়ুম দাড়ুম শব্দ—এখুনি ঘরদোর সব জ্বলে পুড়ে—ছারখার হ'য়ে যাবে তাই সকাল সকাল রাস্তা দেখছি! রাস্তা ছাড়ন্তিং নতুবা মরন্তীং—

১ রমণী। তা ভট্টাচায্যি মহাশয়ের এত প্রাণের মায়া কেন—একদিন ত মরতেই হবে ?

২ রমণী। শুন্‌লুম ভট্টাচায্যি মহাশয় নাকি বিপত্নীক হয়েছেন ?

পুরোহিত। (সক্রোধে রক্তচক্ষু করিয়া) কি এতদূর স্পর্দ্ধা—আমার সঙ্গে রসিকতাং তবে রে বাণ পাঁচমুখী কুক্কুট নয়না—

রমণীগণ সকলে। আহা-হা ভট্টাচায্যি মহাশয় শিখাগুচ্ছ ত বেশ রেখেছেন। (সকলে মিলিয়া ঠানাটানি)

পুরোহিত। আরে ছাড়্—ছাড় ! উঁঃ—হুঁঃ—হুঁ—বড্ড লাগে যে—

রমণীগণ। (সকলে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল কেহ কিল কেহ চপেটাঘাত করিতে করিতে তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল)

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থল।

(অদূরে ঘন ঘন তোপধ্বনি ও সৈন্যগণের কোলাহল গর্জ্জন)

[সেনাপতি বীরসিং ও পাঞ্চালসৈন্যগণের প্রবেশ]

বীর। সামান্য একটা বালক আমাদের ছেড়ে পলায়ন ক'রেছে ব'লে—ভীত হ'য়োনা বীরগণ, আমি তোমাদের প্রভু—আমার আদেশ,—বল উচ্চকণ্ঠে বল—জয় পাঞ্চালাধিপতির জয় !

সৈন্যগণ। (সকলে) জয় পাঞ্চালাধিপতির জয়।

বীর। ওই শুন সৈন্যগণ বিপক্ষ সৈন্যের কোলাহল ধ্বনি—
আক্রমণ কর—আক্রমণ কর !

[দ্রুতপদে কালাঞ্জয়ের প্রবেশ]

কালা। এই পথে—এই পথে এস বীরগণ আমি তোমাদের
পথের বাধা সরিয়ে দেবো, খুব সাবধান বন্ধু—এস আমার
পশ্চাতে— [বিদ্যুৎ গতিতে প্রস্থান]

বীর। বল সৈন্যগণ পাঞ্চালাধিপতি পৃষথের জয়।

সৈন্যগণ। (তথাকথিত)

[নীরঞ্জনের স্বসৈন্যে প্রবেশ]

নীর। ওই শোন সৈন্যগণ,—
অদূরে কালের ভেরী—
উঠিল বাজিয়া।
বিশ্ববক্ষ নিনাদিত করি—
বিঘোষিত ক'রে ওই
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন তরে।
তবে আর কেন, বীরগণ—
দাও ঝাঁপ সমর অনলে ;—

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ স্বম্বরণের জয় !

পাঞ্চাল সৈন্যগণ। জয় পাঞ্চাল অধিপতি পৃষথের জয় !

উভয়পক্ষের আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও
পুনঃ প্রবেশ]

কালাঞ্জয়ের ইঙ্গিতে সৈন্যগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া
অন্যপথে ধাবিত হইল।

নীর। হায়—হায়,
একি হ'ল,—
বাহিনী মোদের
কোন পথে হ'তেছে চালিত ?
না হেরি শোভনচাঁদে
বোধ হয়,
আছে কিছু রহস্য গোপন !

(নেপথ্যে জয়োল্লাস ধ্বনি করিতে করিতে পাঞ্চাল সৈন্যগণের
প্রবেশ ও নিরঞ্জনকে আক্রমণ এবং যুদ্ধ)

[শ্বেতপতাকা হস্তে মন্ত্রির প্রবেশ]

বিপর্ণ। যুদ্ধ স্থগিত হ'ক !

[কালাঞ্জয়ের পুনঃ প্রবেশ]

কালা। কিছুতেই তা হবেনা বৃদ্ধ, বৃথা চেষ্টা তোমার ! বিরাম দিওনা সেনাপতি চলুক যুদ্ধ !

সুবীর। এইবার বুঝতে পারছ নবীন সেনাপতি তোমার জীবন আর কতক্ষণ !

নীর। জীবনের ভয় কাকে দেখাও সেনাপতি, তুই নিজে সাবধান !

সুবীর। বটে,—এখনও এত তেজ মর তবে হতভাগ্য !

(উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল ইতঃবসরে মন্ত্রি ও সত্যজিতের প্রবেশ ও যুদ্ধ)

নীর। বড় ভুল ক'রে ফেলেছি যুবরাজ,—বিশ্বাসঘাতক কালঞ্জয়ের আদেশে সৈন্যগণ পলায়ন ক'রেছে।

সত্যজিৎ। যাক্ তার জন্য বৃথা এ অনুশোচনা, এস সকলে মিলে আজ রণাঙ্গনে শয়ন করি।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

(পাঞ্চাল সৈন্যগণের জয়োল্লাস ধ্বনি করণ, সত্যজিৎ মন্ত্রী ও নিরঞ্জনকে বন্দী করিয়া কয়েক জন সৈনিকের সহ কালাঞ্জয় ও সুবীরসিংহের প্রবেশ)

সুবীর। আমাদের কার্য্য শেষ বন্ধু,—এখন তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর !

কালা। অবশ্য,—তার যথারীতি সুব্যবস্থা করবো—এখন এস বিশ্রামাগারে যাই। রক্ষিগণ ! বন্দীগণকে কারাগৃহে নিয়ে যাও, সময়ে এর বিহিত করা হবে।

[সকলের প্রস্থান]

রণ-স্থলের অপর পার্শ্ব।

(অলকা ও মানসীর প্রবেশ]

মানসী। এ কোথায় আনলে মা, এ যে রণস্থল—এখানে আমার স্বামী কোথায় ? বল মা—নয় তো মনটা কেমন ক'রছে !

অলকা। ভয় কি মানসী তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমার স্বামীকে নিয়ে আস্‌ছি—

(কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনঃরপি প্রত্যাবৃত্তা হইয়া বলিল)

দেখ মানসী ছুরিখানা একবার দাওত, একেলা যেতে মন্‌টা যেন ছম্ ছম্ করছে ! [ছুরীকা লইয়া প্রস্থান]

মানসী। যুদ্ধত শেষ হয়েছে সেই সঙ্গে যে স্বামী আমার বন্দীর সাজে সজ্জিত হয়েছেন তাতে আর তিল মাত্র সন্দেহ নেই, তবে কিরূপে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ! বড়ই চিন্তার বিষয়, না জানি অভাগিনীর অদৃষ্টে কি আছে, কেন অগ্রপশ্চাত চিন্তা না ক'রে এই ঘোরা তিমিরাবৃত রজনীতে পুরীর বাহিরে এলাম, এর কথায় এতটা বিশ্বাস স্থাপন করা ভাল হয় নাই। চিন্তা নিমগ্না)

[কালাঞ্জয় ও সুবীর সিংহের প্রবেশ]

কালা। এই যে মানসী, তোমার আশাপথ চেয়ে আছি— এস সুন্দরী !

মানসী। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ এযে পাপিষ্ঠ কালাঞ্জয়ের সম্মুখে এ'সে পড়েছি, তাইত এখন উপায় কি করি— পাপিষ্ঠা অলকা কৌশলে আমার আত্মরক্ষা করবার একমাত্র সম্বল তাও অপহরণ ক'রে নিয়ে গেল ! মা শিবসিমন্তিনী হৃদয়ে বল দাও মা।

কালা। নীরবে কেন সুন্দরী হেসে কথা কও—দেখ—বন্ধু আমার তোমার রূপে বিমুগ্ধ হ'য়ে তোমার শরণ নিয়েছে তুমি তার প্রতি একটু প্রসন্না হও !

মানসী। (ক্রোধে অধীর হইয়া) সেনাপতি কালাঞ্জয়—এসব কি শুন্‌ছি ?

কালা। যা শুন্‌ছ তা অতিসত্য বল সুন্দরী আমার কথায় সম্মত ?

মানসী। সাবধান নরাধম ! এম্নি কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত তুমি যে,—যার অনুগ্রহে প্রতিপালিত হ'য়ে এ দেহ বর্দ্ধিত ক'রেছ যাঁর দয়ায় তুমি আজ সেনাপতি পদে সমাসীন তাঁরই তনয়ার উপর একি অত্যাচার, সেনাপতি এখনও কি তোমার আশা পূর্ণ হয়নি—আর কেন—যথেষ্ট হয়েছে !

কালা। শুন মানসী, পূর্ব্বের কথা ভুলে যাও এখন তোমার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝে—বাক্যালাপ কর ! যদি আমার প্রস্তাবে সেচ্ছায় রাজী না হও তাহ'লে ভবিষ্যৎ তোমার অতি ভয়াবহ !

সুবীর। সুন্দরী ! সুন্দরী ! কেন আর ছলনা ক'র্‌ছ এসেছ যদি রূপের ডালি নিয়ে তবে আর কেন, প্রণয়ীর আকিঞ্চন মিটাও ! (ধরিতে সমুদ্যত)

মানসী। (দুই চারিপদ পিছু হাঁটিয়া গিয়া) সাবধান কামান্ধ কুক্কুর—নতুবা তার উপযুক্ত দণ্ডভোগ ক'র্‌তে হবে।

কালা। কাকে ভয় দেখাচ্ছ মানসী—এ'ত অন্য কেউ নয়, এখনও বোঝ মানসী—যদি সেচ্ছায় রাজী না হও তাহ'লে তোমায় ব'লে বাধ্য ক'রব।

মানসী। শুন দুর্ব্বৃত্ত কিছুতেই তোর দুরাশা পূর্ণ হবেনা দেবভোগ্য পারিজাত কখনও দানবের কণ্ঠে শোভা পায়না। শোন পাপিষ্ঠ, ক্ষত্রিয়া রমণী আমি, তোর ঘৃণিত প্রস্তাবে পদাঘাত করি! (পদাঘাত করণ)

কালা। বটে—এত তেজ - পাপিয়সী আয় তবে—

(কেশে ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিল)

মানসী। (যুক্ত করে) মা সতীকুল রাণী কোথায় তুমি— দুরাত্মার হাতে বুঝি আর নিস্তার নেই!

কালা। (পুনঃ পুনঃ কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক) বল্ মানসী স্বীকৃতা—

মানসী। যতক্ষণ দেহে প্রাণবায়ু থাকবে ততক্ষণ স্বীকৃতা হবনা, ওগো কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর! দুর্ব্বৃত্তের ক'রে মান সম্ভ্রব সব যেতে বসেছে—

[নিষ্কোশিত অসিহস্তে মূরলার প্রবেশ]

মূরলা। হায় স্বামিন্ একি করছ, পরিত্যাগ কর স্বামিন্ সতী রাণীর কেশগুচ্ছ! নয়তো এক্ষুনি আকাশখানা ভেঙ্গে পড়বে, জাননাকি স্বামিন্—সতীর অপমান মা সতীরাণী কখনও নীরবে সহ্য ক'রেনা। একমুহূর্ত্ত আর বিলম্ব ক'রনা স্বামিন্ চেয়ে দেখ—ওই—ইন্দ্রের

বজ্র বরুণের পাশ, শিবের ত্রিশূল যমের দণ্ড নিয়ে ওই মহাশক্তি ধেয়ে আস্‌ছে এক্ষুনি তোমার দেহের অস্থিগুলো পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। এখনও যদি মঙ্গল চাও মানসীর পদতলে লুটিয়ে প'ড়ে কৃত-কর্ম্মের প্রায়ঃশ্চিত্ত কর !

সুবীর। সেনাপতি কালাঞ্জয় একি শুন্‌ছি—

কালা। ওঁর কথায় কর্ণপাত কর্‌না বন্ধু—চল একে নিয়ে শিবিরে যেতে হবে !

মুরলা। কিছুতেই তা হবেনা স্বামিন্‌, অন্ততঃ আমি জীবিত থাক্‌তে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হ'তে দেবনা। এস যুদ্ধ কর !

(সুবীরসিংহ তাহাকে বাহু প্রসারণ করিয়া ধরিতে উদ্যত হইল)

(মানসীর চীৎকার শব্দ করণ)

মা—মা—রক্ষা কর মা !

[সুধীয়া খড়্গ হস্তে প্রবেশ করিল তাহাকে দর্শন করিয়া সুবীরসিংহ মানসীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল, কালাঞ্জয় ভয়ে বিমূঢ় হইয়া কাঁপিতে লাগিল।)

সুধীয়া। সাবধান নারকী ! (মানসীর প্রতি) ভয় কি মা সতি সাধ্বী, সীতার নয়ন জলে রক্ষ বংশটা যে সমূলে ধ্বংস হ'য়ে গেছে সে কথাটা ভুলে যাস্‌ কেন ?

মানসী। মা—মা—নিতান্তই দুর্ভাগিনী আমি, তনয়ার প্রণাম গ্রহণ কর মা! (প্রণতঃ হইল)

সুধীয়া। চুপ্ কর্ কাঁদিসনে, আবার স্বামীকে তোর ফিরে পাবি, আবার তুই স্বামিসোহাগিনী হবি।

[প্রস্থান]

মূরলা। ক্ষমা চাও স্বামিন্! এস দুজনে মানসীর চরণে ধরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি,—বল বোনটি আমার স্বামিকে আমায় ক্ষমা কর্‌লে?

মানসী। মূরলা ভগিনী আমার ছিঃ—পায়ে ধরতে আছে কি? ওঠ্—বোন তুই যে আমার সতীত্ব বাজায় রেখেছিস! সুতরাং তোর স্বামির উপর আর কি কোন বিদ্বেষ থাক্‌তে পারে! ওঠ ওঠ কালাঞ্জয়। যাও আমি তোমায় বহুক্ষণ ক্ষমা ক'রেছি! মূরলা—এতদিন কোথায় ছিলি বোন—আজ আমি সর্ব্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারিণী সেজেছি!

মুরলা। স্থিরহ বোন কাঁদিসনে, দেবী অম্বিকের বরে আবার তোর সুখসৌভাগ্য ফিরে আসবে! শোন ভগিনী—আর ভয়নেই দুর্দ্দিন কেটে গেছে এখন চল্ তোকে এক নূতন স্থানে নিয়ে যাই পরে তোমার স্বামির উদ্ধারের উপায় কর্‌ব!

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

পর্ব্বতস্থিত যজ্ঞস্থল

(পট্টবস্ত্র পরিহিত ঊর্দ্ধহস্তে ধ্যানমগ্ন সম্বরণ সম্মুখে
যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত)

[সূর্য্যের প্রবেশ]

সূর্য্য। বরং বৃণু বৎস্—বরং বৃণু !

সম্বরণ। কহ দেব কেবা তুমি
দেহ তব আত্মপরিচয়,
হও যদি মম—
আরাধ্য দেবতা,
তবে ত যাচিব দেব,
প্রার্থনা আমার !

সূর্য্য। আমি আদিত্য দেব
সম্মুখেতে তব,
কহ বৎস্—
কিবা বর বাঞ্ছনীয় তব ?

সম্বরণ। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতী পূর্ব্বক)
হও যদি দেব মরীচিমালী
দেহ দান—
আত্মজতব,
অন্য বরে নাহি প্রয়োজন !

সূর্য্য। তথাস্তু ! কোথায় তপতী—

এস ত্বরা—

তব যোগ্যবর

এতদিনে মিলায়েছে ধাতা !

(তপতী অপ্সরা বেষ্টিত হইয়া সূর্য্যের নিকট
উপনীত হইলেন)

সূর্য্য। (তপতীর হস্ত ধরিয়া)

লহ বৎস,—

ধর এই আত্মজার ভার !

(সম্বরণের হস্তে প্রদান করিয়া প্রস্থান)

অপ্সরা গণের গীত

এস ফুল্ল নাগর রসের সাগর

আজি খেলব খেলা তোমার সনে।

বঁধু ফুলবনে নিরজনে,

মাতিব হরষে প্রেমেরই আবেশে

ঢলিয়া পড়িব গায়,

করি হৃদিবিনিময় গোপনে।

এস প্রেমিকসুন্দর দিয়ে অধরে অধর

ঢালিব অমিয় সুধা মধুর আননে।

[গীত সমাপনান্তে বশিষ্ঠের প্রবেশ]

বশিষ্ঠ। সম্বরণ ! তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হ'য়েছে—তবে আর কেন বৎস—আমোদ উল্লাসে অমূল্য সময় বিনষ্ট ক'রছ,

এখন চল তোমার রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করি।

সম্বরণ। গুরুদেব—গুরুদেব! (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতি করিল)

দেহ পদধূলি
আশীর্ব্বাদে তোমার
পূর্ণ মনোরথ মোর ;—

তপতী ইনি আমার অভীষ্ট দেবতা—মহর্ষি বশিষ্ঠ এঁর নাম, এঁকে প্রণাম কর।

তপতী। (সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইল)

বশিষ্ঠ। সধবা ভব! সম্বরণ—আর বৃথা কালক্ষেপ ক'রে প্রয়োজন নেই চল এই মুহূর্ত্তে যাত্রা করি।

সম্বরণ। তাই চলুন গুরুদেব, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য! চল তপতী—চল সঙ্গিনীগণ তোমাদের নিয়ে রাজধানীতে গমন করি!

বশিষ্ঠ। (যাইতে যাইতে শোন্ সম্বরণ? কালঞ্জয় বিদ্রোহী হ'য়েছে জেনে আমি পূর্ব্বহ'তে কতকগুলি ভীল সৈন্য প্রস্তুত ক'রে রেখেছি চ'ল তাদের সঙ্গে নিতে হবে।

সম্বরণ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

হস্তিনা পুরী

রাজসভা

[মোহনচাঁদ, কালাঞ্জয়, শোভনচাঁদ, এবং অলকা সহ একজন নগর রক্ষীর প্রবেশ]

মোহন। সেনাপতি কালাঞ্জয়! পাঞ্চাল অধিপতি পৃষথের কোনরূপ অমর্য্যাদা ঘটেনিত।

কালা। না কুমার তিনি আমাদের সৌহার্দ্দের বিনিময়ে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছেন!

মোহন। সিংহাসন সম্বন্ধে, আর ত কোন দাবী দাওয়া ক'রবেন না?

কালা। যখন তাঁকে তার প্রাপ্য কর দেওয়া হ'ল তখন এ বিষয়ে তিনি আর দৃকপাত করবেন কেন?

মোহন। যাক্ সে বিষয়ে তাহলে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এখন বন্দীগণকে নিয়ে আসতে বল!

কালা। [রক্ষির প্রতি ইঙ্গিত করিলে রক্ষী প্রস্থান করিল]

মোহন। সেনাপতি আমার আদেশানুসারে—রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করবার—ব্যবস্থা হয়েছেত?

শোভন। আজ্ঞে হাঁ—সে আদেশ বহুপূর্ব্বে পালিত হ'য়েছে!

[বন্দীগণ সহ রক্ষীর প্রবেশ]

মোহন। উত্তম! তাহ'লে—এইবার বন্দীদের শাস্তি দিতে হবে নয় সেনাপতি!

অলকা। মনে থাকে যেন পুত্র—পরম শত্রু,—শত্রুকে একেবারে শেষ কর্‌তে হবে।

মোহন। সে কথা তোমায় ব'লে জানাতে হবেনা, সত্যজিৎ—একদিন বড় আস্ফালনে—আমায় শাস্তি দিতে চেষ্টা ক'রেছিলেনা,—আজ কোথায় তোমার সে দম্ভ। এখন বুঝতে পার্‌ছ সত্যজিৎ কি জন্য তোমায় আনা হয়েছে?

সত্য। মোহনচাঁদ—ভাই তুমি বিজেতা—আমি পরাজিত আজ তুমি আমাপেক্ষা বহু উচ্চে, জয়লক্ষ্মী যখন তোমাকেই বরণ ক'রেছেন তখন তুমিই রাজ্যেশ্বর, সুতরাং আর কেন ভাই, দাও দণ্ড, মাথা পেতে নেবো।

অলকা। বাক্‌ বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই কুমার কার্য্য শেষ ক'রে ফেল কুমার।

সত্য। তাই কর জননী আমায় হত্যা ক'রে সিংহাসন নিষ্কণ্টক করে নাও!

নির। ভগবন্‌ একি তোমার পরীক্ষা প্রভু!

অলকা। বিলম্ব ক'রনা কুমার, হত্যার খড়গ তুলে ধর!

নির। কুমার—কুমার একটা অনুরোধ,—আগে আমায় হত্যা কর আমি সমধিক দায়ী—

মোহন। (পদাঘাত করতঃ) সরে যা পাপিষ্ঠ—আমি কাউকে অব্যাহতি দেবনা !

(সত্যজিতকে বধ করিবার জন্য খড়গ উত্তোলন করিলে মূরলা ও মানসী আসিয়া বাধা দিয়া বলিল)

উভয়ে। আগে আমাদের হত্যা কর কুমার পরে—তোমার মনে যা আছে ক'রো—

অলকা। ভয় নেই কুমার একে একে কার্য্য শেষ কর (পুনঃ-রপি খড়গ উত্তোলন করিলে সম্বরণ ভীলসৈন্য সহ বিদ্যুৎ-গতিতে আসিয়া খড়গ কাড়িয়া লইলেন)

সম্বরণ। জয় গুরো—জয় গুরো !

সকলে। জয় রাজলক্ষ্মীর জয় !

সম্বরণ। বল নরপিশাচ—কোন অধিকারবশে রাজকুমারের জীবন বধে সমুদ্যত বল দুর্ব্বৃত্ত—নতুবা তোর নিষ্কৃতি নেই !

সত্য। পিতা—পিতা—
অযোগ্য সন্তান তব
জীবিত এখন,
শূন্য রাজপুরী—
কেহ নাই আর !

সম্বরণ। (ক্রোড়ের নিকট টানিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন)

কালা।　একি।　বিশ্ব কেন—
কাঁপে টলমল,
কাঁপিতেছে জল স্থল
স্থাবর জঙ্গম!
ওই—ওই—
কাঁপে বুঝি বিশ্বচরাচর!
কাঁপাইয়া পাপীর হৃদয়
ওই আসে গ্রাসিবারে
বিকট পুরুষ—
বুঝি পাপের
উচিত দণ্ড করিতে বিধান
কালান্ত কৃতান্তরূপে
আসিতেছে ধেয়ে!
একি! একি!
দাঁড়াতে না পারি আর,
গেল গেল রাজপুরী—
পাত্রমিত্র সহ ডুবিল অতলে!
(পতন ও ক্ষণ পরে উত্থিত হইয়া)
এ্যাঁ—এ্যাঁ—আবার ওকি,
কেবা ওই বিকট পুরুষ,—
করে ধরি লৌহের মূদ্গর,
পাপীগণে করিছে প্রহার!

(অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক)

এ্যাঁ—পুনঃ কেবা তুমি,—
বদন ব্যাদন করি,
করিতেছ অট্টহাস্য,—
নিরখি আমায় !
কে তুমি পুরুষ—কি বলিছ
পাপের কিঙ্কর তুমি
ল'য়ে যাবে বাঁধি মোরে
রৌরব নরকে !
উঃ হুঃ—কোথা হ'তে—
আসে এই পূতিগন্ধ,

(নাসিকায় হস্ত দিয়া)

প্রাণ যায়—প্রাণ যায়'

(আকাশের দিকে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া)

এ্যাঁ—কে তুমি কি বলিছ
ওই স্থানে যেতে হবে মোরে,
না, না—পারিবনা কভু
মূরলা—মূরলা
কর ত্রাণ এ ঘোর নরক হ'তে।

(উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পলায়ন করিল)

অলকা। হোঃ ! হোঃ ! হোঃ !
সেনাপতি—হোঃ হোঃ (প্রস্থান)

বশিষ্ঠ। সম্বরণ! পরিবর্ত্তনশীল জগত মানবের ভাগ্য কখনও একভাবে পরিচালিত হয় না যেমন দিবার পর রাত্রি রাত্রির পর আবার দিবা পর্য্যায়ক্রমে আসা যাওয়া ক'র্‌ছে তেম্নি মানবেরও ভাগ্যচক্রের ঘূর্ণনে সুখ দুঃখ প্রতিভাত হচ্ছে, অনুতপ্ত হ'য়োনা বৎস রাজ্যের লুপ্তশ্রী আবার ফিরে আসবে আবার তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হ'য়ে তেম্নিভাবে প্রজার মনোরঞ্জন কর'বে এই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, এখন চল এ বিষয়ে তোমাদের যথাবিধি উপদেশ দিয়ে অন্যান্য ব্যবস্থা করিগে। বল সকলে সমস্বরে বল জয় বাসুদেবের জয়—

সকলে। জয় বাসুদেবের জয়।

[সকলের প্রস্থান]

কানন পথ

[লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রবেশ]

লক্ষ্মী। দোহাই তোমার,—আর সহ্য হয় না ঠাকুর! এ খেলার এইখানে পরিসমাপ্তি ক'রে স্বধামে নিয়ে চল আমায়। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি, তোমারই জয়—তুমিই বিজেতা—এখন চল—

নারায়ণ। এরি মধ্যে এত উতলা কেন লক্ষ্মী—এখনও যে অনেক বাকী—

লক্ষ্মী। তোমার পায়ে ধরি—আর আমায় কাঁদিয়োনা এ বন সে বন ক'রে দেহের অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে গেল কিছুতেই আর পেরে উঠছিনি।

নারায়ণ। হাসালে লক্ষ্মী। যাক্ আর কিছু বল্‌বার নেই যখন পরাজয় স্বীকার ক'রেছ তখন আর তোমায় কষ্ট দেবনা তবু তোমায় আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌তে হবে, জানত লক্ষ্মী ভক্ত যে আমার প্রাণ যে যে-ভাবে আমায় ভজন ক'রে ঠিক্ আমি তাকে সেই ভাবেই দেখা দিয়ে তার মনসাধ পূর্ণ ক'রে থাকি! এখন চল প্রিয় ভক্তকে নিয়ে তার রাজধানীতে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

—:*:—

ক্রোড় অঙ্ক

(নিয়তি কালাঞ্জয়কে মুহুর্মুহুঃ শরাঘাত করিতে করিতে প্রবেশ করিল)

কালাঞ্জয়। (উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়) ওঃ ! অসহ্য যন্ত্রণা—প্রাণ যায় প্রাণ যায়—রক্ষা কর আমায় ! রক্ষা কর ;—

(যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে বলিল)

নিয়তি ! পাপের প্রায়ঃশ্চিত্ত—পাপের প্রায়ঃশ্চিত্ত !

কালা। নিয়তি—নিয়তি,—না আর পারবনা পাষাণী—পাষাণী, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল নিষ্ঠুরা নিয়তি ক্ষান্ত হ !

(আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল)

রাক্ষসী—রাক্ষসী—আর যন্ত্রণা দিওনা আমায় মেরে ফেল আমায় হত্যা কর আমায়,—ওঃ ! প্রাণ যায়—মূরলা—মূরলা—কোথায় তুমি

(মূরলার প্রবেশ)

মূরলা। পাপের প্রায়ঃশ্চিত্ত ভোগ করতেই হবে স্বামিন্, কি সাধ্য আমার—কতবার তোমায় পাপপথ হ'তে ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা ক'রেছি তথাপি কৃতকার্য্য হ'তে পারিনি, এখন বুঝতে পারছ স্বামিন্ পাপের প্রায়ঃশ্চিত্ত কত ভীষণ ?

[নিয়তির প্রস্থান]

কালা। মূরলা—মূরলা আর তিরস্কার ক'রনা আমায় এখন নিয়তির হাত হ'তে পরিত্রাণ কর—

মূরলা। আমার কি শক্তি আছে স্বামিন্ দুর্ব্বলা রমণী আমি।

কালা। মূরলা—আমার অন্তর হ'তে কে যেন ব'ল্‌ছে সতি রমণীর সে শক্তি আছে, তুমি আমায় ক্ষমা কর মূরলা—তাহ'লে আমি শান্তি পেলেও পেতে পারি। সতি লক্ষ্মী মূরলা আমায় মার্জ্জনা কর!

মূরলা। ছিঃ! সামিন্—ওরূপ কথা ব'লে আমায় অপরাধিনী করবেননা, আমি আপনার চরণ সেবিকা মূরলা, চলুন স্বামিন্—আমি আপনার হাত ধ'রে রাজসমীপে নিয়ে যাই,—চলুন দুজনে গিয়ে তাঁর চরণতলে পতিত হ'য়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিগে, তাহলে সকল জ্বালার নির্ব্বাণ হবে! (হস্তধারণ)

কালা। মূরলা—মূরলা—তোমার পবিত্র কর স্পর্শে আমার সমস্ত যন্ত্রণা নিমিষে নির্ব্বাপিত হ'ল! ওগো আধিষ্ঠাত্রি দেবী আমার এ জীবন এবার তোমারই আরাধনায় নিয়োজিত থাক্‌বে! চল মূরলা সেই পুণ্য ক্ষেত্রে নিয়ে চল আমায়!

[উভয়ের প্রস্থান]

(অগ্রে বশিষ্ঠ ও তৎপশ্চাতে রক্তবস্ত্র পরিহিত সম্বরণ নারায়ণের বিগ্রহ মূর্ত্তি কোলে করিয়া তাহার পশ্চাতে সত্যজিৎ পুষ্পমাল্য হস্তে প্রবেশ করিল)

বশিষ্ঠ। সর্ব্বাগ্রে ওই সিংহাসনে বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপনা কর।

সম্বরণ। (তথাকথিত)

বশিষ্ঠ। (কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধূপ দীপ প্রদানান্তে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন পরে)

বল সকলে মিলে বল—-

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণায় হিতায়চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ !

সকলে। (তথা কথিত)

[অরুণকে সঙ্গে করিয়া দুলালচাঁদ, সুধীয়ার ও সুপ্রভার প্রবেশ]

অরুণ। বাবা -বাবা—অনেক দিন তোমায় দেখিনি কোথায় ছিলে এতদিন ! এই দেখনা বাবা বনবাসে গিয়ে সখার দেখা পেয়েছি একবারটি কোলে ক'রনা বাবা নয়তো সখার প্রাণে কষ্ট হবে।

(সম্বরণ দুলাল চাঁদকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিল)

দাদা—দাদা -তুমি এত বিষণ্ণ মনে কেন দাদা ?

সত্যজিৎ। আয় প্রাণাধিক ! (ক্রোড়ে গ্রহণ)

মা—মা—

সুপ্রভা। পুত্র—পুত্র,—ভগবানের অপার করুণা—স্বামিন্ দেবতা আমার অভাগিনীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

সম্বরণ। রাণী—রাণী—কোথায় ছিলে এতদিন ?

সুপ্রভা। সব বল্‌ব সবই শুন্‌বে ফিরে এসেছি যখন—তখন প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে কাঁদবার অনেক সময় পাব, রাজা—রাজা—!

সম্বরণ। চুপ্ কর রাণী—দুর্দ্দিন কেটে গেছে—

[কালাঞ্জয় সহ মূরলার প্রবেশ]

মূরলা। যথার্থই রাজা সময় ফিরে এসেছে তা না হ'লে আজ এ পরিবর্ত্তন ঘটবে কেন, রাজরাজেশ্বরী মা আমার দুঃখিনী কন্যার প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণতঃ হইল)

কালা। ধর্ম্ম প্রাণ রাজা,—আমায় ক্ষমা কর, মহাপাপী আমি—ক্ষমা চাইতেও বুক কেঁপে উঠছে।

(চরণতলে পতিত হইলেন)

সম্বরণ। কে—সেনাপতি—ওঠ বন্ধু—! আমায় আলিঙ্গন দিয়ে প্রাণ সুশীতল কর।

কালা। (সরিয়া গিয়া) না না ছুঁয়োনা আমায় মহাপাপী আমি!

[নিরঞ্জন মানসী সহ প্রবেশ করিল]

নির। কে বলে তুমি পাপী—আমি বল্‌ছি তুমি অতি পবিত্র অতি মহৎ—এই নাও ধর ভাই রাজার গচ্ছিত রত্ন। (তলোয়ার ও উষ্ণীষ প্রদান) এ গুরুদায়িত্ব তোমাকেই শোভাপায়, আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য!

(পরস্পরে আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল)

কালা। নিরঞ্জন—বন্ধু—এত মহান্ এত উদার তুমি—তোমার এ দেবোপম চরিত্র যথার্থই আদর্শস্থানীয়!

[লাঠির উপর ভর দিয়া গলিত কুষ্ঠবেশে
অলকার প্রবেশ]

অলকা। রাজা—আমায় ক্ষমা কর রাজা—তুমি না ক্ষমা ক'রলে আমার পরিত্রাণ নেই! উঃ হুঁ! বড় জ্বালা—বড় যন্ত্রণা—ভগবন্—তুমি আছ—তুমি আছ, যেমন কর্ম্ম ক'রেছি ঠিক তেম্নি শাস্তি বিধান ক'রেছ, জগৎ—চেয়ে দেখ,—আমি সেই অলকা—একদিন যে অবাধে পৃথিবী বক্ষে মহাপাতকের চরম অনুষ্ঠান ক'রেছে তার শাস্তি ভগবান্ তদ্রূপ বিচার ক'রেছেন! প্রত্যক্ষ ক'রে নাও জীব পাপ পুণ্যের কেমন সূক্ষ্মবিচার কর্ম্ম-অনুসারে ফলভোগ ক'রতেই হবে—হয় আজ নয় কাল!

[দস্যু সর্দ্দারের প্রবেশ]

দস্যু। ঠিক—ব'লেছ অলকা কর্ম্ম অনুযায়ী ফলভোগ করা বিধাতারই বিধান। মহীপতে- আমিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেম তাই মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রতে এসেছি রাজা—আমায় মার্জ্জনা কর রাজা!

(পদতলে পতিত হইল ও সম্বরণ
তাহাকে সাদরে তুলিল)

বশিষ্ঠ। যাও অপরাধিনী পতিতা সম্পূর্ণ সুস্থদেহে আজ হ'তে ঈশ্বরারাধনায় মন দাও। আর—দস্যুপতি—তুমিও ভগবানের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর! ধন্য জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত মহিমা,—জগতের ধারণার বহির্ভূত! "তপতী" "তপতী" তোমারই পুণ্য প্রভাবে আজ আমরা বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ দর্শন—পেয়েছি, তোমা হ'তে এ বংশের কীর্ত্তি চির উজ্জ্বল থাকবে! যতদিন ভারতে চন্দ্র সূর্য্য থাকবে ততদিন তোমার নামও ভারতে জাজ্জল্যমান থাকবে, ওহে ভক্তবৎসল কৃপা যদি ক'রেছ তবে আর কেন একবার যুগল রূপ দেখিয়ে ভক্তের মন-সাধ পূর্ণ কর!

(যবনিকা)